শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

কলিকাতা,—৩৯।২ নং সিমলা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীফকিরচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

BANI PRESS

CALCUTTA.

1904.

মূল্য ১৲

প্রথম খণ্ড।

প্রাণ আহুতি।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ত্যাগে।

যশোহর জেলায় সুবর্ণপুর গ্রাম। গ্রামে অনেক লোকের বসতি;—হাট আছে, বাজার আছে, ডাকঘর আছে—মধ্যশ্রেণীর একটি ইংরেজী স্কুলও আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, সুবর্ণ-বণিক, স্বর্ণকার, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতিরও বসবাস আছে।

সম্প্রতি সুবর্ণপুরের পশ্চিম পাড়ায় একটা হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তবে হরিসভার জন্য পৃথক গৃহাদি কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই,—গোপাল সরকারের বাড়ীতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

গোপাল সরকার জাতিতে কায়স্থ,—বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইবে। সে সামান্য প্রকারের লেখাপড়া জানে,—প্রথম জীবনে অত্যন্ত অর্থকষ্ট পাইয়াছিল, শেষে জলপাইগুড়ি জেলায় একটা

মাড়োয়ারি মহাজনের আড়তে কি একটা কার্য্য করিয়া এখন দুই-পয়সা আনিতে পারিতেছে, এবং বৎসর কয়েক হইল, স্থবর্ণপুরের সন্নিকটস্থ রামপুর গ্রামের হরিদত্ত নামক জনৈক দরিদ্র কায়স্থের সুন্দরী কন্যা মনোরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। মনোরমা এখন যুবতী। গোপালের দুইটি প্রৌঢ়া বিধবা ভগিনী এবং স্ত্রী মনোরমা বাড়ীতে থাকে। বাড়ীতে তিনখানি গৃহ, একখানিতে রন্ধনাদি কার্য্য হয়,—আর দুইখানি বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট। গোপাল প্রায়ই কর্ম্মস্থানে থাকে।

গোপালের দূর-সম্পর্কীয় খুল্লতাত ক্ষুদিরাম সরকার, সম্প্রতি খুদিরামঠাকুর হইয়া দেশে আসিয়াছেন। ইহ-জীবনে তাঁহার বিবাহ হয় নাই—প্রথম জীবন—বাল্য, কৈশোর ও যৌবন-লীলা স্থবর্ণপুরেই সংসাধিত হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের বাল্যলীলা সময়ে স্থবর্ণপুরে ইংরাজী স্কুল সংস্থাপিত হয় নাই, তখন পালেদের ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপে কুঞ্জ সরকার গুরুমহাশয় পাঠশালা বসাইয়া ছেলেদিগকে শিক্ষা দিতেন। ক্ষুদিরামও অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালায় যাইতেন,—ক্রমাগত দশ বৎসর পাঠশালায় গিয়া তিনি কদলীপত্র ওরফে চিলিতা হাতে দিয়াছিলেন, তৎপরে পালেদের বাগানের লীচুফলাপহরণ অপবাদে তাহাকে অগত্যা ও অনিচ্ছাসত্ত্বে, গুরুমহাশয়ের অপক্ষপাতশূন্য বিচারে পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অতঃপর একটা কবির দলে মিশিয়া পড়েন,—কিছুদিন সে দলে থাকিতে থাকিতে তাঁহার উপরে এক জোড়া কাঁপড় চুরির অভিযোগ আইসে, সুতরাং দলপতি তাঁহাকে দল হইতে তাড়াইয়া দেয়। তখন তাঁহার জীবনের যৌবন-লীলা আরম্ভ হইয়াছে। অগত্যা গ্রামের

বাজারে একখানা মুদিখানার দোকান খুলিয়া বসেন,—ব্যবসায়ে লাভ লোকসান হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে একটানা লোকসানের স্রোতই বহিয়াছিল। তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—এই সময় হইতেই তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপরে ঝোঁক পড়ে। বাজারের পার্শ্বস্থ বৈষ্ণব-আখড়ার রামমণি বৈষ্ণবীর নিকট অহৈতুকি প্রেম শিক্ষার জন্য সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকিতেন, দোকানের দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকিত, কাজেই খরিদদারগণ তাঁহার ধর্ম্ম-কার্য্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া, অন্য দোকান হইতে দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া যাইত। ক্ষুদিরামের দোকানের দ্রব্য অবিক্রীত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকিত। হায়! জগতের এ বৈষম্য কেন?

তার পর, একদিন আখড়ার বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া—তাঁহাকে ধরিল, আমাদিগকে একটা মহোৎসব দিতে হইবে,—না দিলে তোমাকে আর এ পাড়ায় ঢুকিতে দিব না। মহোৎসবের ফর্দ্দ দেখিয়া তাঁহার আমূল জিভ শুকাইয়া গেল,—সে প্রায় একশত রৌপ্য মুদ্রার কাজ! "দিব দিচ্ছি" করিয়া ক্ষুদিরাম সে পাড়ায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা তাহা শুনিল না—প্রথমে দিন কয়েক, সে পাড়ায় যাইতে তাহারা নিষেধ করিয়া দিল। যখন না শুনিয়া—বরং কাহাকে কাহাকেও কিঞ্চিৎ রূঢ় বাক্য শোনাইয়া দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিলেন, তখন একদিন রাত্রে কয়েকজন বৈরাগী জোট পাকাইয়া তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রদান করিল। প্রহার-যন্ত্রণায় কয়েকদিন শয্যাগত থাকিয়া, শেষে উঠিয়া দোকান তুলিয়া দিয়া, সুবর্ণপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।
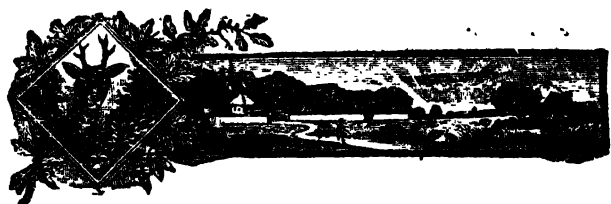
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্রার্থে।

সে আজি দশ বৎসরের কথা;—দশ বৎসর বিদেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ পূর্ব্বক ক্ষুদিরাম 'ঠাকুর' উপাধি নিজ নামের পার্শ্বে সংযোজিত করিয়া, সুবর্ণপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামে আসিয়া গোপাল সরকারের বাড়ীর দক্ষিণ দুয়ারি গৃহখানিতে বসিয়া, হরিনাম এবং হরিপ্রেম বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যত পাপী, তাপী, মুদি, ময়রা তাঁহার নিকটে দলে দলে আসিয়া হরিপ্রেম শিক্ষা করিতে লাগিল,—গ্রামের লোকের মুখে মুখে প্রচার হইতে লাগিল,—ক্ষুদিরাম ঠাকুর ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী হইয়াছেন। কেহ বলে, তিনি পরমহংস। অনেক রসপিপাসু মালা-তিলক-সেবিকা বলিল, "তিনি স্বয়ংসিদ্ধ ঠাকুর। তাঁহার যতি দেখিলে বুঝা যাইবে, তিনি আর মানুষ নাই,—নরদেহে শ্রীকৃষ্ণ। হু হু করিয়া লোক আসিয়া ক্ষুদিরামের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল, কেহ মেহ-ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ প্রশমন-কামনায় শিষ্য হইয়া, মালা গলায়

দিয়া, তিলক ধারণ করিয়া বসিতেছে। কেহ হাঁপ কাঁশ পুরাতন জ্বরের উপশম-কামনায় শিষ্য হইয়া পড়িতেছে। বন্ধ্যাগণ পুত্রার্থিনী হইয়া শিষ্য হইতেছে,—পতিবিরহিনী মনে মনে পতির কামনা রাখে, কাজেই শিষ্যার দল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। মহাজন সুদের আয় বাড়িবার আশায়; দোকানদারগণ প্রতিযোগীতায় অন্যাপেক্ষা দোকানের দ্রব্য অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইবার আশায়, অধমর্ণগণ মহাজনের দেনার দায়ে অব্যাহতি পাইবার আশায়, কৃষকগণ ক্ষেত্রে অধিক শস্য ফলিবার আশায়, মামলা-বাজগণ মোকদ্দমা জয়ের আশায়, দলে দলে আসিয়া ক্ষুদিরাম ঠাকুরের শরণাগত হইয়া শিষ্য হইতে লাগিল। গোপনে প্রকাশ, ক্ষুদিরাম ঠাকুর লৌহকে সুবর্ণও করিতে পারেন,—কাজেই স্বর্ণকারেরাও তাঁহার নিকটে মন্ত্রগ্রহণে আকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলতঃ, ক্ষুদিরামঠাকুরের নাম গ্রামের মধ্যে লোকের মুখে মুখে; চাউল, দাইল, দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, আনারস, আতা, আম্র, কাঁঠাল যাহার বাড়ীতে যাহা ভাল এবং পাইতে লাগিল, তাহাই আসিয়া ক্ষুদিরামের আখড়ায় উপস্থিত হইতে লাগিল। দলে দলে লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার নিকটে শাস্ত্র-কথা শুনিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিল।

একদিন মাধব-মধ্যাহ্নের উদাস সমীরণ বৃক্ষলতার দ্বারে দ্বারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। একটা নাছোড়বান্দা পাখী সমস্ত দুপুরবেলা আপন হৃদয়ের কি এক লুকান ব্যথা প্রকৃতির দরবারে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিল। মাটী তাতিয়া পথিক-গণের গমনাগমন এক প্রকার নিরোধ করিয়া দিয়াছিল,—ক্ষুদি-রাম ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহের পশ্চাদ্দিকস্থ কদলী বাগান হইতে

একটা পাখী "বউ, সরিষা কোট" বলিয়া তাহার কবেকার একটা পুরাণ স্মৃতির কথা জাগাইয়া তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছিল।

ক্ষুদিরামের বাসগৃহের বারেন্দায় অনেকগুলি নরনারী উপবিষ্ট। নারীগণ একধারে—তন্মধ্যে কেহ বর্ষিয়সী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ যুবতী, কেহ কিশোরী। অপরদিকে পুরুষগণ—তাহারাও ঐরূপ বিভিন্ন বয়সের। সকলেই নিস্তব্ধ,—সকলেরই পিপাসু নয়ন ক্ষুদিরামের মুখারবিন্দের উপরে সংন্যস্ত। তবে কাহারই চক্ষু যে আর এদিক ওদিক হইতেছে না, তাহাও আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি না,—তবে সে কথা আমরা ছাড়িয়া দিব।

সকলেরই এক একজন প্রধান শিষ্য থাকে,—ব্যাসের অগণিত শিষ্যের মধ্যে সুত শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিশ্বামিত্রের পাতঞ্জল, দ্রোণাচার্য্যের অর্জ্জুন,—অতএব ক্ষুদিরামেরও একজন প্রধান শিষ্য আছেন। তাঁহার নাম রসরাজ। রসরাজ জাতিতে অস্পর্শীয় ;—তবে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় ভেক লইয়া তিনি ব্রাহ্মণের প্রণাম লইবার যোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন! মধ্যস্থলে একখানি সুখাসনে ক্ষুদিরাম উপবিষ্ট—কয়েকজন শিষ্য্য নীরনিষিক্ত তালপত্রব্যজনী দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে, পার্শ্বে রসরাজ অন্য আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। সকলেই একাগ্রমনে ক্ষুদিরামঠাকুর-মুখ-বিনিসৃত হরি-কথা শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলী হইতে প্রশ্ন হইতেছে,—ক্ষুদিরামঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে জলের মত তাহার উত্তর প্রদান করিয়া যাইতেছেন। প্রশ্নোত্তরের প্রকার এইরূপ ;—

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! একটি ভাবপূর্ণ শাস্ত্র-

বাক্যের অর্থ বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি, কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিয়া সংশয় ছেদন করিতে আজ্ঞা হউক।"

যিনি প্রশ্ন করিলেন, তিনি নব্যযুবক, নাম সতীশচন্দ্র। গ্রাম্য স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, এবং স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ধনীসন্তানোচিত যৌবনের ব্যবহার করিতেছিলেন, সহসা ক্ষুদিরাম-ঠাকুরের ধর্ম্ম-প্রবাহে আসিয়া পতিত হইয়াছেন। শিষ্যের প্রশ্ন শুনিয়া, যথাযথ মৃদু হাসিয়া ক্ষুদিরাম ঠাকুর বলিলেন, "হাঁ বাবা;— বল, কোন্ শ্লোকে তোমার মনকে সন্দেহদোলায় দোলাইতেছে?"

ক্ষুদিরামঠাকুর অনেকগুলি ভাল ভাল কথা রীতিমত অভ্যাস করিয়া লইয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্র বলিলেন,—একটা শ্লোক আছে—

"নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপানে শালিনে বনমালিনে॥"

"এই শ্লোকের অর্থই বা কি, আর ভাবই বা কি?"

ক্ষুদিরামঠাকুরের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। গলার ভিতরে যেন একটা কোন পদার্থ আসিয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইল। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, "আহা-হা! সত্যই বলিয়াছ, অতি রমণীয় শ্লোক! শ্লোক শুনিয়া হৃদয় জুড়াইয়া গেল। এই শ্লোকটি আমি যতবার শুনি, ততবারই প্রেমে আমার হৃদয় ভাসিয়া যায়—আমার জ্ঞানই লোপ পায়।"

সাধিকাকুল সতীশচন্দ্রের উপরে মর্ম্মান্তিক রাগ করিতে লাগিলেন, এবং সতৃষ্ণনয়নে পুনঃ পুনঃ প্রভুর মুখকমলের প্রতি

চাহিতে লাগিলেন,—হায়, হায়,—বুঝি বা প্রভুর প্রেমাবেশে অজ্ঞান করায়। কিন্তু অনেকক্ষণ যখন অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন তাঁহাদের মনে ভরসা আসিয়া পঁহুছিল।

সতীশ শ্লোকার্থ শুনিবার জন্য ঠাকুরের মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে। ঠাকুর এতক্ষণ চক্ষু মুদিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, ব্যাটা এখনও ছাড়ে নাই—তাহার চাহনির ভাবে,—স্পষ্ট—স্পষ্টতর বুঝা যাইতে লাগিল, সে এখনও শ্লোকের অর্থ শুনিতে উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। তখন ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, বলত বাবা ;—এক এক করিয়া বলিয়া যাও, আমি এক এক করিয়া অর্থ করিয়া যাই, ঐ শ্লোকে আমাকে এমন আবেশ-বিহ্বল করিয়া তুলে যে, আমি উহার সমস্ত কথাগুলি কিছুতেই মনে রাখিতে পারি না।

সতীশ। নমো নলিননেত্রায়—

ক্ষুদি। নমো নলিননেত্রায়,—ইহা ত বালকেও বুঝিতে পারে, সুতরাং ইহার আর কি অর্থ করিব? তার পর?

সতীশ। বেণুবাদ্য—

ক্ষুদি। এ যে না বুঝে, সে আমার শিষ্য হইবার উপযুক্তই নহে। সুতরাং ইহার অর্থ আর বলিতে হইবে কেন?

সতীশ। বিনোদিনে।

ক্ষুদি। ইহা যে না বুঝিতে পারে, আমি তাহার গলার মালা টানিয়া ছিঁড়িয়া দিই। তার পরে?

সতীশ। রাধাধর-সুধাপানে শালিনে বনমালিনে।

ক্ষুদি। আহা-হা—এইটুকুই এই শ্লোকের সার। শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে,—এই দেখ,—

তোমরা চাহিয়া দেখ, আমার নয়নকোণে কত জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—আ-হা-হা-হা! হরি হে, প্রেমকিশোর! হাঁ, বল বাবা—শেষেরটুকু আবার বল,—এক এক করিয়া বল?

সতীশ। রাধাধর-সুধাপানে—

ক্ষুদি। থাক্—এখন বলিতে হইবে না। আগে তোমাদের সকলকে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেই।

শিষ্যবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলী উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্ষুদিরামঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ঐ যে শ্লোক—প্রেম-ভক্তিমাখা শ্লোকটি শুনিতেছ, উহাতে ব্রজের গাঢ় মধুর ভাব একেবারেই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রসিক ভক্তবৃন্দ ব্যতীত কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না। উহার শাস্ত্রব্যাখ্যা এই যে,—একদিন প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দিন, তৎপরে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত অনবরত ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতে-ছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও ছিল,—ভারি দুর্য্যোগ—গৃহের বাহির হওয়া দুর্ঘট। শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীও গৃহের বাহির হইতে পারেন নাই, সুতরাং বাজার হাটও করা হয় নাই। রাধার প্রেমবিভোর ঠাকুর সেই দুর্য্যোগেও গৃহে থাকিতে পারেন নাই—একটা তালপত্রের ছত্র মস্তকে দিয়া ধীরে ধীরে শ্রীমতীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখনও বৃষ্টির বিরাম হয় নাই। রাধাসুন্দরী ঠাকুরের আগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া, তাড়াতাড়ি পান সাজিয়া ঠাকুরের হস্তে প্রদান করিলেন। ঠাকুর অন্তর্যামী—পান হস্তে লইয়াই বুঝিতে পারিলেন, পানে এলাইচ লবঙ্গ কস্তুরী প্রভৃতি মসল্যা দেওয়া হয় নাই। বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অন্তরে বেদনা উপস্থিত হইল, তাই বলিলেন,—রাধাধর-সুধাপানে—

কি না, শুধু পান রাধা তুমি ধর। ভাবার্থ এই যে, আমাকে তুমি এখন আর ভালবাস না—বোধ হয়, তোমার অন্য কোন অভিলাষ জন্মিয়াছে। নতুবা আমার শ্রীহস্তে তুমি শুধু পান দাও! পানে কোন মসল্যাই নাই! এই তোমার পান নাও। এই কথা বলিয়া পানটি শ্রীমতীর দিকে ফেলিয়া দিলেন। তখন রাধা ঠাকুরাণী বলিলেন, আজি বড় বাদলা, আমি বাজারে যাইতে পারি নাই—আমার অপরাধ ক্ষমা কর; আজি ইহাই খাও। এই কথা বলিয়া—পানটি কুড়াইয়া লইয়া, ঠাকুরের শ্রীহস্তে প্রদান করিলেন। এবার ঠাকুর ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। বলিলেন, "কি! আমার সঙ্গে ঠাট্টা! এ পান খাইব না—শালি নে। এই কথা বলিয়া পান শ্রীমতীর গাত্রে ফেলিয়া দিলেন, আদ্যাশক্তি রাধাঠাকুরাণীও ত কম নহেন—তিনি তদ্দণ্ডেই সে পান কুড়াইয়া লইয়া ঠাকুরের গাত্রে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বনমালি নে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের এই পান-লীলার গুহ্যভাব ব্যক্ত করিতে নাই,—কিন্তু তোমাদিগের শিক্ষার্থে, আমি এই অতি গুহ্য কথা বলিয়া দিলাম, কদাচ এ ভেদ-ভাব কোথাও ব্যক্ত করিও না।"

শিষ্যগণ ও শ্রোতৃমণ্ডলী ক্ষুদিরামের শাস্ত্র ও শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইলেন। সকলেই বুঝিলেন,—ক্ষুদিরাম ঠাকুর সাক্ষাৎ বেদব্যাস, অথবা স্বয়ংসিদ্ধ ঠাকুরেরই অবতার। সতীশচন্দ্র শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্ষুদিরাম বুঝিলেন, তাঁহাতে বাস্তবিকই ঠাকুরের আবেশ হইয়াছে, নতুবা এমন সদর্থ তিনি কেমন করিয়া করিতে পারিলেন! তাঁহার স্বশক্তিজ্ঞান এখনও সীমাহারা

হয় নাই। সতীশচন্দ্র শত ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু একবার যেন তাঁহার অধরে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পায় নাই,—দরজার অন্তরাল হইতে যে দুইটি বড় বড় চক্ষু সতীশচন্দ্রের মুখের উপরে অনেকক্ষণ হইতে সংন্যস্ত হইতেছিল, হাসিটুকু সে চক্ষুকে এড়াইতে পারে নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাশে।

দরজার পার্শ্বে বসিয়া যে সতীশচন্দ্রের মুখের দিকে বারে বারে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সে গোপাল সরকারের স্ত্রী মনোরমা। মনোরমা ষোড়শী এবং রূপবতী। মনোরমার মোহময় রূপের এই এক বিশেষ লক্ষণ যে, উহা আগে দর্শকের চক্ষু,—তার পর অবস্থাবিশেষে, দর্শকের মন ও প্রাণ পর্য্যন্ত টানিয়া লয়। সে রূপে জ্যোৎস্নার শীতল মাধুরী,—জ্যোৎস্না-শীতল-নৈশকুসুমের হৃদয়-হারিণী আকর্ষণী নাই। উহাতে চক্ষু জুড়ায় না,—ঝলসিয়া যায়। কিন্তু সময়বিশেষে, ঐ রূপই আবার, স্নেহময় সরলতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যুবতীর মুখশ্রীতে কেমন একটু বিচিত্র রঙ্ ফলায়।

মনোরমা গৃহমধ্যে বসিয়া সতীশচন্দ্রকে দেখিতেছিল,—কেন দেখিতেছিল, তাহা সে জানে না। দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল, বলিয়াই দেখিতেছিল। সতীশচন্দ্র সুন্দর যুবা এবং ধনীর সন্তান তাহাতেই কি? হইতে পারে,—কিন্তু ইহার অধিক সংবাদ দিতে আমরা পারগ নহি,—কে কাহাকে দেখে, কি জন্য দেখে—উদ্দেশ্য কি? বুঝাইতে আমরা অক্ষম,—লিখিতে হয়, লিখিয়া যাই। অনেকে অনেক সময় এরূপ দেখা দেখিয়া থাকে,—তাই আমরা লিখি।

সতীশচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে মনোরমার ফুটন্ত রূপের রাশি নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইতেছিলেন,—কিন্তু তিনি অনেক লোকের মধ্যে—অনেক লোকের চক্ষুর সম্মুখে আছেন বলিয়া, তাঁহাকে একটু সাবধানে, সময়ে ও সুবিধামতে দেখিতে হইতেছিল।

ক্ষুদিরাম ঠাকুর শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিয়া গর্ব্বোন্নত বদনে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ ও দর্শকমণ্ডলী মনে মনে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

আজি কয়দিন হইল, গোপাল সরকার ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল। প্রথম দিন দুই—বাড়ীর উপরে এতটা লোক-সমাগম ও ভগিনীদ্বয়ের ঠাকুরসেবা দেখিয়া মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পরে যখন ক্ষুদিরামঠাকুর তাহাকে নিভৃতে লইয়া হরিনাম-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলেন, এবং তৎসঙ্গে তাহার স্বাস্থ্য ও প্রভূত অর্থাগমের উপায় স্বরূপ এই ধর্ম্মযাজন করা, ইহা বুঝাইয়া দিলেন, তখন সে মহানন্দিত মনে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া পড়িল,—ও তাঁহার নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য বিদায় লইল।

গোপাল সরকার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইবে, তাহাদিগের গ্রাম হইতে রেলওয়েষ্টেশন প্রায় দুই তিন ক্রোশ, সুতরাং এই সময় না গেলে, গাড়ী পাওয়া যাইবে না;—গোপাল আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী অতি আত্মীয়ের মত করুণার স্বরে তাহার ভাবি-সুখ সম্পদের ভরসা দিয়া, আশীর্ব্বাদ ও সম্ভাষণ করিলেন। স্বয়ং ক্ষুদিরামঠাকুর উঠিয়া তাহার হস্তে নির্ম্মাল্যতুলসী প্রদান করিয়া, আশীষ বচনে বিদায় করিলেন। গোপাল চলিয়া গেল।

সেদিনকার মত তাঁহাদেরও ধর্ম্মালোচনা বন্ধ হইল,—যে যাহার বাড়ী গমন করিল।

সতীশচন্দ্রও যাইতেছিলেন,—কিন্তু ক্ষুদিরাম ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "বড় বাবু! তুমি একটু ব'স। একটা কথা আছে।"

সতীশচন্দ্র বসিয়া থাকিলেন। সমস্ত লোক চলিয়া গেলে, যখন সে স্থান জনশূন্য হইল, তখন সতীশের কাছে অতি মৃদুস্বরে ক্ষুদিরাম ঠাকুর বলিলেন, "দেখ বাবা, ধর্ম্মই জীবনের সার—ধর্ম্মই বন্ধু। অতএব তুমি ধর্ম্মালোচনা কর। বিশেষতঃ তোমাদের যে বংশ, তাহাতে কেন না, ধার্ম্মিক হইবে! তবে যে লোকে তোমার পানদোষের কথা বলে—সে ভাবিতে হইবে না, কে যে কিসের জন্য কি করে, তাহা কে বলিতে পারে। তাহা ত্যাগ করিতেও হইবে না। তবে একটু গোপনে করিলেই হইবে।"

সতীশচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা আপনার নিকট ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে আমার প্রবল বাসনা, কিন্তু ধর্ম্মাচরণ করা বড় শক্ত নহে কি?"

ক্ষুদিরাম ঠাকুর একটু হাসিলেন। হাসি গম্ভীর এবং মুরুব্বি-আনা গোছের। বলিলেন, "যাগ যজ্ঞ উপবাসাদি করিয়া যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে হয়, তাহা কঠিন বটে, এবং তোমাদের পক্ষে তাহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। কিন্তু রসিকের মাধুর্য্যরসের যে সাধনা, তাহা বড় মনোরম। মনের মত নায়িকা পাইলেই অতি সত্বর সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে।"

ধূর্ত্ত সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আপনি সিদ্ধ ব্যক্তি, আপনার কৃপাবলে, আমি মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইব—এমন আশা করিতে পারি। তবে ঐটুকু কথা।"

ক্ষুদি। কোন্ টুকু ?

সতীশ। মনের মত নায়িকা—সেই পাওয়াই দুর্ঘট।

ক্ষুদি। ভগবানের কৃপা হইলে, তাহা সহজেই মিলিতে পারে।

সতীশ। আমি ভগবানের কৃপা বলি না—গুরুর কৃপাই সকল। যদি আমাকে কৃপা করেন, আমি আপনার নিকটে মন্ত্র লইব।

ক্ষুদি। শ্রীহরি তোমাকে কৃপা করিবেন,—নায়িকার ভাবনা নাই—ঘরেই তোমার উপযুক্ত নায়িকা আছে। ধর্ম্মোদ্দেশে—আত্মার মুক্তি-কামনায় যোগ সিদ্ধির জন্য, উভয়েই আমার শিষ্য-শিষ্যা—পরকীয়া রসগ্রহণে শীঘ্রই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

সতীশচন্দ্রের হৃদয়-তন্ত্রী একবার বাজিয়া উঠিল। যে জন্য প্রত্যহ ক্ষুদিরামের নিকটে ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসিতেছেন,—যে জন্য তাঁহার প্রাণ হুইস্কির গ্লাসের তরল মধুর পদার্থের মধ্যে থাকিয়া, সহসা বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিতে আকুলিত—আজি ক্ষুদিরামের মুখে সেই কার্য্যের আভাস পাইয়া, সতীশচন্দ্র পুলকিত হইলেন, এবং হরিসভার জন্য একটা ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, সে দিন বিদায় হইলেন। যাইবার সময় একবার মনোরমার মুখখানা দেখিয়া যাইতে বড় সাধ হইয়াছিল;—কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

'পাখী জালে পড়িয়াছে' ভাবিয়া ক্ষুদিরাম ঠাকুর হৃষ্টান্তঃকরণে কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আগের কথা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সতীশচন্দ্র বাড়ী আসিয়া বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কয়েকটি বান্ধব লইয়া আখড়া করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র উত্তম বাজাইতে পারেন, ডাহিনা বাঁয়া লইয়া বাজাইতেছেন, পার্শ্বোপবিষ্ট ধীরেন্দ্রনাথ গান গাহিতেছিল। মধ্যে মধ্যে সুরা সেবন চলিতেছিল। অন্যান্য ইয়ারগণ অস্বাভাবিক বাহবা দিয়া গৃহখানি মুখরিত করিতেছিল।

গাহিয়া গাহিয়া গান একবার থামিয়া গেল,—এবার একটু অধিক মাত্রায় সুরা সেবন হইল, আবার—আবার গান আরম্ভ হইল। গীত হইতে লাগিল,—

তোরে হৃদয়-জেলে বন্দী ক'রে
প্রেম-দারোগার জিম্মা দেবে।
পীরিতের বেড়ি দিয়ে পায়
বিরহ পাথর ভাঙ্গাবে।

আর কিছুতো চায় না সে
মুখখানি তোর ভালবাসে,
যখন তখন দেখ্‌তে পাবে।

ব'লেছে সে তেমনি ক'রে
পালাস্ দেখি আঁখি ঠেরে
পারিস্ কেমন বোঝা যাবে।

গান সমাপ্ত হইল। ইয়ারগণ শত শত বাহবা প্রদান করিল। ধরণীধর বলিয়া উঠিল, "বাবা ;—গানটা যেন সতীশবাবুকে লক্ষ্য করিয়াই গাওয়া হইল !"

ধীরেন্দ্র মুচকী হাসিয়া ভাঙ্গাস্বরে বলিলেন, "না বাবা ;— জানা গান, গেয়ে দিলাম।"

ধরণী। কথা—গান, কবিতা, সবই জানা। নূতন কথা জগতে সৃষ্টি হয় না। সেই উল্টে পাল্টে সময়মত ব'ল্‌তে পাল্লেই লেগে যায়. তা বরাত বুঝি আর বেশী দিন নাই—এ ভিটায় বুঝি আমাদের আর অধিক দিন গ্লাস পাড়্‌তে হয় না।

সতীশ হাসিয়া মদবিহ্বল আঁখির বিভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "কেন বাবা ;—অভিসম্পাত কেন ?"

ধরণী। ঐ যে বাবা,—ঐ কি বলে ;—তুমি নাকি ক্ষুদিরাম ঠাকুরের চেলা হোচ্চ। রোজ রোজ নাকি তার কাছে যাওয়া আসা কোচ্চ !

সতীশ। তাতে কি ?—মদ কি আর ছাড়্‌তে পারবো—ও যে হ্যাবিট্ হোয়ে গেছে।

ধরণী। বাহবা—বাহবা বাবা ;—বাহবা ! হরিনামও চোল্‌বে আর মদও চোল্‌বে ? খ'ড়ে গঙ্গা—অমাবস্যা পূর্ণিমা একত্রে— বাওবা, কিয়া মজা ! ঢাল বাবা, মদ ঢাল।

ধীরেন। আচ্ছা সতীশবাবু, ক্ষুদে ব্যাটা নাকি বামুন-

গুলোকে পর্য্যন্ত পায়ের ধুলো দিচ্চে—পাতের প্রসাদ দিচ্চে; সত্যি ?

সতীশ। যারা শিষ্য হয়, তাদের দেয় বৈ কি ?

ধীরেন। কি সর্ব্বনাশ! শুনিলে যেন গায়ের রক্ত জ্বলিয়া উঠে।

ধরণী। বাবা!—কি বামুনের বেটা বামুন গো! রোজ রোজ এক বোতল করিয়া শুঁড়ির জল উদরস্থ করেন, আর তার যত অপরাধ।

ধীরেন। না হে—তার মধ্যে কথা আছে।

ধরণী। কি কথা আছে, ইয়ার ?

ধীরেন। শাস্ত্রে মদ্যপানে দোষোল্লেখ হয় নাই—

ধরণী। শাস্ত্রী মহাশয় রক্ষা কর বাবা;—আর দিনকতক পরে, কোন্ শাস্ত্রীর মুখে হয়ত শুন্‌তে পাব, মহামাংস ভোজনেও দোষ নাই।

ধীরেন। আমি তোমাকে অনেকগুলি প্রামাণিক শাস্ত্র-বাক্য শুনাইতে পারি, যাহাতে পরিমিত মদ্যপানে দোষ নাই, এমন আছে। চুলোয় যাক্—সে কথা ছাড়িয়া দাও—শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝিবার ক্ষমতা তোমার আমার কোথায় ? কিন্তু মোটের উপরে কথা জান,—

ধরণী। কি জানি ইয়ার ? তুমি বলিয়া যাও—ক্ষুদে ব্যাটার স্কন্ধে লাগিয়াছ,—ভাল, বলিয়া যাও।

ধীরেন। না ভাই, বড় গা জ্বলে! বলিতেছিলাম কি,—আমরা মদ খাই, আমরা বাবু চালে চলি—মাথায় টেড়ি কাটি, গায়ে এসেন্স দেই, পায়ে জুতা পরি, মোজা পরি—জামা কাপড়

সকলি বিলাসের দ্রব্য ব্যবহার করি। ধর্ম্মের ভাণও করি না। আর ঐ ব্যাটাচ্ছেলেরা যে, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া - জাতি ধর্ম্ম, বর্ণ ধর্ম্ম সকলের উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে,—ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। কুল-ললনাগণকে, সহজ সাধনা—না ওদের গুষ্টির মুণ্ডু, কি বলিয়া ভুলাইয়া অসৎপথে লইতেছে,—তাহাদের নারীজন্মের সারভূত সতীত্বধন নষ্ট করিতেছে।

ধরণী। তাই কি বাবা, ভাল লোকে পারে! ছোট লোক-দের মধ্যে—এখন যে ব্যাটারা ঐরূপস্থলে রাধাকৃষ্ণলীলা করিতে স্ত্রী ভগিনীগণকে পাঠাইয়া দেয়, তাদের দফা সারা হবে না কেন? চোরের হাতের উপর মাণিক রাখিয়া দিয়া দূরে সরিয়া গেলে, চোরের অপরাধ কি? সে না নেবে কেন, বাবা?

ধীরেন। আমিও তো তাই বলিতেছিলাম,—আমরা যেমন মানুষ তেমনই থাকি, কেহ স্ত্রী কন্যা আমাদের নিকট পাঠায় না—আমরা শোণিতপিপাসু ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রের বেশেই থাকি—লোকে ছাগল ভেড়া সাবধানে রাখে। আর পাষণ্ডগুলা মেষ-চর্ম্মাচ্ছাদিত ব্যাঘ্র—মেষের মত থাকে, লোকে ছাগল ভেড়া সাবধান করে না—উহারা মনের সাধে ভোজন দেয়।

ধরণী। সে দোষ কাহাদের বাবা? রত্ন চিনিয়া লইতে যার শক্তি নাই—সে চিরকালই ঠকিয়া থাকে।

ধীরেন। তার পরে সতীশ বাবু!—তুমি গাঁয়ের জমিদার, তুমি কোথায় ঐ পাপ-স্রোত রুদ্ধ করিবে, না উহাদের ধর্ম্মগ্রহণের জন্য গতায়াত করিতেছ!

সতীশ হাসিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবধর্ম্ম বড় মধুর।"

ধীরেন। নিশ্চয়;—সত্ত্বগুণময় বৈষ্ণব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই।

কিন্তু তাই বলিয়া তোমার মূর্খ ইন্দ্রিয়দাস ক্ষুদিরাম ঠাকুরের নিকটে সে ধর্ম্মের শিক্ষা-দীক্ষা হয় না।

ধরণী। না হয়—আরও আছে। গোপাল সরকারের রাঙ্গা বৌটি। বাবুর যাতায়াত বুঝি সেই ঝোঁকেই হইতেছে। কিন্তু বাবা! কাজটা ভাল হইতেছে না।

ধীরেন। হতভাগ্য গোপলা বেটার ভিটায় শীঘ্রই ঘু ঘু চরিবে, সন্দেহ নাই। ভগিনী দুইটি ঠাকুরের সেবাদাসী—তাহারা নাকে মুখে সর্ব্বগাত্রে তিলকসেবা করে—বেটীদের দেখিলেই যেন বেশ্যা বলিয়া ভ্রম হয়। ঠাট-ঠমকে যেন ভদ্রমহিলার অতিরিক্ত। তৎপরে বৌটিও যাবে।

ধরণী। আমাদের বাবুর ভোগেই বা লাগে।

সতীশ। বা ব্যাটাচ্ছেলে—ছোট মুখে বড় কথা!

ধরণী। না বাবা;—বড় মুখে ছোট কথা। তুমি জমিদার, তোমার মুখে ঐ কথা! হ'ত আমাদের, মানিয়ে যেত। সমানে সমান না হইলে কি মিলে?

সতীশ। অমন কথা বলিও না। ধর্ম্মের নিন্দা করিতে নাই।

ধরণী। ধর্ম্মের নিন্দা করে কোন নির্ব্বংশের বেটা। নিন্দা করি—ঐ পাজী বেটাদের।

নিকটে একখানা খঞ্জনী পড়িয়াছিল, ত্বরিত গতিতে কুড়াইয়া লইয়া, তাহাতে টোকা দিয়া, খেম্‌টা তাল বাজাইতে বাজাইতে মাজা দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া, ভাঁইরো রাগিণীতে ধরণী গাহিতে লাগিল—

জয় যদুনন্দন, জগত-জীবন,
জগন্নাথ তার জি!

হরিনামের মালা, সিকেয় আছে তোলা,
সেবাদাসীর কথা ভাব্‌চি ॥
বড় বড় মোণ্ডা, দশবিশ গণ্ডা,
খেতে পারি, বাবাজি!
বড় বড় গোল্লা, থৈ তোলা তোল্লা,
গব্‌ গব্‌ ক'রে গালে দি ॥
চিড়ে মুড়কী পেলে, দি জল ঢেলে,
দশসের খেয়ে পাত্ত চাটি।
খাঁটি-ব্রাণ্ডি পেলে, দি গলায় ঢেলে,
(আবার) হুইস্কি পেলে ছাড়ি কি?
হাঁসের ডিম চাটে, মন বড় পটে,
মুরগির ডিমে ক্ষতি কি!
ভাজা চিংড়ি মাছে, মন সদা মজে,
কাট্‌লেট্‌ কোপ্তা মেরে দি ॥
বড় বড় কাঁকড়া, পাত্তে বোসে ঠোক্‌রা,
ঠুক্‌রে খাই তার মাথার ঘি।
বড় বড় খাসী, খেতে ভালবাসি,
মোটে নাই তাতে অরুচি ॥
দু-তিন গণ্ডা, মাগী ষণ্ডা ষণ্ডা,
করে রেখেছি সেবাদাসী।
এ গুহ্য সাধনা, কাহাকেও ব'ল না,
ডুব দিয়ে জল খেলে ক্ষতি কি?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি।

"আজি আবার খেয়েছ?"

"কি খেয়েছি?"

"আমার মাথা!"

"চুলশুদ্ধ?—তা হ'লে যে এতক্ষণ বদহজম হ'য়ে হাতের জল শুকাত না।"

সতীশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্রের স্ত্রী সুশীলাতে কথা হইতেছিল। সুশীলা কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ডাগর ডাগর চক্ষু দিয়া অশ্রু-প্রবাহ গড়াইয়া অপাঙ্গপ্লাবিত করিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি তোমার আশ্রিতা—আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী—আমি তোমার দাসী। তুমি ভদ্রলোক—তুমি উন্নতবংশের বংশধর—রাজার মত তোমার মান-সম্ভ্রম। তুমি আমার সঙ্গে ঐরূপ কথা বলিলে? তুমি কি এ ছাই নেশা ছাড়িতে পারিবে না? যদি না পারিবে, আমার গতি কি হইবে?"

সতীশ। যদিই না পারি—তোমার অনিষ্ট কি হইতেছে? তুমি কি ভাত কাপড় পাচ্চ না,—না পাবে না?

সুশীলা। প্রাণাধিক!—ভাত কাপড়ই কি সার পদার্থ? রমণী-জীবনের একমাত্র আনন্দ, স্বামীর সোহাগ!

সতীশ। কেন, আমি কি সোহাগ করিতে জানি না? সোহাগ করিব?

সুশীলা। ঐত—ঐ বদ নেশার কাজ। প্রভু! ভদ্রলোকের স্বামী স্ত্রীর সোহাগ—কি কথায় হয়? দাম্পত্যধর্ম্ম যথাবিধি প্রতি-পালনই—সোহাগ বা সুখ। ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, পবিত্র শান্তিতে যে সংসারে স্ত্রীপুরুষে বসতি করে,—তাহাদের চেয়ে সুখী আর কে?

সতীশ। সুশীল?

সুশীলা। কেন?

সতীশ। তুমি কি কোন টোলে পড়েছ?

সুশীলা। আবার ঐ খারাপ ইয়ারকি? যদি অমন কর, এখনই আমি চলিয়া যাইব।

সতীশ। কোথায় যাবে?—যাবার আর কোন গুপ্তস্থান আছে না কি?

পুচ্ছবিমর্দ্দিতা ভুজঙ্গিণীর ন্যায় ফোঁপাইয়া উঠিয়া সুশীলা বলিল, "আমি তোমার স্ত্রী—ভদ্রলোকের মেয়ে, আমাকে কি কথা বলিতেছ? যদি ঐরূপ কথা বলিবে—আমি আত্মহত্যা করিব। কোথায় আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিবে—নীতি শিক্ষা দিবে—আমি তোমার শিষ্যা—তোমার নিকট কথা কহিতে, চলিতে ফিরিতে সমস্ত শিখিব, তাহা না হইয়া আমাকে লইয়া তোমার এরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তা বলা, নিতান্ত গর্হিত।"

সতীশ। কি বাবা!—একেবারে যেন পণ্ডিতের বোনাই।

বাঙ্গালা নভেল লেখকগুলাই তোমাদের সেরেছে। ঐ সেই প্রেম—ঐ সেই মোটা মোটা কথা—ঐ সেই কেমন কি ভাবে বিভোরা—স্বামীন্, প্রাণনাথ—আমি তোমার শিষ্যা—ধর্মে কর্মে আশ্রিতা প্রভৃতি বোল্, তারাই না ঢুকিয়ে দিয়ে, এখন যাই। কোথায় একটু মদ খেয়ে এসে একটু স্ফূর্ত্তি কোর্‌বো, তা না হ'য়ে বড় বড় কথা শুন্‌তে বসি। রাখ বাবা, তোমার নভেলি ভাষা, এই আমি চলিলাম।

বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে সতীশচন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীলা সেই মেঝ্যেয় বসিয়া পড়িল। বায়ুবিতাড়িত বর্ষার গোলপ হইতে যেমন জল ঝরে, তাহার চক্ষু দিয়া সেইরূপ জল ঝরিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—আমার এ কি হইল, আমার স্বামী—আমার হৃদয়ের দেবতা মাতাল—জ্ঞানহীন, আমি কি করিয়া জীবন রাখিব? এ জীবনে আমার কাজ কি? আমি মরি না কেন? কিন্তু আমি মরিলেই কি আমার স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইবে?—প্রাণপণে আরও চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হয়। মা কালি,—হে হরি! আমি তোমাদের ষোড়শোপচারে পূজা দিব, বিল্বপত্রে বুক চিরিয়া রক্ত মাখাইয়া তোমাদের পাদপদ্মে প্রদান করিব। আমার স্বামীর চরিত্র যাহাতে সারে—তাহা করিয়া দাও। যাহাতে আমার স্বামীদেবতা দেবতা হয়েন, তাহা কর। নারীজন্মের একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র অবলম্বন স্বামী যাহার পথাচারী, তাহার আর সুখ কোথায়?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাহার দোষে ?

বিকালবেলা হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে,—বৃষ্টির তেজ মন্দীভূত। পূর্ব্বদিক হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল,—আর ধীরে ধীরে বৃষ্টি পতিত হইতেছিল।

সন্ধ্যার পরে লণ্ঠন হস্তে করিয়া ভৃত্য আগে আগে এবং সতীশচন্দ্র তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষুদিরাম ঠাকুরের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়া ছিল বলিয়া, আজি আর ক্ষুদিরামের শিষ্যশিষ্যাগণের মধ্যে বড় কেহ আসিয়া জুটিতে পারে নাই। সতীশকে দেখিয়া ক্ষুদিরাম সুগম্ভীর ভাবে মহাসমাদরে নিকটে বসাইলেন।

সতীশচন্দ্র ভৃত্যকে বিদায় দিয়া বলিয়া দিলেন,—"রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেলে, আসিয়া আমাকে লইয়া যাস্।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

তখন সতীশচন্দ্র ক্ষুদিরামকে বলিলেন, "আপনি কি ফতেপুরে লোক পাঠাইয়াছিলেন ?"

ক্ষুদি। হরির ইচ্ছায় লোক পাঠান হইয়াছিল,—রসরাজ নিজেই গিয়াছিল।

সতীশ। কি হইল,—গোমস্তা কি বলিয়াছে?

ক্ষুদি। তোমার গোমস্তা বলিয়াছে—হাঁ, বাবুর পত্র পাইয়াই দুইটা কাঁঠালগাছেরও ঠিক করিয়াছি, শীঘ্রই কাটাইয়া চিরাই করাইয়া পাঠাইয়া দিতেছি।

সতীশ। আবার মধ্যে একদিন রসরাজকে পাঠাইয়া দিবেন। বিশেষরূপে তাগাদা করিয়া লইবেন—যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সভার গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া যাইতে পারে, তাহা করিবেন।

ক্ষুদি। হরির কাজ—হরিরই ইচ্ছা। আর তোমার কার্য্য-তৎপরতা ও সাধুতা। চুনের কি করিলে?

সতীশ। চুন ষ্টেসনে আসিয়াছে—গাড়ীরও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি, কাল সকালেই এখানে আসিয়া পহুঁছিবে।

ক্ষুদি। যে পাঁজাটি হরিসভার জন্য দিয়াছ—উহাতে কত আন্দাজ ইট আছে?

সতীশ। আমার নিজের পোড়ান পাঁজা ত নহে—বাবা থাকিতে পোড়ান, ঠিক কত আছে জানা নাই—মিস্ত্রী অনুমান করিয়া বলিয়াছিল, একলক্ষ ইট ঐ পাঁজায় পোড়ান হয়, বোধ হয়, উপর হইতে কুড়ি বাইশ হাজার লওয়া হইয়া থাকিবে—পঁচাত্তর ছিয়াত্তর হাজার যে আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ক্ষুদি। আরওত ইট আছে?

সতীশ। হাঁ—যদি কিছু কম পড়ে, বাড়ীতে যে ইট আছে, তাহা হইতেও কিছু দেওয়া যাইবে।

ক্ষুদিরাম এই সময় হাই তুলিয়া অঙ্গুলী পরিচালনে তুড়ি দিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ হে! তোমার ইচ্ছে! সৌদামিনি!—বৌমাকে বল, সতীশবাবুকে পান দিতে।"

সৌদামিনী গোপাল সরকারের ছোট ভগিনী—আর বড় ভগিনীর নাম কামিনী—দুইটিই বিধবা, দুইটিই তিলক-মালাধারিণী ক্ষুদিরাম-সেবিকা হরিপরায়ণা সাধ্বী।

ক্ষুদিরামঠাকুর সৌদামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমাকে পান দিতে বল।"

কেন, সৌদামিনী দিতে পারিল না কেন? তাহার ত কোন কাজে হাত জোড়া নাই—তাহার হাতে সুয়া-পোকা লাগে নাই, তবে বৌমা দিবে কেন?

"বৌমার হাতের পান না খাইলে কি সতীশ বাবুর নেশা হবে না নাকি?" টলিতে টলিতে একটি ভদ্র যুবক ঐ কথা বলিতে বলিতে, যে গৃহের বারেণ্ডায় ক্ষুদিরাম ও সতীশবাবু বসিয়া ছিলেন, তাহার উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও বিন্দু বিন্দু জল হইতেছিল—কিন্তু তাহার মস্তক অনাবৃত।

সতীশচন্দ্র সেদিকে চাহিয়া দেখিয়া, বিরক্তিভাবে বলিলেন, "ছিঃ! ধীরেন্দ্র;—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, নিজে যেমন হউক কিছু লেখাপড়াও জান, এরূপ মাতলামি করিয়া বেড়াও কেন?"

ধীরেন। কি বাবা! পগার পার হ'য়েই খেসারীর ডালকে তেউড়ে বলে ফেল্লে? কা'ল যে, দু-বোতল উজাড় কোরেছ!

সতীশ। শোন ধীরেন্দ্র,—এটা বেশ্যালয় নহে।

ধীরেন। তবে কি বাবা?

সতীশ। তুমি কি জান না—ভদ্রলোকের বাড়ী।

ধীরেন। আগে তাই ছিল—এখন বাবা ঐরূপই কতকটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নইলে বাদলা মাথায় তুমি ব'সে মাইফেলি লাগাতে পার্ত্তে না। আমাদের যদি তোমার মত টাকা থাক্‌তো—

আমরা যদি দু-হাজার খরচ করে হরিসভার ঘর প্রস্তুত কোরে দিতে পারেন, দেখ্‌তে, আমরাও পরম ভক্ত সেজে বসে থাকতে পারেন। বাবা, তাড়াও কেন—কেষ্টলীলা লাগাও না কেন—ছিদেম সুবলেরও ত দরকার আছে। আমি বাবা তোমার ছিদেম কাকা। আর ক্ষুদিরাম তোমার আয়ান মামা, রাধাসতী এসে কৃষ্ণের বামে হেলে দাঁড়ান—আমি গান ধ'রে দিই—

শুঁড়ীর দোকান থেকে কেষ্ট উঠে নিশি শেষে,
কেন এলে রাধার কুঞ্জে,—যাও চ'লে যাও দেশে।
দোর দিয়ে শুয়েছে রাধা কত কেঁদে কেঁদে,
বাজার খরচ পয়সা নাই তার কা'ল কি খাবে রেঁধে ?
টাকা দিবার কথা ছিল—তাইতে বুঝি এলে না ;
অমন যদি কর কৃষ্ণ ! রাধা বাঁধা থাক্‌বেন্‌না।

সতীশ। শোন ধীরেন ! কাল তোমার বাবার সাক্ষাতে আমি সব কথা বলিয়া দিয়া তবে ছাড়বো ; তুমি দিন দিন একেবারে খারাপ হ'য়ে গেলে।

ধীরেন। আমার বাবাকে বলার চেয়ে তোমার বাবাকে ব'লে দিলে ফল ভাল হয়। কেন না, আমরা যদি দু-টাকা রোজগার করি, তা হ'তে পাঁচগণ্ডা পয়সা খরচ কোরে, রাত্রিকালে—তাও কালে ভদ্রে, একদিন একটু স্ফূর্ত্তি করি। আর তোমার বাবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কত দরিদ্রের রক্ত শোষণ করে—কত অনাথার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, যা কিছু সঞ্চয় ক'রে রেখে গেছেন—তুমি "দেহিপদপল্লবমুদারে" অর্পণ কর্ত্তে লেগেছ বাবা !

তবে কি ব'লব, তোমার বাবাকে বল্‌তে হ'লে, অনেক দূর যেতে হয়, আর খাঁটির আশাটুকুও ছেড়ে দিতে হয়।

সতীশ। তুমি পরের বাড়ী এসে বেআইনি কাজ কোচ্ছ—ইহার ফল জান? আইন জান? নীতি জান?

ধীরেন। নীতির মাথায় বাবা, মার ডাবের কাটি—আইনের পায়ে নমস্কার বাবা,—তবে বেআইনি করিনি, ইহা নিশ্চয় জেন,—ধর্ম্মসভা, বক্তৃতালয়, সাধারণ লাইব্রেরী—আর পবলিক্ ইন্‌ষ্টিটিউট হাউস—ইহার দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

সতীশ। এটা তাহার কিছুই নহে।

ধীরেন। এটা তার আগের আর পাছের ত।

সতীশ। তুমি দূর হও।

ধীরেন। কেন বাবা—আমি তোমাদের কি করছি! একবার রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলনটা দেখে যাব না?

সতীশ। তুমি যদি সহজে না যেতে চাও—আমি তোমাকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিয়া বিদায় করিব।

ধীরেন। কেন বাবা মাখনচোরা—মাখনের ভাগ ত আমি চাচ্ছি না। একবার মামীকে ডাকনা—

"মামা-মামি দোলে,
আম কাঁঠালের গোলে।
মামি কাটেন সরু সুতো—
মামার মাথায় পাক্—
সত্যি কোরে বল্ গো মামি;—
মামা কি তোর বাপ?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নালিশে।

সত্য সত্যই রসরাজ ধীরেন্দ্রনাথের নামে ম্যাজিষ্ট্রেটকোর্টে নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছে,—সত্য সত্যই এই ব্যাপার লইয়া আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। অদ্য মোকদ্দমার দিন। এই অদ্ভুত ও রহস্যময় মোকদ্দমার বিচার দেখিবার জন্য আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য।

আসামীর কাঠগড়ায় ধীরেন্দ্রনাথ উপবিষ্ট,—সাক্ষীর ডকে সতীশচন্দ্র দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতেছিলেন। উভয়পক্ষের উকীলে জেরা আদি করিতেছিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের পক্ষীয় উকীলে সতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন?"

সতীশ। আমি তখন ঐ বাড়ীতে বসিয়াছিলাম,—ধীরেন্দ্রনাথ মদ্যপান করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া অশ্লীল গীতাদি করিয়াছিল।

উকীল। ঐ বাড়ীতে—কোন্ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন?

সতীশ। গোপাল সরকারের বাড়ীতে।

উকীল। তখন রাত্রি কত?

সতীশ। অনুমান দশটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

উকীল। অত রাত্রে আপনি সেখানে কি করিতেছিলেন?

ইতস্ততঃ করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "আমি সে বাড়ীতে যাই।"

উকীল। কি জন্য যান্?

সতীশ। ক্ষুদিরামঠাকুর সেখানে থাকেন,—আমি তাঁহার নিকটে ধর্ম্মশিক্ষা করিতে যাই।

উকীল। কি ধর্ম্ম শিক্ষা করেন?

সতীশ। বৈষ্ণবধর্ম্ম।

উকীল। আর কেহ সেখানে যায়?

সতীশ। অনেক লোক যায়।

উকীল। তবে কি সেটা ধর্ম্মসভা?

সতীশ। না,—গৃহস্থের বাড়ী।

উকীল। রসরাজের সহিত গোপালের সম্বন্ধ কি?

সতীশ। কিছু না।

উকীল। রসরাজ কি জাতি?

সতীশ। আগে ছিল পুঁড়—এখন বৈষ্ণব হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব "পুঁড়" কি জাতি বুঝিতে না পারায়,—উকীল বুঝাইয়া দিলেন, হিন্দু সমাজে উহারা অস্পর্শীয়—তরকারি পলাণ্ডু ইত্যাদির কৃষি ও বিক্রয় উহাদিগের জাতীয় ব্যবসায়।

পুনরায় উকীল সতীশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রসরাজ সে বাড়ীতে কি জন্য থাকে?"

সতীশ। ক্ষুদিরাম উহার গুরু—তাই তাঁহার নিকটে থাকে।

উকীল তখন আদালতকে বুঝাইয়া দিলেন, এই মোকদ্দমা করিতে রসরাজের কোন ক্ষমতাই নাই। কারণ, বাদীর প্রধান সাক্ষী সতীশবাবুর মুখেই প্রকাশ, রসরাজ ক্ষুদিরামের শিষ্য বলিয়া সেখানে থাকে, বাড়ীর অধিস্বামী গোপাল সরকারের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। গোপাল সরকার এই মোকদ্দমা করিতেও তাহাকে কোনও ক্ষমতা পত্র বা অনুমতি প্রদান করেন নাই। বিশেষতঃ আদালত বোধ হয়, উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছেন—ঐরূপ কর্ত্তাভজা বা নেড়ানেড়ীর দলের মধ্যে স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার থাকে,—এখানেও পূর্ব্ব সাক্ষী-গণের জেরায় তাহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। অতএব প্রতিবাদী এই মোকদ্দমা হইতে খালাস পাইতে পারেন।

আদালতও তাহাই বুঝিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস্ করিয়া দিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ অব্যাহতি লাভ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া গেল।

ধীরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমা তদ্বির করিতে ও সাক্ষী আদি দিতে তাহার সঙ্গে আরও চারি পাঁচজন সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধব আসিয়াছিল। বৈকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিলে, তাহারা গ্রামা-ভিমুখে যাত্রা করিল,—সতীশচন্দ্র, রসরাজ এবং ক্ষুদিরাম ও তাহাদের আর আর সাক্ষী সকলেও ঐ সঙ্গে একত্রে গ্রামাভি-মুখে যাইতেছিল।

পথে যাইতে যাইতে ধীরেন্দ্রনাথের দল নানাপ্রকার ভাব ভঙ্গি ও হাস্য কৌতুকাদি দ্বারা সতীশচন্দ্রদিগকে বড়ই জ্বালা-তন করিয়া তুলিতেছিল। ছড়া ও গানে তাহাদিগের মুখে যেন খই ফুটিতেছিল। কয়েকজনে দোয়ারকি করিতেছিল,—

ধীরেন্দ্র মাজা দুলাইয়া দুলাইয়া কবির সুরে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল,—

বৃন্দে! তুই এত কোরে কেন চলালি;
আপন কর্ম্মে পোড়ারমুখী আপনি মজিলি।
ছিল ভাল, গোপনে ছিল,
দুই এক জনে না হয় জানিয়াছিল,
এখন ধর্ম্মের ঢাক ঘাড়ে কোরে দেশ মজালি।
ও তোর কর্ম্মদোষে অভিমানী রাই,
মন্ গুমুরে যাচ্ছে মরে (বুঝি) প্রাণে বেঁচে নাই,
রাই হ'ল গুপ্ত কথা, ছিছি বড় হাসান হাসালি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যাত্রা।

এই মোকদ্দমার পর হইতেই ধীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ক্ষুদিরামের দলের প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা তাহাদের নামে গান বাঁধিয়া, ছড়া করিয়া, তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া গ্রামের মধ্যে তাহাদিগের পূর্ব্ব সম্মানের হ্রাস করিয়া তুলিল।

একদিন রাত্রে কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া ক্ষুদিরাম রাস-লীলার অভিনয় করিতেছিলেন। অনেক শাস্ত্রবাক্যের পরে তিনি যখন, তাঁহার সাধিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "তুমি রাধা আমি শ্যাম!" ধীরেন্দ্র এক মুদ্গর ঘাড়ে করিয়া ঠিক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আর, আমি কাঁধে বাড়ি বলরাম।"

ধীরেন্দ্র ক্ষুদিরামের কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে আজিকার এই ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্র-লোককে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাহারা কাহারও কথা শুনিল না, মানিল না। একেবারে দরজা ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল,—সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেক কুল-ললনাও তাঁহাদিগের প্রলোভনে

সেখানে আসিয়া জুটিয়াছে,—উলঙ্গিনী হইয়া রাসলীলার অভিনয় হইতেছিল, ভদ্রলোকগণের হঠাৎ প্রবেশে সকলেই লজ্জায় ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাঁহারাও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্ষুদিরামের চুলের মুঠা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। রমণীগণ চারিদিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

ক্ষুদিরামের প্রসার প্রতিপত্তি একেবারে দূর হইয়া গেল। আর তাহার গ্রামে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল,—কিয়দ্দিবস থাকিয়াও যখন সে তাহার পূর্ব্বপ্রতিপত্তি আর ফিরাইয়া আনিতে পারিল না, তখন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সতীশচন্দ্র কেবল মনোরমার রূপসাগরে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সহসা এই আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার মনে বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। এখন কি বলিয়া, কেমন করিয়া সেখানে যাতায়াত করেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারেন না। কিন্তু সে প্রবহমান হৃদয়কে বুঝাইতেও পারেন না। দুই চারি দিন এইরূপে গেল,—বাঁধে ঠেকিয়া জল যেমন অত্যন্ত দুর্দ্দমনীয় ও উচ্ছ্বসিত হয়—এই বাধা প্রাপ্তে সতীশ-চন্দ্রের মনও তদ্রূপ দুর্দ্দমনীয় বেগশালী হইয়া উঠিল। সহসা সেই উচ্ছ্বসিত ও দুর্দ্দমনীয় জলরাশি বাঁধ ভাঙ্গা পাইলে যেমন ছুটিয়া বাহির হয়, সতীশচন্দ্রের হৃদয়ও তেমনি বাহির হইল। লোকলজ্জারূপ যে বাধা ছিল, তাহা তিনি আপনা আপনিই ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এখন আর তাঁহার কোন বাধা নাই।

সতীশচন্দ্র ক্রমে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। আর তিনি বাড়ী যাইতে চাহেন না। দিন নাই, রাত্রি নাই,—সেই বাড়ী-

তেই পড়িয়া থাকে। গোপাল সরকারের ভগিনীদের কাণে করের ক্রটী নাই;—সতীশচন্দ্র অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে উত্তমরূপে বশীভূত করিয়াছেন।

এদিকে ক্রমশঃ লোকে কাণাঘুষা আরম্ভ করিল। ধীরেন্দ্রনাথের দল পরামর্শ করিল, একদিন অন্ধকার রাত্রে সতীশকে ঠেঙ্গাইবে। গতিক দেখিয়া, সতীশ মনোরমাকে বলিল, "মনোরমা! তুমি আমাকে কি ভালবাস?"

মনো। ভাল না বাসিলে এত করি কেন?

সতীশ। বাড়ীর যন্ত্রণা—আর এদিকেরও সব ত শুনিতেছ, এখানে থাকিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আদি করা আমার পক্ষে দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গে তুমি কলিকাতায় যাইবে?

মনোরমা অনেকক্ষণ কি ভাবিল;—ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল, "না।"

সতীশ। কেন, মনোরমা?

মনো। তাহা হইলে আর আমার স্বামীকে দেখিতে পাইব না।

সতীশ। তোমার চরিত্রের কথা গ্রামে আসিলেই তোমার স্বামী সমস্ত শুনিতে পাইবে, তখন সে তোমাকে কখনই গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু মারধরও করিবে।

মনোরমা আবার চিন্তা করিতে লাগিল। সে দিন সে কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর, কয়েকদিন পরে সে স্বীকৃত হইল। সতীশ তাহাকে লইয়া একদিন অন্ধকার রাত্রে রেলওয়ে ষ্টেসনে গিয়া রেলে চাপিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

অন্তর্ধানে।

সহসা সতীশচন্দ্র ও গোপাল সরকারের স্ত্রী মনোরমার অন্ত-র্ধানে গ্রামের মধ্যে ভারি একটা ঢি ঢি পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিতে পারিল, প্রণয়ীযুগল স্বাধীন প্রণয়ের সুখলাভার্থে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্রের বাঁড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। সতীশের মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সমস্ত বাড়ীখানি আকুল করিয়া তুলিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনী শোকের মর্ম্মন্তুদ উচ্ছ্বাসে দিগন্ত উচ্ছ্বসিত করিলেন। আর হতভাগিনী সুশীলা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার সদা ঢল ঢল ডাগর চক্ষু একেবারে সাগরে পরিণত হইল। আজি দশ দিন হইল, সতীশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন,—এ দশদিনের মধ্যে সুশীলা একবারও উঠিয়া কাহারও সহিত কথা কহে নাই। স্বইচ্ছায় কিছুই আহার করে নাই—যদি তাহার শাশুড়ী ননদে আসিয়া জোর করিয়া মুখে কিছু গুঁজিয়া দিয়া গিয়া থাকে, তবে তাহাই একবার মাত্র গলাধঃকরণ করিয়াছে।

বেলা অবসান প্রায়;—আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে রাঙ্গা ছবি সূর্য্যোদেব অস্তগমনোন্মুখ। সুশীতল সমীরণ ধীর প্রবাহিত,—রৌদ্রদগ্ধ পক্ষীকুল কিঞ্চিৎ শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া এখন মনের আনন্দে গান ধরিয়া দিয়াছে।

যে ঘরে পড়িয়া সুশীলা বিষাদের স্বপ্নহীন নিদ্রায় দুঃখের বৃশ্চিকদংশনে জর্জ্জরীভূত হইতেছিল, সেখান আর একটি ক্ষীণাঙ্গী রমণী প্রবেশ করিল।

যে প্রবেশ করিল, সে সরলা! সরলা সতীশের কনিষ্ঠা ভগিনী। সরলা যে, গৃহ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সুশীলা জানিতেই পারে নাই,—সে যেমন শুষ্ক লতাগাছটির মত গৃহের মেঝোয় পড়িয়াছিল তেমনই রহিল। সরলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনিমিষ নয়নে সুশীলার সেই বিষাদ-ক্লিষ্ট দেহের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডাকিল, "বৌ!"

প্রথম ডাক সুশীলার কর্ণে পঁহুছায় নাই। দ্বিতীয় ডাক শুনিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বলিল, "সরলা! আজি ডাকে কোন চিঠি পত্র আসিয়াছে কি?"

সরলা। হাঁ,—ও বাড়ীর দাদা পত্র লিখিয়াছেন, আমরা অনেক স্থান খুঁজিয়াছি, কিন্তু কোথাও সন্ধান পাই নাই। আরও দুই দিন সন্ধান করিয়া দেখিব, যদি না পাই—তবে এখন আর কি করিব, ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে। তৎপরে যাহা হয় করা যাইবে।

সুশীলা আবার ঢিপ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার জলঝরা চক্ষুর জলস্রোতের গতি বৃদ্ধি হইল। সরলা বলিল, "বৌ! অমন করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছ কেন?"

সুশীলা আবার উঠিয়া বসিল। বুঝি শয়নে বা উত্থানে কিছুতেই তাহার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে না। উঠিয়া বসিয়া মনোরমা বলিল, "সুশীলা!—আমি কাঁদিতেছি কেন, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। পারিবার শক্তি তোমাদের নাই—তুমিত তোমার দাদার ভগিনী! যাহার দাদার হৃদয় এত কঠিন, তাহার ভগিনীই বা সহজে এ দুঃখের কারণ বুঝিবে কেন?"

সরলারও চক্ষুজল ভারাবনত হইল। বলিল, "বৌ!—দাদার কি কঠিন হৃদয়! এমন বৌ পরিত্যাগ করিয়া একটা শূদ্রমাগীর সহিত চলিয়া গেলেন। আজি কতদিন হইল, একখানা পত্রও লিখিলেন না।"

সুশীলা উদাস নেত্রে সরলার মুখের দিকে চাহিয়া এক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ—আমার জন্য তাঁহার ত প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তোমাদের কথা—বুড় মায়ের কথা, ইহাও তাঁহার মনে নাই! সকলই আমার অদৃষ্ট, সরলা!"

সরলা আর কি করিবে, কি দিয়া তাহার বৌদিদিকে প্রবোধ দিবে? ভাবিয়া কিছুই পাইল না। খানিক এদিক ওদিক করিয়া শেষে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সুশীলা কাঁদিতে লাগিল। প্রাণাধিক,—আমায় ছাড়িয়া থাকিলেই না হয় তোমার কষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু তোমার ভ্রাতা-ভগিনী, বৃদ্ধ মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-বৈভব—ঘর দুয়ার একটা স্ত্রীলোকের জন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে কি তোমার প্রাণ কাঁদে নাই? জগতের মধ্যে সেই মাগীই কি

তোমার এত আপনার হইল! আর কি আসিবে না? আর কি দেখা পাইব না?—যদি না পাইব, তবে বাঁচিব কি প্রকারে?

আরও চারি পাঁচ দিন পরে, যাঁহারা সতীশচন্দ্রের অনুসন্ধানে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে কে কোথায় বসতি করিতেছে, তাহার সঠিক ঠিকানা না পাইলে, সন্ধান পাওয়া অতীব দুর্ঘট ব্যাপার! সতীশচন্দ্রের কোনই সন্ধান হইল না, শুনিয়া সুশীলা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার শাশুড়ীকে বলিল "মা! আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও।"

শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা! তোমাকে দেখিয়া তবু সতীশের কথা ভুলিতে পারিতেছি।"

সে কথার উত্তরে সুশীলা আর কিছুই বলিতে পারিল না। চক্ষুর শতধারা তাহার নিরব ভাষায় নীরব উত্তর প্রদান করিল।

শেষ সকলে পরামর্শ করিলেন, আপাততঃ সুশীলাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাসা।

সতীশচন্দ্র মনোরমাকে লইয়া কলিকাতায় গমন করিয়া শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া লইলেন, এবং তথায় মনোরমাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

তিন চারি মাস এইরূপে কাটিল,—সতীশ ব্রাহ্মণ, কাজেই তাঁহার স্ত্রীও ব্রাহ্মণ কন্যা। ক্রমে পাড়ার লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়া দাঁড়াইল,—নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণও চলিতে লাগিল। কিন্তু পাপকথা প্রকাশ হইতে কত দিন লাগে,—ক্রমে কাণা-ঘুষায় আসল কথা প্রচার হইল,—একটা শূদ্রানীর হাতের ভাত খাইয়া এবং বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছে বলিয়া, পাড়ার লোক ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা সতীশকে মারিবার জন্য পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। সতীশও সে কথা শুনিতে পাইলেন। আর থাকা নহে,—তিনি সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

এবার সোণাগাছিতে গিয়া একটা ঘর ভাড়া করিলেন। গৃহস্থ পল্লীমধ্যে থাকা সর্ব্বতোভাবে অভিধেয়, ইহা বুঝিতে পারিলেন।

যে বাড়ীতে তাঁহারা বাসা লইলেন, সে বাড়ীতে আরও দুই তিনটি বারাঙ্গনার বসতি ছিল, এবং যাহার বাড়ী, সে বাড়ীওয়ালীও তথায় বসতি করিতেন। বাড়ীওয়ালীর বয়স অনেক হইয়া গিয়াছে।

সেই বাড়ীতে গমন করিয়া সতীশ মনোরমাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য একজন স্ত্রীশিক্ষক ও গান বাজনা শিখা দিবার জন্য দুইজন ওস্তাদ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মনোরমা যথানিয়মে এবং পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা করিতে লাগিল।

দিনের পরে দিন গেল,—মাসের পরে মাস গেল। ক্রমে এক বৎসর কালসাগরে মিশিল। এখন মনোরমা বাঙ্গলা ভাষা পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছে। গান গাহিতে এবং হাব-মোনিয়ম বাজাইতেও বেশ অভ্যাস করিয়া লইয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সোণাগাছী প্রসিদ্ধ বেশ্যাপল্লী, গৃহে গৃহে বাঁয়া তবলার সঙ্গত হইতেছে,—তান-লয় মূর্চ্ছনাযোগে গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বাবুকুল কেহ কেহ বা কোন কোন গৃহপ্রকোষ্ঠে আশ্রয় লইয়া দল পাকাইয়া শ্রীমতীগণকে মধ্যস্থলে বসাইয়া সুরা সেবন ও সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া কৃতার্থমন্য হইতেছেন। অধিকাংশ এখনও আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েন নাই—তাঁহাদের পরিধানে মিহি কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে শ্বেতশুভ্র জামা, বক্ষস্থলে কোঁচান চাদর বাঁধা—মস্তকে রঙ্গ-বেরঙ্গের টেড়ি—কচিৎ দুই একজনের বক্ষস্থলে চেইন বিলম্বিত। জামার পকেটে ঘড়ি আছে কি না ভগবান জানেন—আর না থাকিবারই বা সম্ভাবনা কোথায়? সুইট্জেন প্রদেশবাসীর প্রসাদৎ একটা খোকাটাকা দিলে একটা ঘড়ি মিলিয়া যাইতেছে। অনেক

আফিষে পঁচিশ বা ত্রিশটাকার কেরাণীগিরি করেন,—দেশে হয় ত পিতা মাতার এবং স্ত্রী-ভগিনীর আহার চলিতেছে না,—তাঁহারা এই সন্ধ্যায় প্রকাণ্ড বাবু সাজিয়া অভিসারে সমাগত। হায়রে সভ্যতা!

এ হেন সোণাগাছির * * নং ভবনের একটা প্রকোষ্ঠে সতীশচন্দ্র মনোরমাকে লইয়া বসতি করিতেছিলেন। সতীশচন্দ্র সেই স্থানেই সর্ব্বদা থাকেন, স্নান আহার পর্য্যন্তও সেই স্থলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সন্ধ্যা হইতেই তাঁহাদেরও প্রকোষ্ঠে গান বাজনা আরম্ভ হইয়াছে। মনোরমা এখন বেশ গাহিতে শিখিয়াছে। সতীশ-চন্দ্র আগে হইতেই বাঁয়া-তবলা বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে আরও সুন্দররূপে তাহার শিক্ষা হইয়াছে। যে ওস্তাতজি মনোরমাকে গান শিক্ষা দিতেন, তিনিও এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি বেহালা বাজাইতে ছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে গান গাহিতেছিলেন—মনোরমা নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছিল; সতীশচন্দ্র বাঁয়া-তবলা সঙ্গত করিতেছিল,—মধ্যে মধ্যে সুরা সেবন চলিতেছিল।

মনোরমা গাহিতেছিল,—

ছুটে আসছে মলয় বায়,
কামিনীর কাছে গেলে ঝর্‌ঝরিয়ে ঝরে যায়।
আমরা ভোমর মধু-আশে—
সেথায় যাই যে ভালবাসে,
জলেন্দ্ররাণী সরোজিনী হৃদয় খুলে মধু দেয়।

রাগ ক'রে মলয় সমীর
অভিমানে হয়ে অধীর
ফুলের কুঁড়ির ঘোমটা খুলে পরিমল লুটে নেয়।
আমরা সখি তা করিনে,
ফুলের গন্ধে মন ঢালিনে,
একটু মধু প্রাণের মাঝে নিয়ে শুধু চলে যাই।

সতীশচন্দ্র মনোরমার নৃত্য গীতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে নৃত্য গীত বন্ধ হইয়া গেল, ওস্তাদজি চলিয়া গেলেন। সতীশচন্দ্র মনোরমার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "মনোরমা!—আমি তোমাকে লইয়া বড় সুখেই আছি।"

মনোরমা তাহার চক্ষুর বিলোল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আমিও বেশ সুখে আছি।"

সতীশ। মনোরমা; তুমি আমায় ভালবাস?

মনো। ভাল না বাসিলে কি কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার সঙ্গে বাহির হইয়া আসি? কিন্তু সতীশবাবু!—তুমি যেন আমায় ভুলিও না।

সতীশ। মনোরমা!—ইহজীবনে তোমায় ভুলিতে পারিব না। তোমায় ভুলিতে পারিলে,—স্ত্রী, ভগিনী, ভ্রাতা, মাতা, বিষয় বিভব, আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এখানে থাকিতাম না।

মনো। বাড়ীওয়ালী বলিতেছিল, ষবদায়মান পেটার্ণের নুতন বালা উঠিয়াছে। দশভরি হইলেই হবে—আর বালার মকর মুখেরই দুই চোখে দুইখানা আসল চুনি বসান থাকিবে।

সতীশ। ও মাসে গড়াইয়া দিব, এ মাসে হবে না। কারণ, এ মাসে টাকা পাইব না।

মনো। কেন এ মাসে টাকা পাইবে না,—ও মাসে কোথায় পাইবে? তুমি ত আর চাকুরী কর না যে, মাস গেলে মাহিনা পাইবে?

সতীশ। যতীনবাবু কাশী গিয়াছেন,—আগামী মাসে কলিকাতায় আসিবেন, তিনি আসিলেই তাঁহার নিকট টাকা পাইব।

মনো। যতীনবাবুর নিকটে কিসের বাবদে টাকা পাইবে?

সতীশ। হাঁ—পাইব—পাইব।

মনো। আমার নিকট বলিতে তোমার আপত্তি আছে,—হাঁ, সতীশ! তুমি এখনও আমাকে পর ভাব?

সতীশ। না মনোরমা! তোমাকে আমি পর ভাবি না। তবে সকল কথা স্ত্রীলোকের শুনিয়া কাজ কি?

মনো। তুমি না বলিলে, আমি তোমার কি করিব?

সতীশ। রাগ করিও না, মনোরমা!

মনো। কাহার উপরে রাগ করিব সতীশ? তুমি আমার কে? কেন তোমার মনের কথা আমাকে বলিবে? কিন্তু তোমার স্ত্রী যদি এ কথা জিজ্ঞাসা করিত,—নিশ্চয়ই বলিতে।

সতীশ। মনোরমা! আমি কি আমার স্ত্রীকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসি? যদি বাসিতাম, তবে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকে বুকে লইয়া ভাসিতাম না।

মনো। সে রূপের পিপাসা।

সতীশ। কেন, আমার স্ত্রীকে কি তুমি দেখ নাই? তাহা হইতে কি তোমার রূপ বেশী?

মনো। না, তোমার স্ত্রীই সুন্দরী—তুমি যাও না কেন,—আমি ত তোমায় ধরিয়া রাখি নাই। তোমার স্ত্রী সুন্দরী—ভাল, আমি কুশ্রী—মন্দ, কেন তুমি আমার নিকট থাকিবে! কুলের বাহির হইয়া আমারই জাতি গিয়াছে—তোমার তাহাতে কি হইল? তোমার ত জাতি যায় নাই,—তুমি যাও। আমার কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।

সতীশ। মনোরমা!—রাগ করিলে?

মনো। কাহার উপর রাগ করিব?

সতীশ। রাগ কর নাই ত কি করিলে? আমি বলিতেছি শোন,—

মনো। আমার শুনিবার দরকার?

সতীশ। যামিনীবাবুর নিকট হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা কর্জ্জ লইতেছি।

"যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তাহা শুনিয়া কি করিব!" এই কথা বলিয়া নাকি সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে মনোরমা সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে বাড়ীওয়ালীর গৃহে ত্রিতলে উঠিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জাতিয়তা।

বাড়ীওয়ালী বর্ষিয়সী। জীবনে যৌবনের বসন্ত চলিয়া গিয়াছে। কত ধনীকে নির্ধন করিয়া, কত যুবককে পথের ভিখারী করিয়া, কত নিরোগীকে চিররোগী করিয়া, কত সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিয়া, শ্রীমতী এখন জীবনবসন্ত হারাইয়া, বসিয়া আছেন। মনোরমা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে, বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

মনোরমার ক্রন্দনের স্বর বিদূরিত হইল, মৃদু হাসিয়া বলিল, "হাঁ—সেই কথাই হইতেছিল।"

বাড়ীওয়ালী। কি কথা হইতেছিল ?

মনো। বালার কথা।

বাড়ী। কি বলিল ?

মনো। এ মাসে নহে—যতীনবাবু পশ্চিম গিয়াছেন, আসিলে হইবে।

বাড়ী। যতীন বাবু কে ?

মনো। ওদের এক গ্রামে বাড়ী,—এখানে পাটের ব্যবসায় করে।

বাড়ী। সে আসিলে হইবে কেন?

মনো। সে টাকা দেবে।

বাড়ী। সে টাকা দেবে কেন?

মনো। তাহার নিকটে ধার করিবে।

বাড়ী। অত টাকা ধার দেবে?

মনো। তা দিতে পারে। দেশে ওর খুব বিষয় আছে।

বাড়ী। আরও ধার করিয়াছে না কি?

মনো। হাঁ—অনেক টাকা ধার করিয়াছে।

বাড়ী। আমি তাইতে ত তোমাকে এত করিয়া বলিতেছি। আমাদের রূপের ব্যবসায়—রূপ গেলে—যৌবন গেলে, তখন লোকে মাসী বলিয়া ডাকিবে। এখন যদি কিছু করিয়া রাখিতে পার, তবে শেষকালে দুটা খাইতে পাইবে।

মনো। আমি ত সেরূপ ভাবে থাকি না। একজনকে লইয়া আছি। সতীশ আমায় ছাড়িবে না।

বাড়ী। আহা! তুমি এক সতীশ দেখিয়াছ,—আমরা অমন কত সতীশ দেখিয়াছি। যখন থাকে, তখন হাতে স্বর্গ দেয়—কিন্তু যখন ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন আর ফিরিয়াও চাহে না। এই সময়—সময় থাকিতে থাকিতে যাহাতে হাতে দু'পয়সা হয়, তাহার চেষ্টা কর।

মনো। সতীশ সেরূপ লোক নহে,—আরও বিশেষতঃ এখন উহার নিকটে টাকা নাই। পাইলেই দিবে।

বাড়ী। সতীশের হাতে টাকা নাই—কিন্তু কত লোকের হাতে আছে।

মনো। কত লোকের হাতে থাকিলে, আমার কি?

বাড়ী। তোমায় দিবে।

মনো। আমি সতীশের নিকটে অবিশ্বাসী হইতে পারিব না।

বাড়ী। ঐ ত মরণের কথা! এখন সতীশ সতীশ করিয়া মরিতেছ—কিন্তু আর কিছুদিন পরে, মধু ফুরাইলে সতীশ-ভ্রমর উড়িয়া চলিয়া যাইবে। তখন মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে।

মনোরমা নিস্তব্ধে কি ভাবিল। শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অদৃষ্টে যদি ভালই থাকিবে,—তবে এ পথে আসিব কেন মাসি? যাহা ঘটে ঘটিবে—সতীশকে ভুলিতে পারিব না। সতীশ আমাকে বড় ভালবাসে। আমার জন্য সতীশ অমন সোণার সংসার, সুন্দরী স্ত্রী, বিষয়-বিভব মান-সম্ভ্রম, সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছে।"

বাড়ী। তুমি বাছা হাবা,—সতীশকে পরিত্যাগ করিতে কে বলিতেছে? আমাদের অমন সতীশ থাকে,—তা বলিয়া কি টাকা রোজগারের দিকে নজর রাখ্‌তে হবে না?

মনো। কি করিয়া টাকা রোজগার করিতে হইবে?

বাড়ী। কেন,—সেই যে বাবুর কথা তোমাকে সে দিন বলিয়াছিলাম, সে অনেক টাকা ও গহনা দিতে চায়। মধ্যে মধ্যে তাহার বৈঠকখানায় যাইতে হইবে।

মনো। সতীশ কি ভাবিবে?—সতীশ কি বলিবে?

বাড়ী। তুমি যদি স্বীকৃত হও, সে ভার আমার উপরে। কলিকাতার মধ্যে বিখ্যাত ধনী মণিবাবুর ছেলের নজরে পড়িয়াছ, তোমার সৌভাগ্য কম নহে। এমন বাড়ী দুই তিনটা করিয়া লইতে পারিবে।

মনোরমা আবার কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল, "মাসি! সতীশ যদি জানিতে না পারে, আর মনে কষ্ট না পায়—তবে তোমার কথায় আমি স্বীকৃত হইতে পারি।"

বাড়ী। সে ভার আমার উপরে থাকিল। আমি সতীশকে বলিয়া, মিথ্যা কথায় তাহাকে ভুলাইয়া, তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, তাহার বাড়ীতে যাইব।

মনো। কত দিন সেখানে থাকিতে হইবে?

বাড়ী। পাগল মেয়ে,—কত দিন! সন্ধ্যার পরে যাইব, আবার রাত্রি একটা কি দুইটার সময়ে ফিরিয়া আসিব।

মনো। তোমার কথার উপরে নির্ভর করিয়া, আমি এই কাজে নামিব। দেখ মাসি, যেন আমি মারা না পড়ি।

বাড়ী। (হাসিয়া) পাগল না ক্ষেপা মেয়ে। মারা পড়িবে কিসে? তবে এখন হইতে যদি দু'পয়সা' রোজগার করিয়া না রাখ, তবে মারা পড়িবে বটে!

মনো। আমি তবে এখন আসি?

বাড়ী। হাঁ—এস। কাল সন্ধ্যার পরে যাইতে হইবে। তাহার বন্দোবস্ত আমিই সতীশের সঙ্গে করিব। তবে কোন কথা সতীশ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি আমার কথায় সায় দিয়া যাইও।

মনোরমা চলিয়া গেল। সতীশচন্দ্র তখন তাঁহাদের গৃহ-প্রকোষ্ঠে বসিয়া চিন্তা-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। অনেক দিনের পরে একখানা পল্লীগ্রামের ঘুমন্ত-স্নেহ-প্রেমমাখা ছবি তাঁহার হৃদয় মধ্যে উদিত হইতেছিল, অনেক দিনের পরে এক-খানা ক্ষুদ্র তটিনীর বীচিবিহ্বল ভাবের মত হৃদয়ের কথা মনে

হইতেছিল, অনেক দিনের পরে একটা ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার মত ভাব তাঁহার মনে হইতেছিল,—মনে হইতেছিল, সে সকল এখন কোথায়? এমন সময় মনোরমা তথায় আসিয়া দর্শনদান করিল।

মনোরমাকে দেখিয়া সতীশ সমস্ত ভুলিলেন,—সমস্ত চিন্তা বিদূরিত হইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

মনো। যেখানেই থাকি না কেন,—তোমার তাহাতে কি হইল?

সতীশ। শুধাইবার অধিকারও কি আমার নাই?

মনো। শুধাইতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু শুধাইতে প্রবৃত্তি কোথায়? কৈ,—আমি না রাগ করিয়া গিয়াছিলাম, একবার কি দেখিলে যে, আমি কোথায় গেলাম!

সতীশ। মনোরমা!

মনো। কেন?

সতীশ। তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইতেছ?

মনো। আমি ভুলিয়া যাইতেছি,—না, তুমি ভুলিয়া যাইতেছ? আগেকার মত যত্ন কি আর তোমার আছে সতীশ! আগে আমি একটু রাগ করিলে, তুমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে, কিসে আমি শান্ত হইব, তাহার চেষ্টা করিতে—কিন্তু সেদিন এখন গিয়াছে!

সতীশ। এখনও মনোরমা সতীশের হৃদয়ে সেইরূপই বিরাজিত। কিন্তু টাকা কম পড়িয়া গিয়াছে—তাই আব্দার ভাঙ্গিতে ভয় হয়। যাহার জন্য আব্দার, তাহা পাই কোথায়?

মনোরমা কুহকিনী বাড়ীওয়ালীর শিক্ষাপ্রাপ্ত। মনোরমা

ছুটিয়া আসিয়া সতীশের মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "সতীশ! তুমিই আমার সমস্ত অলঙ্কার। আমি স্ত্রীজাতি—তাই গহনা দেখিলে সক হয়,—তুমি রাগ করিও না। আমার জন্য ভাবিও না।"

এই কথা বলিয়া বোতল হইতে মদ্য ঢালিয়া, গ্লাসপূর্ণ করিয়া সতীশের হস্তে প্রদান করিল, এবং মনোরমা নিজেও পান করিল। সতীশের হৃদয় হইতে সমস্ত চিন্তা বিদূরিত হইয়া গেল। মনোরমা বলিল, "বাজাও—আমি একটা গান গাহি।"

সতীশ বাজাইতে লাগিলেন। মনোরমা গাহিল,—

কেমনে গাহিব গান আর,
ভাঙ্গা বুকে কিছু নাই, শুধু হাহাকার।
বুকভরা প্রেম লুকান ছিল,
সমীর-সোহাগে ফুটিয়া প'ল,
এত প্রেম মোর বিফলে গেল
দারুণ মরমভার।
যদি কভু কাছে আসে,
লহরী দেখিয়া ত্রাসে,
ভয়ে দূরে যায় চলি,
সে কি এত গুরু ভার?
হায় রে দারুণ বিধি,
(মোরে) এত প্রেম দিলে যদি,
কেন নাহি গড়াইলে,
একটি হৃদয় আর?

বহিতে লইতে যেত,
তার প্রাণ ঢেলে দিত,
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া
চরণে পড়িতাম তার !

অনেকক্ষণ পরে গান থামিল। আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে শয়ন করিল। শয়ন করিয়া উভয়েই কি চিন্তা করিতে লাগিল।

উভয়ের চিন্তা উভয় প্রকারের। মনোরমা ভাবিতে লাগিল, সতীশ—সতীশ আমাকে যথার্থই ভালবাসে। বাড়ীওয়ালীর কথায় তাহার নিকটে অবিশ্বাসী হইব? কিন্তু সতীশও আমার স্বামী নহে—স্বামীর নিকটেই যখন অবিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকল পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তখন সতীশ আর এমন কি—এমন কে? আর অবিশ্বাসীই বা কি হইব—আমি ত সতীশকে তাড়াইয়া দিতেছি না, বা সতীশকে ভুলিয়া যাইতেছি না। কিন্তু সতীশ যদি জানিতে পারিয়া আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়! সতীশ চলিয়া গেলে, আমার বড় কষ্ট হইবে—কিন্তু বাড়ীওয়ালী বলিয়াছে, যতদিন বয়স আছে, তত-দিন সকল,—সতীশই বল, আর যেই বল—বয়স গেলে শেষে সকল "মাসী কোথায় যাইতেছ?" বলিয়া সম্বোধন করিবে। না, বাড়ীওয়ালীর কথাই শুনিব। সতীশকে ছলনা করিয়া মণিবাবুর বৈঠকখানায় যাওয়াই স্থির!

সতীশ ভাবিতেছিল,—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে লইয়া এই নরকে বাস করিতেছি। কিন্তু মনোরমা কি আমাকে ভুলিবে? যদি ভুলে, তবে কি করিব? কি আর করিব!

মনোরমার হৃদয় কি এমনই কঠিন হইবে! ক্রমে ক্রমে মনোরমা অত্যন্ত বিলাসিনী হইয়া পড়িয়াছে,—এখন তাহার বিলাসদ্রব্য অনেক চাই,—মাসে মাসে অনেক টাকার খরচ। আমারও এদিকে ক্রমে ধারের উপরে ধার হইয়া উঠিতেছে;

সতীশচন্দ্রের মনোমধ্যে আর একটি কথার উদ্রেক হইল,— আর ভাবিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রথমকলা।

তৎপর দিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে সতীশচন্দ্র আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহমধ্যে একটা বালিসে ঠেসান দিয়া বসিয়া তাম্রকূট ধূমপান করিতেছিলেন। গৃহমধ্যে আর কেহ ছিল না। গৃহখানি নীরব, নিস্তব্ধ। কেবল একটা ঘড়ি টক্ টক্ শব্দে সমস্ত দুপুর বেলা বুঝি তাহার প্রাণের বেদনা কাহাকে বলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল।

মনোরমা তখন আহারাদির জন্য গৃহান্তরে অবস্থিতি করিতে-ছিল। সতীশচন্দ্র বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় বাড়ীওয়ালী আসিয়া উপস্থিত হইল,—একটু মৃদু হাসিয়া, একটু মুরুব্বি আনা চাল্ চালিয়া বলিল, "মনোরমা কোথায় ?"

সতীশ শটকার নল বিছানায় রাখিয়া বলিলেন, "রান্নাঘরে। আ'জ আবার বামুনঠাকুর আসে নাই, মনোরমাকে নিজেই রন্ধনাদি করিতে হইয়াছে।"

বাড়ী। যা হোক্ বাবা, খুব শান্ত মেয়ে বটে। অন্ত মেয়ে হ'লে কি আর নিজে রাঁধতে যেত। বিশেষতঃ মনোরমা

তোমাকে বড় ভালবাসে—আপন সোয়ামীকেও বোধ হয়, অমন ভাল কেহ বাসে না।

সতীশচন্দ্র সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। বাড়ী-ওয়ালী পুনরপি বলিল, "যেমন রূপ—তেমনই গুণ। দেখ বাবা, যেন উহাকে কখন ভুল না।"

সতীশ। না—জীবনে কখনও ভুলিব না। বসুন।

বাড়ীওয়ালী সতীশচন্দ্রের শয্যার এককোণে বসিয়া বলিল, "না, আর বেশীক্ষণ বসিব না। আজ আবার আমাকে ভবানী-পুরে যাইতে হইবে।"

সতীশ। কেন, ভবানীপুরে কেন ?

বাড়ী। সেই আমার দিদি ভবানীপুরে আছে, না !

সতীশচন্দ্র বাড়ীওয়ালীর দিদির সংবাদ কখনও না জানিলেও বলিলেন, "হাঁ—তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাবেন বুঝি ?"

বাড়ী। হাঁ, দেখা করিতেই বটে! তবে দিদির হাঁপের ব্যারাম আছে,—সেই না কি বড় বেড়েছে, একবার গিয়ে দেখে আসি, আর যাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তার একটা বন্দোবস্ত ক'রে আসি। দিদি বড় কৃপণ—অনেক টাকা আছে, কিন্তু নিজের শরীরের জন্য এক পয়সাও ব্যয় করিতে চাহে না। আমি গিয়ে ধ'রে পাকড়ে একটা বন্দোবস্ত করে না আসিলে, সে কখনও চিকিৎসক ডাকিবে না।

সতীশ। কবে আস্‌বেন ?

বাড়ী। কবে কি গো ?—আজই সন্ধ্যার পরেই আসিব।

এই সময় তথায় মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "কে—মাসি ?"

বাড়ী। হাঁ মা! আজ আবার বুঝি বামুনঠাকুর আসে নি?

মনো। না মা!—আর পারি না। আগুনের তাতে এমন ক'রে গেলে, আমি বাঁচ্‌ব না, বাপু! কি যে করি, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না, হতভাগা ঠাকুর মাসের মধ্যে অন্ততঃ তিন চার দিন কামাই দেবেই।

বাড়ী। সেই কথাই হচ্ছিল, তুই মা, খুব শান্ত মেয়ে, তাই ও সকল কাজ পারিস্—আমরা হ'লে কিছুতেই পার্ত্তেম না। অবশ্য বামুন এমন দু' চার দিন আস্‌ত না;—তাই কি আমরা নিজে রাঁধতুম,—বাবুকে দিয়ে রাঁধিয়ে নিতুম।

মনো। আমিও ও বিষয়ে ঘুণ। আমি রাঁধলে জিনিষ মুখে করাই দুর্ঘট।

বাড়ী। মনোরমা, ভবানীপুর যাবি?

মনো। কেন গা,—ভবানীপুর কেন?

বাড়ী। আমার দিদির বাড়ী।

মনো। (সতীশের প্রতি) বাবু, যাব?

বাড়ীওয়ালীর খাতির অসীম। সতীশ একদম না বলিতে পারেন না। এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন, "আমি একটু কাজে বাহির হ'ব। ঘরে কে থাক্‌বে!"

বাড়ী। ঘরে চাবি দিয়ে যেও—আর না হয়, তোমার কাজ কা'লই হবে। তা আমার সঙ্গে যাবে—মায়ে ঝিয়ে একত্রে যাব, তার জন্যে তোমার ভাবনা কি?

সতীশ। না না—সে জন্যে কি হ'ক?

বাড়ী। আহা! কাঁচা মেয়ে—ঘরের ভিতরেই সর্ব্বদা থাকে, একটু বেড়িয়ে আস্‌বে। আমি একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রেই

যাব—চাকর ছাদে যাবে, আমরা মায়ে-ঝিয়ে গাড়ীর মধ্যে যাব, ভয় কি?

সতীশচন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিলেন না। গত্যন্তরে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। মনোরমা চুল বাঁধিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীওয়ালী নিজগৃহে চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন ধরিয়া মনোরমা মনের মত করিয়া নিজ অঙ্গের পারিপাট্য সংসাধন করিল। তৎপরে বৈকাল চারিটা বাজিলে অলঙ্কার ও জামা কাপড়ে সৌন্দর্য্যসম্ভার পরিবর্দ্ধিত করিয়া, মনোরমা বাড়ীওয়ালীর সহিত গাড়ীতে উঠিয়া বাটীর বাহির হইল।

যতক্ষণ মনোরমাকে দেখা গেল, সতীশচন্দ্র ততক্ষণ তাহার রূপরাশি নয়ন ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। তার পর গাড়ীখানা যখন তাঁহার দৃষ্টির অনেকদূরে চলিয়া গেল, তখন সতীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন—"মনোরমা! রাক্ষসী মনোরমা! আমায় একেবারে খেলি?"

বাস্তবিক এই বিচিত্র রহস্যময়ী জগতিতলে কে কাহাকে কি দিয়া খাইয়া ফেলে, কিছুই বোঝা যায় না। আমরা ভাবি, অন্ন খাই—কিন্তু অন্ন আমাদিগকে খায়,—কি আমরা অন্নকে খাই, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অন্ন নহিলে যখন আমরা এক মুহূর্ত্ত বাঁচি না, তখন কে কাহাকে খায়, কেমন করিয়া বলিতে পারা যায়!

মনোরমাদের গাড়ী যথাসময়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটকের নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য নামিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটী মোসাহেব বাবু আসিয়া

বাড়ীওয়ালী এবং মনোরমাকে লইয়া বামপার্শ্ব ঘুরিয়া একটা অতি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

গৃহখানি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। একখানি বড় মার্ব্বেলের টেবিল, টেবিলের চারিধারে ছোট বড় লম্বা চেপ্টা নানা ঢঙ্গের, নানা রঙ্গের চেয়ারের সারি। একটু দূরে, চৌকির উপরে সতরঞ্চ, সতরঞ্চের উপরে তোষক—তোষকের উপরে দুগ্ধফেননিভ কোমলশুভ্র চাদর পাতা—চারিদিকে শ্বেতশুভ্র পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় বালিসের সারি। গৃহ-দেওয়ালে দেওয়ালগিরি, উপরে ঝাড়্‌-লণ্ঠন।

ফরাসের উপরে বসিয়া একজন পঞ্চাশৎ বর্ষীয় মানব এক-খানা পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন;—বাড়ীওয়ালী, মনোরমা, মোসাহেব বাবু ও বাড়ীওয়ালীর ভৃত্য সেই গৃহে প্রবেশ করিলে পুস্তক পাঠনিরত মানব অতি ব্যস্ততা সহকারে পুস্তক রাখিয়া চক্ষুর চসমা খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সরস হাসি হাসিয়া বাড়ীও-য়ালীকে সাদরসম্ভাষণ পূর্ব্বক মনোরমাকে বলিলেন, "বন্দেগি বিবি সাহেব!" এই ব্যক্তির নাম গোপালহরি দত্ত। গোপাল-হরির পিতামহ অনেক ধন, অনেকগুলি বাড়ী, অনেক কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। গোপালহরির পিতা একটু রহিয়া বসিয়া সেই টাকা ভোগ ও কিছু কিছু উড়াইয়া গিয়া-ছিলেন, এক্ষণে গোপালহরির পালা, তিনি সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া দুই হাত দিয়া সেই ধনরাশি উড়াইয়া আসিতেছেন। প্রত্যহই প্রায় তাঁহার বৈঠকখানায় নূতন নূতন বারাঙ্গনার আমদানি হইয়া থাকে। নিত্য নিত্যই মোসাহেবগণে পরিবৃত হইয়া তিনি সুরাসাগরের প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া থাকেন।

মনোরমা অনেক দিন হইতে বেশ্যাগৃহে থাকিয়া, এবং বাড়ীও-য়ালীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কায়দাদি সমস্ত শিখিয়া লইয়াছে, সে বাবুর কথার প্রত্যুত্তরে একটু শিরোনমন করিয়া, "বন্দেগি" বলিয়া বাবুর হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিল।

গোপালহরি,—এতখানি নাম ব্যবহার না করিয়া, আমরা শুধু গোপালবাবু বলিয়াই তাঁহাকে আখ্যাত করিব। নামের কিঞ্চিদংশের বিলোপ সাধন করায় ভরসা করি, আমাদিগের নামে কোন প্রকার মানহানির দাবি আসিবে না। অতিথির পক্ষে যেমন মিষ্টবাক্য পুরস্কার, গুরুপুরোহিতের পক্ষে যেমন বার্ষিক বন্দোবস্ত, প্রণয়-প্রণয়িনীর পক্ষে যেরূপ চুম্বন সোহাগের আর একটুকু—আর অভাগা লেখকদিগের পক্ষে তেমনি মান-হানির নালিশটা আর একটুকু!

গোপালবাবু মনোরমার বা বিবিসাহেবের হাতে ধরিয়া ফরাসে লইয়া উপবেশন করাইলেন। বাড়ীওয়ালীকেও মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মোসাহেবের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কি বলিয়া স্বয়ং বাবু বিবি সাহেবের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় দিগন্ত আবৃত হইয়া পড়িল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অবাক্ কারখানা!

সন্ধ্যা হইল,—কলিকাতা মহানগরী গ্যাসের আলোকমালায় সহস্র চক্ষু মেলিয়া যেন সন্ধ্যোপাসনা আরম্ভ করিয়া দিল। সান্ধ্যপবন প্রবাহিত হইয়া দিবসশ্রান্ত ক্লান্তকায় মানবগণকে একটু শান্তি প্রদানে চেষ্টা করিতে লাগিল। কোন গৃহস্থের বারেণ্ডা হইতে পিঞ্জরাবদ্ধ একটা পাপিয়াবধূ "চোক গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—আর "চাই বেল ফুল" স্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেলার কুঁড়ির একটু সুগন্ধ পথিকের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, একবার বড় বিভোর, বড় বিব্রত করিয়া তুলিল। বেলার দাম শুনিয়া কেহ পিছাইয়া পড়িল, কেহ পকেট শূন্য করিয়া দিয়া সে মালা গলায় পরিল।

গোপাল বাবুর বৈঠকখানাতেও অনেকগুলি আলো জ্বলিয়া উঠিয়া, তাহাদের উজ্জ্বলতায় সমস্ত গৃহখানি প্রতিভাসিত করিয়া তুলিল। আর সেই আলো জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাত আট জন বাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন,—গোপালবাবু তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট করাইলেন।

তখন একটা হাসির গট্‌রা, আমোদের ফোয়ারা ও কথার লহরীলীলা চলিতে লাগিল।

আর একটু পরে ভৃত্য কয়েকটা মদ্যপূর্ণ বোতল, সোডা-ওয়াটারের বোতল, একখানা খুব বড় ট্রে পূর্ণ বরফের রাশি, আরও কত রকম বেরকমের খাবার পূর্ণ চারি পাঁচখানা পাত্র রাখিয়া দিল। যে সকল বন্ধুগণ আসিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ বাঁয়া-তবলা লইয়া ঠুং ঠাং করিয়া তাহার সুর বাঁধিতে লাগিলেন, কেহ হারমোনিয়ম লইয়া তাহাতে সুর টানিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তামাকু টানিয়া তামাকুর মণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া সমস্ত গৃহখানি অন্ধকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শেষে তাঁহাদের মতে যখন সব যন্ত্রগুলির সুর একরকম বলিল, তখন ঐক্যতানিক সুরে মনোরমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করা হইল। মনোরমাও কথঞ্চিৎ কায়দা সহকারে বলিল, "আগে আপনারা একটা গাহুন, পরে আমি দেখিব। আমি ত ভাল গান বাজনা জানি না।"

প্রথম মোসাহেব, যাহার ক্রোড়ে বাঁয়াটি, এবং সম্মুখে তবলাটি শোভা পাইতেছিল, তিনি বলিলেন, "কুচ্ পরোয়া নেই, গাও বিবিসাব, আমি কুলিয়ে নেব এখন।"

ইহার নাম সদয়বাবু। দ্বিতীয় মোসাহেবের নাম নিমচাঁদ। নিমচাঁদ বলিলেন, "আমি হারমোনিয়মেই তোমাকে বজায় রাখিব এখন, তুমি গাও।"

স্বয়ং গোপালবাবু বলিলেন, "তোমরা বড়ই আহাম্মুখ দেখিতেছি। একটু নেশা না হইলে কি গান টান আসে!"

"ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্!" সকলের কণ্ঠ হইতেই এই বিকটপ্রকট স্বর এককালীন, এক মুহূর্ত্তে উচ্চারিত হইল।

তখন মদ্য ঢালা ও পান চলিল। মনোরমাও খাইল। এবার মনোরমা গান আরম্ভ করিল। কাফিসিন্ধু রাগিণীতে ঢিমে তেতালার তালে মনোরমা গাহিতে লাগিল;—

যদি প্রাণে নাহি থাকে প্রেম,
শুধু মুখে বলিও না,
অবলা রমণী পেয়ে ছলেতে মজাও না!
(আমি) ভুলে যাই এ সুখনিশি,
ভুলে যাই হাসি রাশি,
স্মৃতিটুকু শুধু বুঝি জন্মে সথা যাবে না।
বড় সাধ বাঁধিবারে,
স্বপ্নে কভু বাঁধা পড়ে?
বুকে শুধু বাজে ব্যথা, চোখে জল রহে না।

গান শুনিয়া বাবুরা মনোরমাকে অজস্র বাহবা প্রদান করিল। বাহবাস্রোতে মনোরমা প্রায় ভাসিয়া যায়—মনোরমা-পাখী বুঝিল, আর পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকা পোষায় না। সতীশ!—সতীশ আমার কে? এত আদর—এত আপ্যায়িত—এত বড় বড় লোকের খোষামোদ এক সতীশের জন্য কেন পরিত্যাগ করিতে যাইব।

ক্রমে রাত্রি দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইল। তখন বাড়ীওয়ালী বলিল, "বাবু, আমরা আজি যাইব,—ব্যাপার সমস্ত জান ত?"

গোপালবাবু তখন সুরাসেবনে উন্মত্তবৎ হইয়াছেন। মদিরা-আঁখির বিলাস-বিভঙ্গিসহকারে বলিলেন, "দেখ বাড়ীওয়ালি! আমি মনোরমাকে ভুলিতে পারিব না। মনোরমাকে আমি চাই-ই—উহার জন্য আমার সর্ব্বস্বপণ।"

বাড়ী। তোমার কথা কি আমি লঙ্ঘন করিতে পারি? তোমার জন্য মনোরমাকে কত বুঝাইয়া, কত কাণ্ড করিয়া তবে আনিয়াছি।

গোপাল। সে আমি জানি—ও কথা ছাড়ান দাও। সতীশকে কি তাড়াইয়া দিতে পারিবে না?

বাড়ী। আগে দশ দিন যাক্—মনোরমা তোমাকে ভাল-বাসুক, তখন সকলই হবে।

গোপাল বাবু মদিরা-আঁখি ঘুরাইয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিবিজান!—তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

বাড়ীওয়ালীর পূর্ব্ব শিক্ষামতে—এবং চক্ষুর বর্ত্তমান ইঙ্গিতে মনোরমা বলিল, "তোমায় ভালবাসি না? যে দিন প্রথমে বাড়ীওয়ালীর ঘরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ,—সেইদিন হইতেই ভালবাসিয়াছি।"

গোপাল। সত্যি মেয়েমানুষ, ভালবাস?

মনো। হ্যাঁ—ভালবাসি।

গোপাল। তোমার সতীশকে ছাড়িতে পারিবে?

মনো। কেন পারিব না?

গোপাল। আমি তোমাকে বাড়ী কিনিয়া দেব—হীরে মুক্ত জড়োয়ার গহনায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিব।

মনো। ক্রমে সতীশকে তাড়াইয়া দিব।

গোপাল। বল বিবিযান!—আবার বল, আমায় ভালবাস?

মনো। তোমায় ভালবাসি।

গোপাল। (নাকি সুরে) আমি ভালবাসার বড় কাঙ্গাল,—এ জীবনে কতলোকের কাছে গিয়াছি, কতলোকের আশ্রয় লইয়াছি, কতজনের পাদপদ্মে কত অর্থ অর্পণ করিয়াছি,—কিন্তু কেহই ভালবাসে নি—সকলেই প্রতারণা করিয়াছে—সকলেই ফাঁকি দিয়াছে, তুমি আমায় ভালবাসিবে বিবিযান? তুমি আমার হবে বিবিযান?

মনোরমা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া সোহিনীবাহার রাগিণীতে খেম্‌টাতালে গান গাহিল,—

(আমি) বুকের মাঝে রাখ্‌বো তোমায় ও প্রাণসখা;
আর কারে না দেখ্‌তে দেব,—দেখিব একা।
ও চাঁদ মুখে মধুর হাসি,
দেখ্‌তে বড় ভালবাসি,
(যদি) ফুলের কুঁড়ির রূপে ভুলে না দাও দেখা।

বাড়ীওয়ালী মৃদু হাসিয়া গোপালবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মেয়ের মনের কথা ত গানেই বলিল,—কেমন গোপাল বাবু, বুঝ্‌তে পেরেছ?

গোপাল। বুঝ্‌তে পেরেছি,—আমি বিবিযানের পায়ে ধরিয়া, চরণে ধরিয়া বলিতেছি, অধমকে যেন চরণছাড়া করে না।

মনো। ওকি কথা গো বাবু!—আমি যে তোমার প্রত্যাশী, আমাকে কি অমন কথা বল্‌তে আছে?

গোপাল। বিবিধান!—আবার বল, গোপাল, তোকে ভাল-বাসি।

মনো। আমি তোমায় ভালবাসি।

গোপাল। সেধো! ও সেধো!

সেধো গোপাল বাবুর চাকরের নাম। সেধো আসিয়া হাজির হইল। গোপালবাবু বলিলেন, "শীঘ্র বাড়ীর মধ্যে যা। গিন্নির কাছে গিয়ে বল,—বড়মেয়েকে দেবার জন্যে যে বালা হুগাছা গড়ান হয়েছে, রামহরি বাবু একবার তার গড়নটা দেখ্‌বেন, এখনি নিয়ে আয়।"

সেধো চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হুজুর, তিনি তাহা দিলেন না।"

গোপালবাবু টলিতে টলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি বলিলেন?"

ভৃত্য। আজ্ঞে হুজুর—

গোপাল। তোর হুজুরের বাপের মাথায় মারি ডাবের কাটি, বুড় মাগী কি বল্লে বল্‌না শালা!

ভৃত্য। আজ্ঞে, তিনি বল্লেন—আমি ষাঁড়্‌কে দিতে বালা দেব না। আমার সতীলক্ষ্মী মায়ের জন্য যে বালা গড়ান হয়েছে—তাহা কখনই আমি বেশ্যার হাতে দিতে দিব না। তাঁর দেবার দরকার হয়—তিনি গড়িয়ে দিন। টাকা না থাকে, একটা বাড়ী বিক্রী ক'রে দিন।

গোপালবাবু লাফাইয়া উঠিলেন। তখন তিনি মুক্তকচ্ছ—কাছা টানিতে টানিতে, টলিতে টলিতে তাড়াস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বুড় বেটি কি পাজিরে! এখনি তার চুলের মুট

ধ'রে এখানে আন্‌বো,—নিজে বিবিযানের পায়ে ধ'রে উঁহার হাতে বালা পরিয়ে দিয়ে যাবে, তবে ছাড়বো—বেটি বুড়ময়না।"

সদয় বাবু গোপালবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিলেন,—"ওকি বাবা!—বেধড়ক্ মাতাল হ'লে?"

গোপাল। ইহাতে কোন্ ব্যাটাচ্ছেলে মাতাল না হ'য়ে থাক্‌তে পারে, তাই আমি পার্‌বো? বিবিযানকে আমার সম্মুখে অপমানের কথা বলা—বেশ্যা—হায়! হায়! আমি মরিলাম না কেন?

সদয় বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "মদে তোমায় খাইয়াছে।"

শুনিতে পাইয়া গোপাল বাবু বলিলেন, "কি বাবা, নেমকহারামি—আমারি খেয়ে, আমারি দুর্নাম!

সদয়। না, আমি বল্‌ছি কি—আজ তোমার বড় নেশা হ'য়েছে।

গোপাল। নেশা! নেশার গুষ্টি খড়েয় দি—মাইরি, তুমি ভেবনা, আমার নেশা হ'য়েছে। কিছু হয়নি বাবা! সেধো! শালা সেধো!

সেধো। হুজুর!

গোপাল। আবার যা।

সেধো। কোথায়?

গোপাল। বুড় ময়নার কাছে।

সেধো। সে কে?

গোপাল। গিন্নির কাছে।

সেধো। আজ্ঞে—কেন?

গোপাল। গিয়ে বল্—ভাল চাও ত বালা দাও। যদি না

দেয়, বলিস্, বাবু ব'লেছেন, দিতেই হবে, বালা ত আর তোমায় বাবা দেয় নি।

সেধো অতি ম্লানমুখে বাড়ীর ভিতরে গমন করিল, এবং গিন্নিকে কর্ত্তার কথা শুনাইল। কর্ত্রীঠাকুরাণীর দুই চক্ষু দিয়া জলরাশি গড়াইয়া পড়িল,—তিনি বাক্স খুলিয়া বালা বাহির করিয়া সেধোর হস্তে প্রদান করিলেন।

সেধো আসিয়া তাহা বাবুকে প্রদান করিল। বাবু সেই দুই গাছি বালা ও নগদ পঞ্চাশটি টাকা মনোরমাকে প্রদান করিলেন। বাড়ীওয়ালী মনোরমাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া নিজালয় অভিমুখে চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ছায়া।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় গোপালবাবুর গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাড়ীওয়ালীর সহিত মনোরমা বাসায় গমন করিল। তখন কলিকাতার রাজপথ অনেকটা নিস্তব্ধ, নীরব ও পথিক-পরিত্যক্ত মূর্চ্ছিতবৎ। [illegible] পাহারাওয়ালার ধীর মন্থর বনেদী চা'ল। কোথাও দুই [illegible] [illegible]গামী যুবক, কোথাও দুই একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী [illegible], পান-চুরুট-ওয়ালার দুই একখানা দোকান এবং [illegible] দোকান খোলা আছে।

বাসায় পঁহুছিয়া বাড়ীওয়ালী ও মনোরমা গাড়ী হইতে নামিয়া বিতলে উঠিল। আদেশমতে গাড়ী অতি শীঘ্র ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র তখন গৃহমধ্যে একাকী শয়ন করিয়া বিনিদ্রনয়নে, আকাশ-পাতাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাবিতেছিলেন। মনোরমা-শূন্য গৃহে বসিয়া মনোরমার কথাই ভাবিতেছিলেন। আর কয়দিন? বুঝি মনোরমা তাঁহাকে ফাঁকি দেয়,—যদি ফাঁকি দেয়, তিনি

কি করিবেন? বাড়ী কি ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। হায়, সতীশ এখন যে দানব হইয়াছে, কি বলিয়া আর সে দেবপুরে প্রবেশ করিবে!

এই সময় মনোরমা আসিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইল। বাড়ীওয়ালীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে গমন করিল। সতীশের হৃদয়-ভাব ঝটিকাপ্রবাহাবর্ত্তিত জলরাশির ন্যায়। সতীশ বলিলেন, "এত রা'ত হ'ল কেন?"

মনোরমা কথা না কহিতেই বাড়ীওয়ালী বলিল, "দিদির ব্যামো বড় বেড়েছে। তারই বন্দোবস্ত করিতে রাত হ'য়ে গেল। আ'জ কি আর আমাদের আস্‌তে দেয়, কেবল মনো-রমার জন্যই আসা! কি অবোধ মেয়ে! বলে, আমি সতীশকে দেখে, একা থাকতে পারবো না।. পাগল মেয়ে। দু'টা খেতেও চায় না, বলে, সতীশের হয় ত খাওয়া হয়নি। দিদির মেয়ে নাছোড় হ'য়ে ওকে একটু মদ খাইয়েছিল—ক্ষেপা মেয়ে তা কি খেতে চায়! একটু খেয়েই "আমার সতীশ কোথায়" বলিয়া, আরও আকুল হইয়া পড়িল। ইচ্ছা ছিল,—আজ সেখানে থাকিয়া আসিব, কিন্তু পাগ্‌লীর জ্বালায় তাহা ঘটিয়া উঠিল না।"

সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, বাড়ীওয়ালী সমস্ত কথাগুলিই অতি সত্য বলিয়া গেল। আরও বুঝিলেন, যথার্থই মনোরমা তাঁহাকে প্রাণ হইতে ভালবাসে;—যথার্থই মনোরমা তাঁহার জন্য মুহূর্ত্তের বিরহে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল।

হায় অপরিণামদর্শী যুবকগণ! তোমরা বুঝিতে পার না, যেখানে ধর্ম্ম নাই—বিবেক নাই, ইন্দ্রিয় দমনের বালাই নাই—সেখানে প্রেমও নাই। তবে এমন মোহে—এমন মায়ায় কেন

মুগ্ধ হও? জানিয়া শুনিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া, কেন মজিয়া মজিয়া পুড়িয়া মর!

সতীশচন্দ্র তখন একটা বোতল আনিয়া গ্লাসে মদ্য ঢালিলেন,—মনোরমাকে তাহার কিঞ্চিৎ পান করিতে দিলেন, নিজেও অনেকখানি পান করিলেন। যখন সুরাবিষের ক্রিয়ারম্ভ হইল, তখন সতীশচন্দ্র মনোরমার চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা! সত্য করিয়া বল দেখি, বাড়ীওয়ালী যেমন বলিল, তুমি কি তেমনিই আমাকে ভালবাস?"

মনো। তাহা অপেক্ষাও আমি তোমাকে ভালবাসি।

সতীশ। বল মনোরমা!—আমাকে ছাড়িবে না?

মনো। তুমি বল সতীশ!—তুমি আমায় ছাড়িবে না?

সতীশ। আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।

মনো। তুমি না ছাড়িলে, আমিও তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।

সতীশ। তুমি বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে চলিয়া গেলে, আমি যতীনবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। তিনি আসিয়াছেন,—আবার পাঁচহাজার টাকা ধার করিবার কথা বলিয়া আসিয়াছি। আগামী কল্যই লেখাপড়া হইবে। হইলেই তোমার একসুট গহনা গড়াইয়া দিব।

মনো। সেই ভাল। বাঁয়া-তবলা দাও—গান গাহি।

সতীশ। গান গাহিবে?

মনো। হাঁ।

সতীশ বাঁয়া-তবলা লইয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন,—মনোরমা গাহিতে লাগিল,—

পাই যদি তোর ভালবাসা
শুধু একটি দিনের তরে,
আমার বুকের মাঝে তোর বাসা
তোরে রাখ্বো আঁধার কোরে।
চ'খের আড়াল ক'র্লে ক্ষণিক,
সাত রাজার ধন তুইরে মাণিক,
তোরে নিয়ে যাবে সিঁদেল চোরে।
চোরে তোরে নিয়ে গেলে,
পাব কি আর কেঁদে ম'লে,
ক্ষণেকের তরে পেলে
প্রহরী ক'রে দিব আঁখি ছুটিরে।

গান থামিল। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উভয়ে শয়ন করিল।

শুইয়া শুইয়া সতীশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন;—ধারের উপর ধার চড়িতে লাগিল। দুই হাজার টাকার দলিল লেখাইয়া লইয়া, যতীনবাবু এক হাজার টাকা দেয়। আট হাজার লেখাইয়া লইয়া পাঁচহাজার দেয়। ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশহাজার টাকারও অধিক ধার হইয়া পড়িল। আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিলেও এত টাকা পরিশোধ হইবে না। আমি এখানে এইরূপে দিন কাটাইতেছি—বিষয়গুলি বিক্রয় হইয়া গেলে, আমার বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী, এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনে খাইবে কি? এখন কেন ছাড়িয়া যাই না—এখন না গেলেও আর দিন কতক পরেই যে যাইতে হইবে—তাহা নিশ্চয়। কেন না,—আর ত ধার মিলিবে না। কিন্তু মনোরমাকে কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব! মনোরমা বিহনে আমি বুঝি বাঁচিব না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চিত্র।

সতীশচন্দ্র প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, মনোরমাকে লইয়া কলিকাতায় বসতি করিতেছিলেন,—ইহার মধ্যে একটিবারও সুবর্ণপুরে গমন করেন নাই। তাঁহার সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্ত কত প্রকারে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি আর মনোরমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সতীশচন্দ্রের মাতা পুত্রের অদর্শনে দিবারাত্রি হাহাকার করিয়া বেড়াইতেন। আত্মীয়-স্বজন ম্রিয়মান। আর হতভাগিনী সুশীলা—সুশীলা নিদাঘতাপিত ফুলের ন্যায় দিন দিন বিশুষ্ক হইয়া উঠিতে লাগিল। চারুপ্রতিমায় ঘুণ ধরিল,—দিনে দিনে সেই নবকিসলয় সদৃশ দেহ শুকাইয়া উঠিল।

স্বামী-বিরহ-যন্ত্রণা জুড়াইবার জন্ত সুশীলা প্রথমে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিল,—কিন্তু সেখানেও যন্ত্রণার অবসান হয় নাই। অধিকন্তু জ্বালা যেন আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে বৎসরখানেক থাকিয়া, সুশীলা পুনরায় শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল,—কিন্তু দিনে দিনে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার শাশুড়ী

যথোচিত যত্নসহকারে যাহাতে সুশীলার শরীর সারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাহার শরীর সারিল না। [illegible] সংবাদ পাঠাইলেন, এ জীবনে আর তিনি বাড়ী ফিরিবেন না, তখন সুশীলা শয্যাগ্রহণ করিল। এখন তাঁহার কঠিন ক্ষয়কাশ রোগ জন্মিয়া গিয়াছে। একজন কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছিলেন,—তিনি এখন একরূপ হতাশ হইয়া সুশীলার শাশুড়ীকে বলিয়া গিয়াছেন,—"আর রক্ষা নাই। বোধ হয়, সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইবে না।"

শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে সুশীলার গৃহে আগমন করিলেন। দেখিলেন,—শয্যার উপরে একগাছি বিশুষ্ক ফুলের মালার মত সুশীলা পড়িয়া রহিয়াছে। আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণী ডাকিয়া বলিলেন, "বৌ মা!—আজ শরীর কেমন আছে?"

সুশীলা চক্ষু টানিয়া চাহিয়া বলিল,—"মা! আর বাঁচিব না। আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না; এই সময়ে সেই গৃহে সরলা প্রবেশ করিল। সরলাকে সুশীলার কাছে বসিতে বলিয়া, কর্ত্রী ঠাকুরাণী বাহির হইয়া গেলেন।

সরলা একেবারে সুশীলার বিছানার উপরে গিয়া বসিল। সুশীলার বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল। সুশীলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "কে, ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! আমার আর সময় নাই। [illegible] দেখা হইল না!"

সরলার [illegible]লোচন জলজালাকীর্ণ হইল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে

কহিল, "বৌ! ভয় কি,—রোগ কি কাহারও হয় না? সারিয়া যাইবে।"

সুশীলা। রোগ হইলে সারে—কিন্তু আমার এ রোগ সারিবার নহে।

সতীশ। কেন, কি হ'য়েছে?

সুশীলা। এতদিন বুঝিতে পার নাই কি হ'য়েছে?

সতীশ। দাদা বাড়ী আসিবেন।

সুশীলা। কেমন করিয়া জানিলে?

সতীশ। না, অন্য কোন রকমে জানি নাই,—তবে চিরকালই কি বিদেশে থাকিবেন!

সুশীলা। এখন সেই তোমার দাদার স্বদেশ—এই বিদেশ। আর সে কথা তুলিয়া কাজ নাই;—কিন্তু একবার দেখিয়া মরিতে পাইলাম না।

সরলা। ও কি কথা!

সুশীলা। ও কথা,—আমার পক্ষে বড় ভাল কথা! যে রমণী পরম-দেবতা স্বামীর সেবা করিতে পাইল না, যে ইহপরকালের সকল আশীষ হইতে বঞ্চিত—তাহার পক্ষে মরণের কথাই মঙ্গলের কথা।

সরলা। দাদা কি কঠিন।

সুশীলা। না, না—সরলা! তিনি কঠিন কেন? তাঁহার প্রেমের কথা "সেকাল পড়িয়াছে," তাঁহাকে দুই রাখিবে—আর আমি হতভাগিনী, আমার স্বকর্মদোষে আমি জ্বলিতেছি—দোষ তাঁহার কেন? আমার ভাগ্যের।

সরলা। আর এক কথা শুনিয়াছ?

সুশীলা। আমার কি উঠিবার শক্তি আছে যে,—আমি বাহিরের কোন কথা শুনিতে পাই? বাহিরের কথা শুনিতে বড় ইচ্ছাও নাই—যতক্ষণ তাহা শুনিব, ততক্ষণ আমার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

সরলা। কিসের ধ্যান কর বৌ-দিদি? কোন দেবতার?

সুশীলা। হাঁ,—দেবতার বই কি। রমণীর একমাত্র গতি পতিদেবতার ধ্যানই করিয়া থাকি।

সরলা। এমন বৌ হবে না।

সুশীলা। কি কথা বলিতেছিলে?

সরলা। ও বাড়ীর যতীন কাকার কাছে নাকি দাদা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়াছেন।

সুশীলা। শুনিয়া কি করিব?

সরলা। তিনি না কি নালিশ দিয়াছেন।

সুশীলা। বিষয় বিক্রয় করিয়া লইবেন, বোধ হয়?

সরলা। তা নয় ত কি? জান ত—ওদের সঙ্গে আমাদের চিরকালকার বিবাদ—এবার বিষয়-আশয়গুলা কেড়ে নিয়ে, সেই বিবাদের শোধ লইবে।

সুশীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল,—জীর্ণ শীর্ণ গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল গড়াইয়া উপাধানে পতিত হইল।

সরলা বলিল, "বউ-দিদি! তোমার অসুখ শরীর—তুমি সে বিষয়ে কিছুই ভাবিও না।"

সুশীলা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি কি ভাবিব দিদি! অভাগিনীর কপালদোষে আমার জন্যই এখন বঞ্চিত

হইয়াছি, তখন বিষয়াদি গেলে আর আমার দুঃখ কি? বিষয়ে আমার কি হইবে? বিষয় আমার কে খাইবে?—আমি ত যাত্রা করিয়া বসিয়া আছি; তবে ভয় হয়, পাছে বুড়ীমাগী একমুঠা ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হয়েন।"

সরলা। কে বুড়া মাগী?

সুশীলা। আমার শাশুড়ী—তোমার মা।

সরলা। আমি ত আছি।

সুশীলা। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি—তুমি পতি পুত্র লইয়া জীবিত থাক। যাহাতে তোমার মাতার কষ্ট না হয়, তাহা করিও। অবশ্য সে কথা আমার বলাই বাহুল্য—কেন না, তোমার মাতা—আমার শাশুড়ী।

সরলা। বৌ দিদি!

সুশীলা। কেন?

সরলা। একটা কথা বলিব?

সুশীলা। কি বলিবে—বল?

সরলা। একবার কলিকাতায় যাইবে?

সুশীলা। কেন? স্বামী ধরিতে?

সরলা। দোষ হয় না কি?

সুশীলা। তিনি আমার স্বামী—দেবতা। দেবতা যদি প্রসন্ন না হয়েন, ধরিতে গেলেই কি ধরা দেবেন?

সরলা। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে দোষ কি?

সুশীলা। ছি!

সরলা। কেন?

সুশীলা। ঘৃণা হয়।

সরলা। স্বামীর উপরে ঘৃণা?

সুশীলা। দূর।

সরলা। তবে কি?

সুশীলা। সেই হতভাগী মাগী হাসিবে—তাহার প্রবাসী বা সহায়ী পাপগুলা হাসিবে—বলিবে মাগী স্বামী ধরিতে আসিয়াছে—জীবন থাকিতে আমি তাহা পারিব না।

সরলা। মাও ঐ কথা বলিতেছিলেন।

সুশীলা। কি বলিতেছিলেন?

সরলা। তিনি বলিতেছিলেন,—বউমা বুঝি আমাদিগকে ফাঁকি দেয়—বাছা দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশে গেল। এখনও একবার যদি সতীশ আসিত! এই কথা ব'লে, শেষে বলিলেন, বৌমাকে নিয়ে একবার কলিকাতায় গেলে হয় না।

সুশীলা। আর বাঁচিব না—তবে একবার জন্মের শোধ দেখিতে পাইলে, বড় সুখী হইতাম। আর কিছু চাহি না—তাঁহাকে ধরিয়া রাখিব না, যদি একবার দেখিতে পাইতাম,—সুখে মরিতে পাইতাম।

সরলা। কলিকাতায় যাবে?

সুশীলা অনেকক্ষণ কি ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "যাব—একবার কোন প্রকারে তাঁহাকে ডাকাইয়া, যদি দেখাইতে পার। তবে সে মাগীগুলা যেন জানিতে না পারে—আমি স্বামী ধরিতে গিয়াছি। আমার বড় লজ্জা করে—ছি!"

সরলা। কলিকাতায় যাবার কথা তবে মাকে বলিব?

সুশীলা। বলিও।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার।

যথাসময়ে সরলা তাহার মাতার নিকট সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিল। কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাঁহার ছোটছেলেকে সে কথা বলিলে,—সতীশের ছোট ভাই শীরিষ বলিল, "দাদার সঙ্গে দেখা করাই দুর্ঘট! কিছুতেই দেখা পাওয়া যায় না। যদিও অনেক কষ্টে সাক্ষাৎ হয়, তিনি কথাই কহেন না। তাঁহার নীরব বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যায়, আমি আর তাঁহার নিকট দাঁড়াইতে পারি না,—পলাইয়া যাই।"

কর্ত্রী। বৌমা বোধ হয়, বাঁচিবে না—স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা। মরণকালে যখন দেখিতে চাহিতেছে;—তাহার বাসনা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য।

শীরিষ। আমি চেষ্টা করিব।

কর্ত্রী। তবে তুমি আগে কলিকাতায় গিয়া একটা বাড়ী ঠিক করগে,—আমরা তোমার পত্র পাইলেই যাইব।

শীরিষ। যতীন কাকা দাদার নামে সুদে আসলে পঞ্চাশ-হাজার টাকার ডিক্রী করিয়াছে।

কর্ত্রী। এত টাকা সতীশ কি জন্ত লইয়াছিল ?

শীরিষ। এত টাকাই কি আর দিয়াছে—দশ পনর হাজার টাকা দিয়া অধিক লেখাইয়া লইয়াছিল।

কর্ত্রী। যতীন বাবু এখন টাকা আদায়ের জন্ত কি করিবে ?

শীরিষ। বোধ হয়, বিষয় বেচিয়া লইবে।

কর্ত্রী। আর শুনিতে চাহি না—একবার কলিকাতায় চল, একবার তাহাকে দেখিয়া আসি।

শীরিষ তাহাতে স্বীকৃত হইল, এবং সেই দিন রাত্রির গাড়ীতেই শীরিষচন্দ্র কলিকাতায় গমন করিলেন। তৎপর দিবস একটা ছোটখাট রকমের বাড়ী লইয়া, মাতাকে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে লিখিয়া দিলেন,—যদু কাকাকে সঙ্গে লইয়া আপনারা যত সত্বর পারেন, এখানে আসিবেন। দাদার সংবাদ লইয়াছিলাম,—তিনি ভাল আছেন।"

পত্রপাঠ করিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী সুশীলাকে সে কথা জানাই-লেন। সুশীলা সরলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাবে না ?"

সরলা। অনেক দিন দাদাকে দেখি নাই—দেখতে যাব।

সুশীলা। আজি যাওয়া হবে না কি ?

সরলা। বোধ হয়, কা'ল যাওয়া হবে।

সুশীলা। আমার জীবন-প্রদীপে আর বোধ হয়—তৈল নাই, নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। যদি দেখাইতে ইচ্ছা কর—সত্বরই চল। আজ হইয়া গেলে, আর কার জানিও না।

সরলা। বালাই,—কলিকাতায় গিয়ে দাদাকে পাইবে, তার পর ভাল কবিরাজ দিয়ে চিকিৎসা করাইলে রোগ সেরে

যাবে। যে জন্যে রোগের উৎপত্তি—সে কারণ নিবারিত হ'লে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাল চিকিৎসা হ'লে, রোগ সেরে যাবে।

সু। কি কারণে রোগের উৎপত্তি সরলা ?

স। দাদার অনাদর।

সুশীলার বিশুষ্ক অধরে ক্ষীণ হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। উদাস-দৃষ্টিতে সরলার মুখের দিকে চাহিয়া আবেগময় স্বরে বলিল, তুমি কি ভাবিতেছ. কলিকাতায় গেলে, আমাকে দেখিতে পাইলেই, তোমার দাদা আমাকে আদর করিবেন ?"

স। নিশ্চয়।

সু। যদি করেন,—তবে তোমাকেই আদর করিবেন। আমি ত মনোরমার মত সুন্দরী নই।

স। পোড়া কপাল তার রূপের—সে নরকের কীট! পাপের ছবি—তার আবার রূপ! ঝাঁটা মারি তার চৌদ্দপুরুষের মাথায়।

সু। চুপ কর;—তাকে ঝাঁটা মার, এ কথা যদি তোমার দাদা শুনিতে পান, বিষ খাইতে পারেন।

স। সত্যি বউদিদি! দাদার কি প্রবৃত্তি! সে বেশ্যা-মাগীর কাছে, সর্ব্বদাই পড়ে থাকেন ; ঘৃণাও হয় না ?

সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—সে কথার কোন উত্তর করিল না।

তৎপর দিবস, সতীশচন্দ্রের মাতা, ভগিনী সরলা, জ্ঞাতি যদুনাথ আর রুগ্না সুশীলা কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। বাড়ীতে কেবল কয়েকজন দাস দাসী ও সতীশচন্দ্রের পিসীমাতা রহিলেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তাঁহারা কলিকাতায় পঁহুছিলেন। পথের

কষ্টে সুশীলার সে রাত্রে রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল,—শিরীষচন্দ্র, সরলা এবং কর্ত্রীঠাকুরাণী সে নিশা জাগিয়া সুশীলাকে লইয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সারা রাত্রির মধ্যে সুশীলার জ্ঞান হয় নাই। দুই একবার ভুলও বকিয়াছিল।

প্রভাত হইতেই কর্ত্রীঠাকুরাণী শিরীষচন্দ্রকে বলিলেন,—"বউমার অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আর যে সে বাঁচিবে, সে আশা নাই, তুই এখনই একবার তোর দাদার বাসায় যা—সমস্ত কথা তার সাক্ষাতে ব'লে যাতে সে শীঘ্র আসে,—এই বেলাই তোর সঙ্গে আসে, তা কর্‌বি।"

শিরীষচন্দ্র তখনই সোণাগাছি দাদার সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করিল। তিনি বাসা লইয়াছিলেন নিমতলা ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে,—সেখান হইতে সোণাগাছি অধিক দূর নহে। সুতরাং আটটা না বাজিতেই শিরীষচন্দ্র দাদার বাসায় গিয়া পঁহুছিতে পারিল।

সতীশচন্দ্র তখনও নিদ্রা হইতে উঠেন নাই। দরজা বন্ধ করিয়া নিদ্রিত ছিলেন। বেহারা বাহিরে বসিয়া কি কাজ করিতেছিল।

শিরীষচন্দ্রকে দেখিয়া বেহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"কাহাকে খুজিতেছ বাবু?"

শি। সতীশ বাবু এথানে থাকেন?

বে। হাঁ বাবু, এখানে থাকেন।

শি। এখন তিনি কোথায় আছেন?

বে। ঘুমাইয়া আছেন।

শি। একবার ডাকিতে পার?

বে। কি দরকার?

শি। তিনি আমার দাদা হন,—আমি তাঁহার ছোট ভাই—একবার দেখা করবো।

বে। আমি ডাকিতে পারিব না। ডাকিলে বকিবেন।

শি। তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করার আমার বিশেষ প্রয়োজন।

বে। অন্য সময় আসিবেন।

শি। না,—এখনই দেখা করিতে হইবে, বিশেষ কাজ আছে।

বে। তবে একটু বসুন।

শি। কোথায় বসিব?

তখন বেহারা একখানা ভাঙ্গা টুল টানিয়া আনিয়া দিল, শিরীষচন্দ্র তাহাতে উপবেশন করিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ আর হয় না। শিরীষও আর তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে পারে না,— ক্রমে সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেল। শিরীষচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। উপায় কি!—দাদার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেই হইবে। নতুবা বুঝি সুশীলার সহিত সতীশচন্দ্রের আর সাক্ষাৎ হইবে না;—যে উদ্দেশ্যে তাহাকে কলিকাতায় আনা হইয়াছে—সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না;—তাহার অন্তিমপ্রার্থনা পূরণ করা হইবে না।

শিরীষচন্দ্র বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় দরওয়াজা খুলিয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। শিরীষ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া থতমত খাইল। যে বাহির হইল,—সে মনোরমা।

মনোরমা একটি সুন্দর নবীন যুবককে ম্লানমুখে ভগ্ন টুলের

উপরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিল জানি না—কিন্তু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নয়নে একটু বৈদ্যুতি প্রেরণ করিয়া বলিল, "আপনি কে মহাশয় ?"

শিরীষচন্দ্র অপ্রতিভস্বরে বলিল, "সতীশবাবু এ বাড়ীতে থাকেন ?"

ম। আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?

শি। এই কলিকাতা হইতে আসিতেছি।

ম। সতীশবাবুকে কেন ?

শি। একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে।

ম। আপনার পরিচয় না দিলে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না।

শিরীষ মনে ভাবিল, যদি আগে পরিচয় দেই—আর পরিচয় পাইয়া দুষ্টা মাগী যদি তাঁহাকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই না দেয়—ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "একটু কাজ আছে, পরিচয় দিলে হয় ত তিনি আমাকে নাও চিনিতে পারেন, দেখিলে চিনিতে পারিবেন, একবার তাঁহাকে ডাকিয়া দাও।"

মনোরমা সেই স্থান হইতেই ডাকিয়া বলিল, "ওগো সতীশবাবু! উঠিয়া দেখ, কে তোমাকে ডাক্‌চে।"

সতীশচন্দ্র উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। পূর্ব্বরাত্রিতে মদ্যপান করিয়াছেন—রাত্রি জাগরণ হইয়াছে—চক্ষুর্দ্বয় এখনও ঘোর রক্তাভ বিকশিত। সতীশচন্দ্রের সে লাবণ্যময় দেহ আর নাই—মুখখানা শুকাইয়া চোয়ালের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট—তাহার নিম্নে কালিমা পড়িয়া গিয়াছে। নাসিকা কিঞ্চিৎ বাড়িয়া পড়িয়াছে। বুকের হাড় বাহির হইয়া

পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণের যে একটা জ্যোতি ছিল, তাহা বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্র বাহির হইলেই সম্মুখে শিরীষকে দেখিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত অথচ অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার এই অজ্ঞাত-বাসকালের মধ্যে আরও দুই একবার যদিও শিরীষ তাঁহাকে লইতে এ বাড়ীতে আসিয়া ধন্না দিয়াছে, তথাপিও প্রত্যেক বারেই তাঁহার মন কেমন একভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছে। ভ্রাতার সেই কাতর-বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত পরিবারের কাতর মুখ মনে পড়িয়া গিয়াছে—ইচ্ছা হইয়াছে, এই দণ্ডেই বাড়ী ফিরিয়া যাই—কিন্তু মনোরমা-রূপমোহের বাঁধনে তাহা পারেন নাই। মানুষ বোঝে—বুঝিয়াও পোড়ে—পুড়িয়া মরে! ঐত দুঃখ!

সতীশচন্দ্র কিঞ্চিৎ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ, কিঞ্চিৎ করুণকণ্ঠে কহিলেন, "ভাল আছিস্?"

শিরীষচন্দ্র দাদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ,—আমরা ভাল আছি,—বউ দিদির বড় ব্যারাম!"

সতীশচন্দ্রের প্রাণের ভিতর একখানি মুখ স্পষ্টতর ফুটিয়া উঠিল। সমস্ত হৃদয়খানা জুড়িয়া সে মুখের কিরণমালা প্রতিভাসিত হইল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া ঢোক গিলিয়া, ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যারাম হ'য়েছে?"

শি। জ্বরযুক্ত কাস।

স। চিকিৎসা করান হইতেছে?

শি। হাঁ—অনেক রকম চিকিৎসা করান হইয়াছে কিন্তু

কিছুতেই রোগের প্রতিকার না হইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই-তেছে।

সতীশচন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিলেন না! চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "তামাক দে।"

ভৃত্য তামাকু সাজিয়া গড়গড়া আনিয়া বাবুর নিকট দিয়া গেল, বারেণ্ডার রেলিংএ ঠেসান দিয়া বসিয়া, সতীশচন্দ্র তামাকু টানিতে লাগিলেন।

দাদা আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন আশায় শিরীষচন্দ্র এত-ক্ষণ কোন কথাই পাড়ে নাই। যখন সে আশায় বঞ্চিত হইল; তখন সে নিজেই কথা পাড়িল। বলিল, "মা, সরলা, এবং বৌ-দিদি সকলেই কলিকাতায় আসিয়াছেন।"

সতীশচন্দ্র মুখ হইতে গড়গড়ার নল বাহির করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

শি। বৌ-দিদির বড় অসুখ—তাই ভাল কবিরাজ দিয়া একবার দেখাইতে।

স। বাসা কোথায়?

শি। নিমতলা ষ্ট্রীটে।

স। কবে এখানে আসিয়াছিস্?

শি। আমি আজি তিন দিন হইল আসিয়াছি—তাঁহারা কাল রাত্রে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

স। কেমন আছে?

শি। কে? বৌ-দিদি?

স। হাঁ।

শি। ভাল নহে,—পথের শ্রমে কাল হইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন।

স। আচ্ছা, বৈকালে একবার গিয়ে দেখে আস্‌বো এখন।

মনোরমা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল,—"বিকালে যাবে কেমন ক'রে? আজ যে থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে ব'লেছ?"

স। তবে না হয়, কা'ল সকালে যাব।

শিরীষচন্দ্রের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে আত্ম-হারা হইয়া পড়িয়াছিল, কখন যাহা দাদার সাক্ষাতে সাহস করিয়া বলে নাই, তাহা বলিয়া ফেলিল? সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা দাদা—তোমাদের থিয়েটার দেখার চেয়ে কি বৌ-দিদিকে একবার—একমুহূর্ত্তের তরে দেখা দেওয়াটা উচিত নহে। তিনিও আর বাঁচিবেন না—আর দেখিতে চাহিবেন না। তাঁহার জীবনের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে—আমাদের সোণার কমল শুকাইয়া গিয়াছে, আমাদের গৃহলক্ষীর বিজয়ার বাজনা বাজিয়াছে, আপনাকে এক-বার দেখিবেন বলিয়া, সেই ব্যাধিক্লিষ্টা সতী পথের কষ্ট সহ্য করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন! আপনার পায়ে ধরি,—এখনই একবার আমার সহিত যাইতে হইবে। না গেলে আমি উঠিব না।"

সতীশচন্দ্র—পাপী সতীশচন্দ্রের চক্ষু দিয়াও ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছিল।

শিরীষচন্দ্র যদিও আর দুই একবার দাদাকে লইতে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, কিন্তু মনোরমা তাহাকে দেখে নাই— তাহার কারণ, তখন সঙ্গে আরও দুই চারিজন লোক আসিত,

নিচে হইতে ডাকিয়া সতীশকে তাহারা বুঝাইত—বাটী যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত,—সতীশ যখন যাইতে স্বীকৃত হইত না, তখন তাহারা আর কি করিবে—ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া চলিয়া যাইত। শিরীষ আজ যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, তখনই মনে করিয়া বাহির হইয়াছিল,—আজি আর নিচে হইতে ডাকিব না,—একবারে উপরে যাইব—যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই ঘটিবে।

অনেকক্ষণ উভয় ভ্রাতাই নিস্তব্ধে নয়নাসার পরিত্যাগ করিলেন। শেষে শিরীষচন্দ্র বলিল, "দাদা, এখনই আমার সঙ্গে বাসায় যাইতে হইবে। নতুবা বৌ দিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি আপনাকে দেখিবার ইচ্ছা করায়, মায়ের কথামত তাঁহাদিগকে লইয়া এখানে আসা হইয়াছে।"

মনোরমা বলিল, "এখন যাবে কেমন ক'রে? সমস্ত রাত্রি মদ-টদ খেয়েছ। এখন স্নানটান করবে, খাবে দাবে।"

শি। বাসায় গিয়ে খাবেন এখন।

ম। বাসায় গিয়ে কি খাবে? এখানে রান্না উঠেছে।

শিরীষচন্দ্র মনোরমার কথায় কোন প্রকার উত্তর না দিয়া তাহার দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। রোগা বৌ-দিদির চৈতন্য হইল কি না—তাঁর অষুদপত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাজারাদি করিতে হইবে—আপনি চলুন।"

সতীশচন্দ্র মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ত নিমতলা ষ্ট্রীট, একবার ঘুরিয়া আসি।

ম। তোমার ইচ্ছা—তোমার আত্মীয় লোক এসেছে—স্ত্রী এসেছে, আমি বাধা দিব কি প্রকারে?

স। মনোরমা--আমি এখনি আস্‌ছি।

ম। এস।

স। এখানে আসিয়াই খাব।

ম। খেও।

স। তুমি কিছু ভেব না।

ম। কি ভাববো—আমার আবার ভাবা, অভাবা কি ?

তখন সতীশচন্দ্র জামাকাপড় লইয়া বাহির হইলেন। কেন, জানি না—অনেকদিনের পরে আজি সতীশ মাতা, ভগিনী ও স্ত্রীকে দেখিবার জন্ম ভ্রাতার সহিত বাহির হইলেন।

দরজার বাহির হইয়া যখন তাঁহারা রাস্তায় পড়িলেন, তখন মনোরমা খোলা বারেণ্ডায় ঘুরিয়া আসিয়া ডাকিয়া বলিল, "সতীশ বাবু, শীঘ্র এস—নহিলে রক্তগঙ্গা হ'ব।"

সতীশচন্দ্র ঘাড় উঁচু করিয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আসিতেছি।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী সন্দর্শন।

বেলা দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ;—সতীশচন্দ্রের মাতা বাসা-বাড়ীর নিম্নতলাস্থ রান্না ঘরে বসিয়া রান্না করিতেছিলেন, একটা দাসী কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিতেছিল,—এমন সময় সতীশচন্দ্র ও শিরীষচন্দ্র বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দাসী বড় বাবুকে দেখিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিল, "বড় বাবু এসেছেন।"

কর্ত্রীঠাকুরাণী তখন ভাতের হাঁড়ীতে কাটি দিয়া ভাত টিপিয়া দেখিতে যাইতেছিলেন,—আর তাহা হইল না। দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন,—অনেকদিনের পরে—পুত্রহারা জননী পুত্রের দেখা পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া স্নেহবাহুযুগল প্রসারণ করতঃ সতীশচন্দ্রকে বক্ষমধ্যে লইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে, বলিলেন, "বাবা, আমাদিগকে ভুলিয়া কেমন করিয়া ছিলি ?"

সতীশচন্দ্রের নয়নে একবিন্দুও জল দেখা গেল না। মনো-রমার বাড়ীতে তাঁহার হৃদয়ভাব যেরূপ ছিল, এখন যেন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এক মুহূর্ত্তের বিরহে যেন মনোরমার জন্ত তাঁহার প্রাণ ছটফট্ করিতেছে।

তথাপিও মুখখানা আরও ম্লান হইয়া গেল, অনেকদিন পরে, মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া সতীশচন্দ্র সেই রকের উপর বসিয়া পড়িলেন। শিরীষচন্দ্র দাসীকে ডাকিয়া তামাকু সাজিয়া আনিয়া দাদাকে দিতে বলিল। দাসী তামাকু সাজিয়া আনিয়া দিলে, সতীশ তামাক খাইতে লাগিলেন। মাতা রান্না করিতে ঘরের মধ্যে গেলেন,—এবং তথা হইতেই সতীশকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একটু ফাঁক পাইয়া সতীশচন্দ্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের বৌ-দিদি কোথায়?"

দা। উপরে আছেন,—দেখা কর্‌বেন?

স। হাঁ—একবার দেখা করিব। এখন কেমন আছে?

দা। অজ্ঞানই আছেন,—তবে রাত্রির চেয়ে একটু ভাল। তখন ডাকিলেও সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না,—এখন ডাক্‌লে কথা কহিতেছেন।

দাসীকে অগ্রে করিয়া সতীশচন্দ্র উপরে উঠিলেন। যে ঘরে সুশীলা রোগশয্যায় শায়িতা—বড় বাবুকে সেই ঘরে পঁহুছিয়া দিয়া দাসী চলিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র গৃহপ্রবেশ করিলেন। বিশুষ্ক লতাগাছাটির মত সুশীলা শয্যার উপরে পড়িয়া আছে,—শিয়রদেশে বসিয়া সরলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সহসা দাদাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখিয়া, সরলা বালিকার ন্যায় হাপুস্ নয়নে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা,—দাদা,—এই দেখ, কি করিয়াছ! তোমার জন্য আমাদের বৌ-দিদির কি দশা হইয়াছে!"

সরলার উচ্চ ক্রন্দনে—আর বুঝি 'দাদা' শব্দে সুশীলার একটু চমক হইল—একটু জ্ঞানের উন্মেষ হইল। কষ্টে চক্ষুর পাতা টানিয়া ক্ষীণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। কত দীর্ঘ দিনের পরে আজি তাহার ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সম্মুখে।. মুদিত বিষণ্ণ চক্ষু দিয়া জলস্রোত বহিল—ডাকিয়া বলিল, "সরলা!—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

স। না বৌদিদি! দাদা এসেছেন?

সু। যদি আসিয়াছেন—দয়া করিয়া যদি অন্তিম সময়ে আসিয়াছেন, একবার আমার মাথার কাছে আসিতে বল। যদি কষ্ট হয়,—তবে আসিতে বলিও না।

সতীশচন্দ্র বলিলেন, "সুশীলা, তোমার কি বড় অসুখ?"

সুশীলা কথা কহিতে পারিল না,—কেবল নীরবে চক্ষুর জল গড়াইয়া পড়িয়া সতীশচন্দ্রের নীরব-ভাষার নীরব উত্তর প্রদান করিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুশীলা, আমার সঙ্গে তোমার কোন কথা আছে কি? যদি থাকে বল,—আমি এখনই যাইব।"

সরলা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবে দাদা?"

সতীশ। সেই যেখানে থাকি।

সরলা। কেন, আমাদের এখানে থাকিবে না?

সতীশ। আবার কা'ল আসিব।

সরলা। বৌ-দিদির যে বড় অসুখ!

সতীশ। ভগবান দয়া করিবেন।

সুশীলা সব শুনিতেছিল,—তাহার চক্ষুর জল শুকাইয়া গিয়াছিল। ক্ষীণ বক্ষের ক্ষীণশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "যাও

প্রভু! যেখানে গেলে তুমি সুখী হও, সেইখানেই গিয়াছ; আমার আর কি? আমি যাত্রা করিয়াছি। যে দেশে যাইতেছি, সে দেশে অবিচার নাই—রিপুর তাড়না নাই; সেখানে গিয়া তোমাকে পাইব। দয়া করিয়া যে এসেছ—কৃপা করিয়া যে অন্তিম সময়ে দেখা দিয়া গেলে, স্বামীর উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছ।"

সতীশচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না। নীচে নামিয়া গেলেন। সুশীলার একটু মোহ হইয়াছিল, আপনা আপনিই সামলাইয়া লইয়া সরলাকে জিজ্ঞাসিল, "তোমার দাদা কি চলিয়া গিয়াছেন?"

স। নীচে ত গেলেন,—হয় ত এখনই যাবেন।

সু। এখনও বোধ হয় যায় নাই—কিন্তু একদিন যাবে, একদিন বুঝিবেন, এ সংসারে পাপে প্রেম মিলে না।

স। তুমি কেন একটু কাঁদিয়া কাটিয়া দেখিলে না?

সু। কাহার নিকটে?—তোমার দাদা কি এখন মানুষ আছে! আর আমার সে শক্তিও নাই।

স। তুমি যেন দাদার উপরে কিছু বিরক্ত হইয়াছ?

সু। কে না হয়? শুধু তোমার দাদার উপরে নহে—জগতের উপরেই বিরক্ত হইয়াছি।

সহসা সুশীলার কথা বন্ধ হইল, দুর্ব্বল হস্তখানি বক্ষ হইতে বিছানার উপরে ঢলিয়া পড়িল। সরলা বুঝিতে পারিল,—কষ্টে, দুঃখে, ক্ষোভে, দুর্ব্বলদেহে মোহ হইয়াছে—সে চোখে মুখে জল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

এদিকে সতীশচন্দ্র নিম্নাবতরণ করিয়া দেখিলেন, শিরীষ কলতলায় বসিয়া স্নান করিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তবে এখন চলিলাম।"

শিরীষ দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, সে কি! কোথায় যাবেন?

স। বাসায়।

শি। এ কি আপনার পরের বাড়ী?

স। জানিস্ ত, নহিলে একটা খুনোখুনি হবে।

সতীশের মাতা ঐকথা শুনিয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "সতীশ! কোথায় যাবি?"

স। বাসায়।

মাতা। তোর বাসা কোথায়—সেই মাগীর বাড়ী? ভুলে যা সতীশ—এখনও ভুলে যা।

স। কা'ল আবার আসিব।

মা। এত বেলায় যাবি? আমার মাথা খাস্—আজ যাস্ নি।

স। না,—আমাকে যেতেই হবে।

মা। তবে স্নান কর—দু'টি খেয়ে যা।

স। আমি সেখানে গিয়ে খাব—আমার না গেলেই নয়।

এই কথা বলিয়া সতীশ দ্রুতপদে দরজার বাহির হইয়া পড়িলেন। মাতা চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "সতীশ! আমি আজ পাঁচ বৎসর নয় মাস পরে তোকে নিজ হাতে রাঁধিয়া খাওয়াব ব'লে তোর জন্যে যে ভাত রেঁধেছি, খেয়ে যা, সতীশ।"

সতীশ ততক্ষণ অনেকদূর চলিয়া গিয়াছেন। শিরীষচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কলতলায় বসিয়া পড়িল।

একটা দাঁড়কাক ত্রিতলের খোলা বারাণ্ডায় রেলিংএর উপরে বসিয়া খা খা করিয়া এই সময়ে বড় বিকট রবে ডাকিয়া ডাকিয়া কি বলিয়া দিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

থিয়েটরে।

বেলা দ্বাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে।

সতীশচন্দ্র অতি ক্রতপদে সোণাগাছির বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা তখন স্নান-আহার সমাপন করিয়া, মেঝের ফরাসের উপরে শয়ন করিয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল।

সতীশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তোমার খাওয়া হয়েছে ?"

মনোরমা উঠিয়া বসিল, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি আসবে না ভেবে, আমি খেয়েছি বৈকি। তা তুমি দুটি খেয়েও এলে না ? ওমা, জামাই বা কেমন, এত বেলায় দুটি না খাইয়ে ছেড়ে দিলে। ধন্যি যা হোক্।"

সতীশ। তারা কি আর খেতে বলেনি,—আমিই খেলাম না।

মনো। কেন, বামুনের ভাত খাওয়া না কি ?

সতীশ। প্রায় রকমও তাই।

মনো। এখন কি খাবে !

সতীশ। কেন, ভাত নাই ?

মনো। আমি নিশ্চয় জানচি, তুমি খেতে আসবে, তাই ঠাকুরকে তোমার ভাত রাঁধতে বারণ কোরেছি। এমন ত জানতাম না।

সতীশ। বেহারাকে ডাক।

মনো। কেন?

সতীশ। মদ আসুক।

মনো। এখন মদ কি হবে?

সতীশ। খাব।

মনো। তা খাবে বৈ কি। পেটে একটু কিছু পড়িল না, এখন মদ খাবে বৈকি!

সতীশ। না,—খাব।

মনো। ওঃ! স্ত্রীর জন্য মনটা বড় খারাপ হয়েছে, না? তাই নিবারণ করিবার জন্য মদ খাওয়া হবে! তা এত যদি, না এলেই হ'ত।

সতীশ। পরামর্শ আমি তোমার নিকটে চাচ্চি না—আমি মদ খাব।

মনো। বেশ্, তা খাও—তুমি গোল্লায় যাবে যাও—আমার কি! তবে টাকা পাবে কোথায়—মদ ত আর কলের জল নয়, যে বেহারা হ'য়ে এনে ফেলবে?

সতীশ। কেন, আমার ত এখনও হাজার বার-শ' টাকা মজুদ আছে।

মনো। তার পর?

সতীশ। তার পর যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে, ভবিষ্যৎ চিন্তা পরিণাম করিয়া কে কবে মদ খাইয়াছে,— ভাবিয়া কে

কোথায় বেশ্যালয়ে গিয়াছে। যাহার সে চিন্তা আছে, সে এ পথে কখনই পদার্পণ করে না।

মনো। তুমি আমাকে দেখ্‌তে পার না।

সতীশ। তাইতে সব পরিত্যাগ কোরেছি।

মনো। কি ক'রেছ?

সতীশ। মা দুইটি খাইয়া আসিতে বলিলেন, স্ত্রী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ভ্রাতা ভগিনীর আকুলতা সমস্ত পায়ে ঠেলিয়া তোমার এখানে ছুটিয়া আসিলাম।

মনো। কেন,—যাবার কি দরকার ছিল?

সতীশ। ভাইটা এসেছিল।

মনো। ওগো,—তা জানি গো জানি। আমে-দুধে এক হবে—আঁটি গাঁড়াতে যাবে।

সতীশ। তুমি একটু মদ আনাও।

মনোরমা তখন "রামচরণ, রামচরণ" বলিয়া ডাক দিল। ভৃত্য রামচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, মনোরমা সতীশচন্দ্রকে বলিল, "দাও, কি আন্‌তে দিবে দাও।"

সতীশচন্দ্র মনোরমাকে বলিলেন, "দুটা টাকা দাও।'

মনো। দু'টা কি হবে?

সতীশ। এক বোতল মদ আসুক,—আর কিছু খাবার।

মনো। কি খাবে?

স। একটু মাংস—আর কিছু লুচি।

মনো। মাংস-আর খেয়ে কাজ নাই—চার-গণ্ডা পয়সা খরচ হবে; আধসের খ'লে দু'খানা হাড় আর খানিক জল দেবে। রামচরণ!

রাম। কেন?

মনো। সাত পয়সার লুচি—দু পয়সার আলুর দম—এক বোতল মদ আন্।

রাম। টাকা দিন।

মনোরমা বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া রামচরণের হস্তে প্রদান করিল। রামচরণ তাহা লইয়া চলিয়া গেল, এবং অচিরাৎ আদিষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিয়া আসিল।

ততক্ষণে সতীশচন্দ্র বারেণ্ডায় গিয়া টব হইতে জল লইয়া স্নান করিয়া আসিলেন।

মদ আসিবামাত্র তাহার কর্ক খুলিয়া সতীশচন্দ্র গ্লাসে ঢালিয়া, মনোরমাকে বলিলেন, "খাও।"

মনোরমা বিরক্তি সহ বলিল, "আমি ত আর তোমার মত পাগল নই যে, এই খাওয়ার উপরে—দুপুর বেলা মদ খাইতে বসিব।"

সতীশ। আমি পাগল!—তা, পাগলই বটে! পাগল নহিলে এ কি করিতেছি; কিসের জন্য কি—কাহার জন্য আমার সর্ব্বস্বত্যাগ!

মনো। ভাল বালাই—ঐ এক কথা,—ঐ ঘ্যাণোর ঘ্যাণোর। আমার আর ভাল লাগে না বাবু! তোমার প্রাণে ভাল না লাগে—বাড়ী যাও।

সতীশ। আমি গেলে তোমার কষ্ট হবে না মনোরমা?

মনো। কি করিব! বিয়ে করা বর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া থাকিতে পারিয়াছি,—আর তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিব না!

সতীশচন্দ্র অন্তস্তলভেদী এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গ্লাসের সমস্ত মদ্যটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

সমস্ত দিন অনাহার—রৌদ্রতাপে আগমন,—আর হৃদয়াবেগটাও অত্যন্ত অধিক—পূর্ণ এক গ্লাস মদেই বেশ একটু বেগ দিল। আর বিলম্ব না করিয়া সতীশচন্দ্র আরও এক গ্লাস মদ্য ঢালিয়া পান করিলেন।

এবার সুরাবিষের ক্রিয়ারম্ভ হইল,—সতীশচন্দ্রের মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। এক কথায়, যাহাকে নেশা বলে, তাহা হইল।

তখন আবার গ্লাসে খানিক মদ ঢালিয়া মনোরমার হাতের কাছে লইয়া গিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "খাও মনোরমা! এক গ্লাস খাও। তুমি না খাইলে, আমি খাইয়া সুখ পাই না।"

মনো। কেন বিরক্ত কর—তুমি বড় মাতাল।

সতীশ। খাবে না?

মনো। না।

সতীশ। খাবে না?

মনো। না।

সতীশ। খাবে না?

মনো। না।

সতীশ। বেশ—

মনো। বেশ নয়তো কি?

সতীশ। তাই বল্‌চি।

মনো। কি বল্‌চো?

সতীশ। না,—এমন কিছু না।

মনো। ব'য়েই গেল।

মনোরমা উঠিয়া ত্রিতলে বাড়ীওয়ালীর নিকটে চলিয়া গেল। সতীশচন্দ্র সে মদ্যটুকুও পান করিলেন। এবারে উত্তমরূপ নেশা হইল। কি জ্বালা-সহচর মদ্য—কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক মদ্য উদরে পড়িয়াছে—আর কি তিনি মনোরমার বিরহ সহ্য করিতে পারেন? বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোর দিদিবাবুকে ডাকিয়া আন্।"

মনোরমা বাড়ীওয়ালীর ঘরে গিয়া বাড়ীওয়ালীর সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া অত্রবিধ গল্প করিতেছিল। এমন সময় রামচরণ গিয়া জানাইল,—"বাবু ডাক্‌ছেন।"

মনোরমা বিরক্তভাবে বলিল, "বল্‌গে, তিনি এখন আস্‌তে পাচ্চেন না। ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

রা। কেন গো, আজ আবার কি হ'ল?

মনো। কি জানি বাবু—ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই ঘ্যাণোর ঘ্যাণোর,—অত ভাল নয়, চ'লে গেলেই পারে। আমি ত আর ওর স্ত্রী নয় যে, অত ঘ্যাণোর ঘ্যাণোর স'য়ে থাক্‌বো।

বাড়ী। তা ত ঠিক।

মনো। (রামচরণের প্রতি) যা—ঐ কথা ব'লগে যা।

রামচরণ চলিয়া গেল এবং বলিল, "দিদিবাবু সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

সতীশচন্দ্র তখন টলিতে টলিতে ত্রিতলে গেলেন। একেবারে বাড়ীওয়ালীর গৃহমধ্যে গমন করিলেন। মনোরমা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল,—"এখানে আবার আসা হ'ল কেন?"

সতীশ। তুমি ঘরে চল।

মনো। আমি এখন ঘরে গিয়া কি করিব?

সতীশ। আমার সারাদিন খাওয়া হ'ল না—আর একটা ব্যবস্থা ত করিলে না!

মনো। তা আমি কি করিব?—খেলে আপনার লোকের কাছে, তারা যে একমুঠো খেতে দেবে না, তা কে জানে!

বাড়ীওয়ালী বড় ব্যথা দেখাইয়া বলিল, "ওমা, বাছার খাওয়া হয়নি—যা মা, যা—বাজার হ'তে লুচি টুচি আনিয়ে দেগে যা।"

মনো। তা এসেছে।

বাড়ী। তবে খাওনি কেন বাবু?

মনো। তা খাওয়া হ'বে কেন?—মদ হচ্চে।

বাড়ী। এখন আবার মদ খাওয়া কেন? ঐটেই তোমার দোষ বাবা! তুমি যাচ্ছেতাই খাওয়া। মদ খেলে তোমার জ্ঞান থাকে না।

মনো। ব'লব কি মাসী—ওকে যদি কেউ এক গ্লাস মদ দেখায়, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে দশক্রোশ ছুটে যায়। এর পরে ওকে একটু মদের জন্ত শুঁড়ির দোকান বাঁট দিয়ে থাকতে হবে।

ঈশ্বরধ্যাননিরত যোগীর মস্তকে হঠাৎ বজ্রপাত হইলে তাহার যেমন ধ্যানভঙ্গ হইয়া যায়,—সতীশচন্দ্রেরও তেমনি ধাঁ করিয়া নেশাটা ছুটিয়া গেল। প্রাণের ভিতরে কেমন একটা যেন বিরক্তি ভাবের উদয় হইল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি যাবে কি না বল?"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "রাগ করো না বাবা, ও তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে, তাই—ও সব কথা তোমার ভালর জন্তই বলে। খাওয়া-দাওয়া কিছু নাই—কেবল মদ খাচ্চ, তাইতে ও রাগ করে। যা মা, যা—কি বলে শুনগে।"

"আমার আর ভাল লাগে না।" এই কথা বলিয়া, গজর গজর করিতে করিতে মনোরমা ভিতরে তাহার প্রকোষ্ঠে গমন করিল, সতীশচন্দ্রও ধীরে ধীরে নামিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

সেখানে গ্লাসে মদ ঢালিয়া বলিলেন, "মনোরমা! খাবে না?"

মনো। তুমি যে আমায় পাগল পেলে।

সতীশ। খাবে?

মনো। থিয়েটারে যাবে না?

সতীশ। যাব—নিশ্চয় যাব, কেন যাব না?

মনো। বেলা যে দুইটা বাজে।

সতীশ। সে ত সন্ধ্যার সময়।

মনোরমা বামহস্তে করিয়া মদ্যপূর্ণ গ্লাস লইয়া বলিল, "খাব না—তবু ছাড়িবে না।"

সতীশ। চক করে গিলে ফেল।

মনো। কেমন করে খেতে হয়, তা আমি জানি।

সতীশ। তবে খাও।

মনোরমা মদ্যপান করিল। সতীশচন্দ্র আবার ঢালিয়া পান করিলেন।

মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনো-রমা! তুমি কি আমায় আগের মত ভালবাস না?"

মনো। কেন বাস্‌বো না?

সতীশ। তবে আমার কথায় বিরক্ত হও কেন?

মনো। তোমার কাছে আমি বড় চটি।

সতীশ। একটা গান গাও।

মনো। আর একটু নেশা হোক।

সতীশচন্দ্র আর এক গ্লাস ঢালিয়া মনোরমার হস্তে প্রদান করিলেন; মনোরমা পাত্রের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "এত একেবারে! পারিব কেন?"

সতীশ। তুমি মোটে খাওনি—একটুকু না খেলে নেশা হবে কেন?

মনোরমা বিনা ওজরে সবটুকু গলাধঃকরণ করিল। বেহারাকে তামাক দিতে বলিল।—মনোরমা এখন গুড়ুক সেবনে খুব পারদর্শী হইয়াছে।

ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল,—গড়গড়ার নল মুখে দিয়া টানিতে টানিতে মনোরমা বলিল, "বাঁয়া-তবলা নাও—গান গাই।"

সতীশচন্দ্র হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন। হারমোনিয়মের বাক্স পাড়িয়া, তন্মধ্য হইতে হারমোনিয়ম বাহির করিয়া মনোরমার কোলের নিকট রাখিয়া দিয়া, বাঁয়া-তবলা লইয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন। মনোরমা গড়গড়ার নল ছাড়িয়া, হারমোনিয়মে সুর দিয়া গান ধরিল। গাহিতে লাগিল,—

বাঁচার ভিতর প্রাণটা আমার থাকতে চাহে না,
এমন জোরে মায়া-ডোরে বেঁধনা-জ্বালা।
শেফালিকা লাজের ভরে,
ঝর ঝর ঝ'রে পড়ে,
কুঁদের তাতে কি হয় বল,—(সে ত) হেসে বাঁচে না।
নিশার প্রদীপ বাঁচলো নিবে,
ঊষার শীতল বাতাস লেগে,

[illegible]; [illegible] না,—
[illegible]
[illegible]
[illegible] যায় গো ব'য়ে,—(আমি) কারু বাধা বব না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গানটি গীত হইয়া স্তব্ধভাব প্রাণে মিশিয়া গেল। তখন মনোরমা বলিল, "আজি থিয়েটারে যাইতেই হইবে।"

সতীশ। কেন যাব না?

মনো। যদি বল, বাজে খরচ হবে।

সতীশ। তোমার জন্য আমার সমস্ত ব্যয় হইয়া গেলেও আমি বাজে খরচ বলিয়া ভাবি না।

মনো। সন্ধ্যা হ'য়ে এল,—তবে চল, কলতলায় গিয়ে, সাবান মেখে, গা-হাত পা ধুয়ে খেয়ে আসি।

উভয়ে উঠিয়া গাত্রাদি পরিমার্জ্জনা করিয়া আসিয়া যথাবিধি সাজসজ্জা করিয়া লইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—বাবুর আদেশ অনুসারে ভৃত্য গাড়ী ডাকিয়া আনিল। তখন মনোরমা ও সতীশচন্দ্র বোতল-বন্দি মদটুকু পান করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ী থিয়েটার-ভবনাভিমুখে ছুটিয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গালাভ।

সতীশচন্দ্র যে সময়ে মনোরমাকে লইয়া থিয়েটারের সুরম্য ভবনে প্রবেশ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে নিমতলা ষ্ট্রীটের একটা নিস্তব্ধ বাড়ীতে হৃদয়ভেদী একটা করুণ হাহাকারধ্বনির স্বর উত্থিত হইতেছিল।

যখন সন্ধ্যার তামসী ছায়ায় সমস্ত সহরখানা মলিনমূর্ত্তি হইয়া বসিয়াছিল, এবং তাহার মলিনমুখে হাসি ফুটাইবার জন্য সহস্র সহস্র আলোক জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই সময় সরলা সহসা চিৎকার করিয়া উঠিয়া তাহার মাতাকে ডাকিল। মাতা সতীশের ব্যবহারে সমস্ত দিনটা ব্যথিত হৃদয়ের উদাসভাব লইয়া অতিবাহিত করিতেছিলেন—জগতের মায়া-মমতাহীন পুত্রগণের বিষয় ভাবিয়াই সে দিন যাইতেছিল। তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে রকের উপরে পা ছড়াইয়া বসিয়া ঐ বিষয়েরই চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা সরলার চিৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় ছুটিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন।

সতীশচন্দ্র চলিয়া গেলে পর্য্যন্ত সেই যে সুশীলা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, আর তাহার জ্ঞান হয় নাই। বৈকালের

কবিরাজ আসিয়া একবার হাত দেখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য দিনাপেক্ষাও আজি তাঁহার মুখে হতাশের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সরলা সেই পর্য্যন্তই সুশীলার নিকট বসিয়াছিল,— সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই সুশীলা শয্যার উপরে পড়িয়া ছট-ফট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সহসা তাহার চক্ষুতারা বিস্ফা-রিত হইয়া উঠিল,—সমস্ত মুখে যেন একটা কেমন মৃত্যুর ছবি অঙ্কিত হইয়া পড়িল—তদ্দর্শনে সরলা চিৎকার করিয়া উঠিয়া-ছিল।

সরলার মাতা গৃহপ্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে সরলা ?"

সরলা কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বৌ-দিদি বুঝি আর রক্ষা পায় না।"

এই সময় সুশীলা একবার পাশ ফিরিল। প্রলাপ বকিয়া বলিয়া উঠিল, "দাড়াও, সম্মুখে দাঁড়াও—ঐ দেখ, আমায় লইতে আসিয়াছে। চলিলাম, মনে কিছু করিও না। আর একটু দাড়াও—ব্যথা হয়—বুকের উপরে পা দু'খানি তুলিয়া দাও। আঃ—আ—।

সুশীলার মুখ দিয়া—কস বহিয়া লালা বহির্গত হইল,—চক্ষু দিয়া একবিন্দু জল নির্গত হইল। আর নাই—সব নিরব। সরলা সুশীলার হাতখানা নাড়িয়া দেখিল—তাহা অসাড়, হিম, সে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মাতা বলিলেন, সুশীলা আর নাই। শিরীষচন্দ্র ছুটিয়া আসিলেন,—শব বাহিরে লওয়া হইল। শেষে কোনপ্রকারে শবদেহ তীরস্থ করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করা হইল।

সরলা পাগলিনীর মত পড়িয়া বৌ-দিদির জন্য কাঁদিতে লাগিল। তাহার মাতাও কাঁদিতে লাগিলেন। শিরিষচন্দ্র সারাটি রজনী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছিলেন,—ডাকিয়া ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—দাদা চিনিল না যে, রত্নে অনাদর করিলে এ রত্ন আর মিলিবে না। আমরা হতভাগ্য—তাই এমন লক্ষ্মী বধূহারা হইলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া শিরীষচন্দ্রের মাতা বলিলেন, "শিরীষ। যে জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, তাহা হইয়া গেল। স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছিলাম, সে কাজের শেষ হইয়া গেল—আর কেন, চল দেশে যাই। এখন একবার হতভাগা সতীশকে এই সংবাদটা দিয়া আয়—আর একটিবার আমার সঙ্গে যদি এসে দেখা করে—তার চেষ্টা দেখে আয়।"

শিরীষ। সেই দুর্ম্মুখ মাগীটার জন্য সেখানে আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আর সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বড়ই লজ্জা ও ঘৃণা করে।

মা। যা হোক—আজি একবার যা।

মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনে শিরীষের ইচ্ছা নাই। সে কেবলমাত্র একখানা চাদর কাঁধে করিয়া দাদার সহিত সাক্ষাতোদ্দেশে সোণাগাছি গিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন প্রায় দশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সতীশচন্দ্র বারেণ্ডায় বসিয়া স্নান করিতেছিলেন,—বিষন্নমুখে শিরীষচন্দ্র তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজি আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছ?"

কাঁদকাঁদমুখে শিরীষ বলিল, "আমরা আজি বাড়ী যাইব।"

সতীশ। আজই যাবে?

শিরীষ। হাঁ!

সতীশ। ভাল।

শিরীষ। আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

সতীশ। কি হইয়াছে?

শিরীষ। কা'ল রাত্রে বৌ-দিদির গঙ্গালাভ হইয়াছে।

সতীশ। সুশীলা মারা গিয়াছে?

শিরীষ নীরবে দুই ফোঁটা অশ্রুবিসর্জ্জন করিল। মনোরমা গৃহের ভিতরে ছিল, বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি হয়েছে?"

শিরীষ। আমার বৌ-দিদির মৃত্যু হইয়াছে।

মনো। সতীশ বাবুর স্ত্রী মরিয়াছে?

শিরীষ। হাঁ।

মনো। কি হ'য়েছিল?

শিরীষ। অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বর-কাসি হইয়াছিল।

মনো। ওমা। তা এখন সতীশবাবুর আর একটা বে দাও।

শিরীষের হৃদয়ে কেমন একটা ব্যথা অনুভূত হইল। কোন কথা কহিল না। মনে মনে বলিল, "তোমার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে ত? যদি আমাদের সেই ক্ষমতাই থাকিত, তবে কি আর সে সোণার প্রতিমা অকালে জীবলীলা সম্বরণ করিত!

সতীশচন্দ্র—নির্ম্মম-পাষাণ সতীশচন্দ্রের চক্ষু দিয়াও দুইএকবিন্দু জল বাহির হইয়াছিল, পাছে মনোরমা তাহা দেখিতে পায়, এইজন্য তখন গামাছাখানা মুখমার্জ্জনার ছলে ঘন ঘন মুখে চোখে ঘুরাইতে ছিল!

কিয়ৎক্ষণ পরে, একটু সুস্থ হইয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন,—"আমার পাপ মিটিয়াছে। শিরীষ! তুমি বাড়ী যাও। আমার আর কিছুই নাই। বিষয় বোধ হয়, যতীনকাকা বিক্রয় করিয়া লইবে। স্ত্রীও আমাকে অবসর দিয়া গেল। তুমি সাবধানে সংসার করিও—ভাবিও, তোমার দাদা মরিয়া গিয়াছে। আর কখনও আমার খোঁজ করিও না—এখানে আসিয়া আমার ব্যথিত প্রাণে ব্যথা দিও না।"

শিরীষচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"দাদা, তুমি বাড়ী চল। আমাদের অর্দ্ধেক বিষয় যদি যতীনকাকা বেচিয়া লয়েন—আরও অর্দ্ধেক ত থাকিবে। আমি তোমার ছোট ভাই—ভৃত্য। বিষয়ে আমার কি হবে! তোমার আজ্ঞা পালনই আমার কাজ। চল দাদা, বাড়ী চল।"

সতীশ। সে ক্ষমতা আমার নাই। আশীর্ব্বাদ করি, কখনও পাপে মজিও না।

শিরীষ। মা একবার তোমাকে ডাকিয়াছেন।

সতীশ। আমি যাব না।

শিরীষ। কেন?

সতীশ। গেলে মনে বড় কষ্ট হয়।

শিরীষ। যদি কষ্ট হয়—যদি এ সকল কাজ পাপ বলিয়া জানিয়াছেন,—যদি ইহাকে অশান্তি বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছেন, তবে কেন বাড়ী যাবেন না?

সতীশ। মানুষ পাপ করিতে অভ্যস্ত হইলে, শেষে পাপের দংশনজ্বালা অনুভব করিলেও তাহা হইতে ফিরিতে পারে না; স্বপ্নে যেমন ভীতিজনক পদার্থ দেখিয়া দৌড়িতে ইচ্ছা করিলেও

দৌড়িতে পারে না—পাপে মজিলে তেমনি তাহা পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিলেও পরিত্যাগ করিতে পারে না।

শিরীষ। সে মিছা কথা।

সতীশ। মিছা হউক, সত্য হউক—আমি আর স্নুবর্ণপুরে ফিরিয়া যাইব না।

শিরীষ। অন্ততঃ বাসায় গিয়া একবার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলে হইত।

সতীশ। আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি আর কোথাও যাইব না।

শিরীষচন্দ্র আরও অনেক প্রকারে অনুরোধ করিল, কিন্তু সতীশচন্দ্র কিছুতেই গেলেন না। তখন অগত্যা শিরীষচন্দ্র অতি ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিয়া গিয়া মাতাকে সমস্ত কথা বলিল। মাতা একবার ডাক ছাড়িয়া কর্ত্তার নাম করিয়া, সুশীলার নাম করিয়া—আর সতীশের নাম করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার আকুল ক্রন্দনে সমস্ত বাড়ীখানা শোকের কাহিনীতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

শেষ রাত্রের গাড়ীতে শিরীষচন্দ্র মাতা ভগিনী প্রভৃতিকে লইয়া দেশে গমন করিলেন।

সুশীলা আসিয়াছিল, আর দেশে ফিরিয়া গেল না। বুঝি উষার বাতাসে নিশার প্রদীপ নিভিয়া গেল। বুঝি ঝরিয়া পড়িয়া শেফালিকা মৃত্তিকাচুম্বন করিয়া সমীরের অনাদরের অভিমান-জ্বালা জুড়াইয়া লইল।
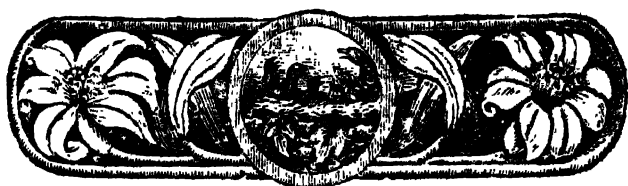
বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ।

প্রাগুপ্ত ঘটনার পরে আরও ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে,—সতীশচন্দ্র আর বাড়ী যান নাই। তাঁহাদের বিষয়ের অর্দ্ধাংশ যতীন বাবু নীলাম করিয়া বিক্রয় করিয়া লইয়াছেন। শিরীষচন্দ্র দাদাকে কয়েকখানা পত্র লিখিয়া তাহার কোনপ্রকার উত্তর না পাইয়া, আর পত্রাদি লেখায় ক্ষান্ত দিয়াছে।

এদিকে মনোরমার নিকটে সতীশচন্দ্রের খাতির যত্ন ক্রমে ক্রমে কমিয়া উঠিতেছে। মনোরমা, বেশ্যা বাড়ীওয়ালীর শিক্ষায়, মন্ত্রণায় একদম এবং অতি সত্বর বেশ্যাধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে—গোপনে গোপনে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে।

সতীশচন্দ্র একদিন কোথায় কি একটা কার্য্যজন্য গমন করিয়াছিলেন,—সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে অনেকখানি রাত্রি হইয়াছিল,—রাত্রি প্রায় বারটার সময়ে তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাহির হইতে সদর দরজা বন্ধ দেখিয়া ভৃত্যকে পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় উত্তর প্রদান করিল না, কেহই দরওয়াজা খুলিয়া দিল না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে অনন্যোপায় হইয়া কেবল রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া যখন প্রভাত হইল, তখন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

তখন সদর দরজা খোলা হইয়াছে দেখিয়া, একেবারে উপরে চলিয়া গেলেন। মনোরমার গৃহদ্বার ভেজান ছিল, ঠেলিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সতীশচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, মেঝ্যের ফরাসের বিছানায় লুচির কুচি—মাংসের ঝোলের দাগ, সোডার বোতল প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। মনোরমার চেহারা ছিন্ন ভিন্ন—সে তখনও শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সতীশ তাহার মুখের নিকটে মুখ লইয়া দেখিলেন, তখনও তাহার মুখ দিয়া ভক্ ভক্ করিয়া মদের গন্ধ নির্গত হইতেছে।

সতীশচন্দ্র সেই বিছানার উপর বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—মনোরমা কি কল্য নাগর লইয়া মদ খাইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। এইজন্যই সদরদরজা বন্ধ ছিল,—এইজন্যই আমি এত ডাকিয়াও উত্তর বা দরজা খোলা পাই নাই। হায়! আমি কি করিতেছি,—কেন এ পাপে মজিয়া আছি। কিন্তু যাইব কোথায়? সুবর্ণপুরে?—সুবর্ণপুরে আমার কে আছে? আমার কি আছে?—কাহার নিকটে যাইব!

অনেকদিনের পরে সতীশচন্দ্রের মনে হইল,—সে আমার নাই। আমার অযতনে—অনাদরে—অত্যাচারে অবিচারে—সে কুসুমবৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে—মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সকলই গিয়াছে। তবে সে গ্রামে গিয়া কি করিব! মাতা

আছেন, ভ্রাতা ভগিনী সবই আছে—কেন, সেখানে যাই না? কিন্তু আর সম্ভ্রম পাইব না—খাতির থাকিবে না। সুতরাং সুবর্ণপুরে আর যাওয়া হইবে না। কোথায় যাইব? কি করিব?

একবার নিদ্রিত মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া, সতীশচন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—ঐ মুখ,—মুখ দেখিলে যে, সমস্ত ভুলিয়া যাই। কেমন করিয়া উহাকে ছাড়িয়া যাইব। কিন্তু মনোরমা ত আমাকে ভালবাসে না। যতদিন টাকা ছিল, ততদিন আদর যত্ন দেখাইয়াছে, টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। স্পষ্ট জানিতে পারিয়াছে, আর টাকা মিলিবে না। তাই এখন সে তাচ্ছিল্য করিতেছে। বাড়ীওয়ালীই মনোরমাকে আমার বুক হইতে কাড়িয়া লইতেছে। হায়! তখন যদি আমি মনোরমাকে লইয়া বেশ্যাপল্লীতে না আসিতাম! আসিব না ত স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু ভদ্রপল্লীতে যে থাকিতে পারিলাম না।

এই সময় মনোরমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চাহিয়া দেখিল, সতীশচন্দ্র বসিয়া বসিয়া একান্তমনে কি ভাবিতেছে। বুঝিল, কল্য বাড়ী আসিতে পায় নাই—তদুপরি হয় ত কল্যকার ঘটনা জানিতে পারিয়াছে—তাহাতেই উহার মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সতীশের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মনোরমারও মনের মধ্যে একটু কষ্ট হইল। ভাবিল,—সতীশকে কষ্ট দেওয়াটা আমার ভাল হইতেছে না। সতীশ কে আমার জন্য সমস্ত নষ্ট করিয়াছে।

মনোরমা উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া সতীশের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিল। একটু উপর চা'ল চালিবার জন্য বলিল, "কা'ল রাত্রে কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?"

সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সারারাতি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। যেমন কর্ম্ম করিয়াছি—ফলও তার অনুরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।"

মনো। কেন, কি হ'য়েছে?

সতীশ। ডাকাডাকি করিয়াও দরজা খোলা পাইলাম না।

মনো। আমি মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

সতীশ। মনোরমা!

মনো। কেন গো!

সতীশ। একটা কথা বলিবে?

মনো। কেন বলিব না। তোমার কাছে আমি কি কখন কোন কথা গোপন করিয়াছি।

সতীশ। ও সকল ছাড়—আর ভালবাসা জানাতে হবে না।

মনোরমা বেশ্যাস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া—বহুলোকের কেবল একটানা মৌখিক আদর পাইয়া—বাড়ীওয়ালীর উৎসাহ পাইয়া অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল,—"কি ভালবাসা জানাতে গেলাম?"

সতীশ। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব—যথার্থ উত্তর দেবে?

মনো। কেন দেব না? আমি কি তোমায় ভয় করি?

সতীশ। কেন আমায় ভয় করিবে—আমি তোমার কে? আব আমার কি এখন তেমন টাকা আছে!

মনো। আমি বাবু অত সব বুঝি না—কি বলিবে বল?

সতীশ। তুমি কা'ল ঘরে লোক বসিয়েছিলে?

মনো। ওমা! লোক আবার আমার এখানে কে আসিবে?

সতীশ। নিশ্চয়ই—মিথ্যা কথা বলিও না।

মনো। না গো—না।

সতীশ। তথাপিও মিথ্যা কথা!

মনো। তবে বসিয়েছিলাম।

সতীশ। বেশ।

মনো।—তা বেশ!

সতীশ। কত পেলে?

মনো। কেন,—ভাগ নেবে নাকি?

সতীশ। রহস্য রাখ।

মনো। তুমি ক্ষেপলে নাকি?

সতীশ। আর কি বাকি আছে!

মনো। সত্যি কথা শুন্‌বে।

সতীশ। ইচ্ছা ত তাহাই ছিল।

মনো। বাড়ীওয়ালীর দিদি ও তাঁহার মেয়ে—এবং সেই মেয়ের বাবু এরা কা'ল রাত্রে বাড়ীওয়ালীর বাড়ী এসেছিল। আমার ঘরে ব'সে বাড়ীওয়ালীর বোন্‌ঝি ও তার বাবু মদ খেয়েছিল এবং গানবাজনা কোরেছিল। তোমার জন্যে আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা কোরেছিলুম—কিন্তু তুমি যখন এলে না, তখন তারা আমোদ ক'রে চলে গেল।

সতীশ। তুমি খেয়েছিলে?

মনো। হাঁ—তারা নাছোড় হ'য়ে খাইয়েছিল।

সতীশ। মিছে কথা।

মনো। তবে কি?

সতীশ। বাবু বসিয়েছিলে।

মনো। বেশ কোরেছিলাম।

সতীশ। শোন মনোরমা! তোমার জন্য আমার সব গিয়াছে। প্রাণ তাহাও আমার স্বাধীন নাই—আর থাকিলেও মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, এ জীবন লইয়া ভদ্রসমাজে যাইবার যখন উপায় নাই—তখন এ আমার জীবনের উপরেও আর মমতা আমার কিছুই নাই। যদি অমন করিবে—তোমাকে সংহার করিয়া, হয় নিজের গলায় ছুরি দিব—নয় ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিব।

মনোরমা নাকিস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাড়ী-ওয়ালীকে আমি তখনই বলিলাম, তোমার ঝি জামাই তোমার ঘরে ব'সেই মদটদ থাক্ - নইলে একটা গোলযোগ ঘটবে।"

বাড়ীওয়ালী দূরে থাকিয়া সকল কথাই শুনিতেছিল। মনোরমার ঐকথা শুনিয়াই সে বলিল, "কিলা, কি হ'য়েছে ?"

মনোরমা তদ্বৎ নাকিস্বরেই বলিল, "এখন আমার প্রাণ যায় বাবু,—সেই যদি তোমার বোন্‌ঝি ও তার বাবুকে আমার ঘরে মদটদ খেতে না পাঠাতে, তবে আমাকে এত সহিতে হইত না।"

বাড়ী। কেন, কি হ'য়েছে ?

মনো। সতীশবাবু আমাকে যাচ্ছেতাই করিতেছে—মারিবার ভয় দেখাইতেছে।

বাড়ীওয়ালী দীপকের তান ধরিলেন। বলিলেন, "তার কি হ'য়েছে। মনোরমা বাবু বসিয়েছে! ওঃ! বাবুর কি ক্ষমতা গো! আর দু দিন পরে যে বাবু খুঁজিয়া আনিতে হইবে! নতুবা খাইবে কি ?"

সতীশচন্দ্র মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া ছলছলনেত্রে বলিলেন, "মনোরমা, আর কি মনে আছে বল ? এখন বোধ হয় তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।"

সতীশের মুখের বিষণ্ণভাব দেখিয়া মনোরমার মনে বুঝি একটু দুঃখের উদয় হইল। বলিল, "মাসী! তোমার কথা কহিবার দরকার নাই।"

বাড়ীওয়ালী বকর বকর করিতে করিতে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। সতীশচন্দ্র অতি ক্ষুণ্ণমনে বালিসে ঠেসান দিয়া আত্মকৃত মহাপাতকের অনুতাপ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মনোরমা বাহিরে মুখ হাত ধুইতে গমন করিল।

সতীশচন্দ্র সেখানে বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। একদিনে মনোরমার রূপের মোহ—সে মোহও বিদূরিত, মনোরমাকেও এখন ভাল লাগিতেছে না,—সে বাড়ীও বিষ বলিয়া বোধ হইতেছে, ইচ্ছা হইতেছে—এখনই—এই মুহূর্ত্তেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই। কিন্তু কেন—কে জানে, কোন্ বাধনে—কিসের আকর্ষণে সে ক্ষমতা তাঁহার হইতেছে না। এই দুরতিক্রম্য শক্তিকে কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিব জানি না। কিন্তু এ শক্তি বড় ভীষণা, ইহাতেই জীব বিদগ্ধ হয়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।
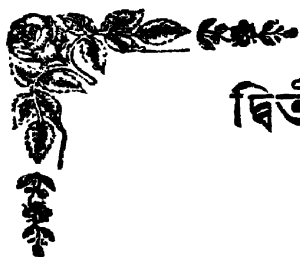
দ্বিতীয় খণ্ড।
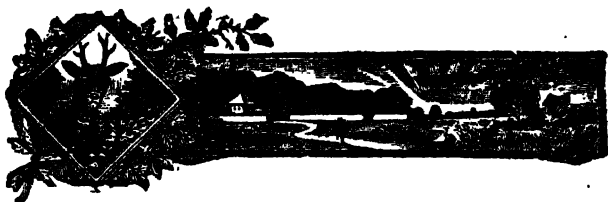
প্রাণ আহুতি।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'গোপাল বাবু!

কালচক্রের অনন্ত আবর্ত্তনে সতীশচন্দ্রের জীবন-নাট্যের একটি অঙ্ক সমাপ্ত হইল। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক অতিক্রম করিয়া অন্তরাল হইতে একবার যবনিকা পড়িল। আশা, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, অনন্তের অনাবিল স্রোতে নীরবে ধীরে ধীরে লুকাইল। কালপ্রণয়ের সুখ-স্মৃতি স্বার্থপরতা তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিহত হইয়া, কে জানে কোন্ নিশ্চিন্তপুরে ভাঙ্গিয়া গেল। জীবন-সংগ্রাম, প্রেম, ভালবাসা, সৌহার্দ্দ্য মুহূর্ত্তিতে নিরাশার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইল। হৃদয়ের স্বচ্ছপটে সুখচ্ছায়া ফুটিতে না ফুটিতে আপনা আপনি অন্তর্হিত হইল।

সংসারে সুখ কোথায়? সুখ কি? শান্তিই সুখ। ধন ভিন্ন শান্তি নাই। যেখানে ব্যভিচার—সেইখানেই অশান্তি। সতীশচন্দ্রের হৃদয়ে পরতে পরতে অশান্তির নিরয়-বহ্নি জ্বলিয়াছে। কিন্তু পতঙ্গ যেমন পুড়িতেই ভালবাসে—আগুনের রূপে দগ্ধ হইয়া মরণে তাহার আসক্তি,—তদ্রূপ সতীশচন্দ্রেরও মনোরমার রূপে দগ্ধ হইয়া মরিতেই এখন আসক্তি। তাঁহার অর্থ নাই—এখন তাঁহার খাতির-যত্নও বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তবে মনোরমা, সতীশকে তাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা, এখনও লাভ করে নাই। এখনও যেন সতীশকে একবারে নির্ম্মম হইয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেছে না—চক্ষু লজ্জাই বল, আর যাহার খাতিরেই বল, তাহাকে তাড়াইতে পারে না।

একদিন বৈকালে সতীশচন্দ্র ও মনোরমাতে কথোপকথন হইতেছিল। সতীশচন্দ্র বলিলেন, "মনোরমা! মিথ্যা কথা বলিও না। সত্য কথা বলিও। আমি তোমায় কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

সতীশের দুই চক্ষু পুরিয়া অনেকগুলি ছোট বড় অশ্রুবিন্দু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখখানি অত্যন্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল, সতীশের সে মুখ—অশ্রু আপ্লুত চক্ষু দুইটি দেখিয়া মনোরমার হৃদয়ে বুঝি একটু দুঃখের সঞ্চার হইল,—সে বলিল, "কি বল?"

সতীশ। তুমি আমাকে আগের মত নিশ্চয়ই এখন ভালবাস না। কিন্তু আমি এখানে থাকিলে কি তুমি বিরক্ত হও?

মনো। সে কথা কেন?

সতীশ। অনেক প্রকারে আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। যদি বিরক্ত হও—আমাকে বল আমি চলিয়া যাইব।

মনো। কোথায় যাইবে ?

সতীশ। যেখানে ইচ্ছা।

মনো। কেন যাবে ?

সতীশ। যখন এখানে থাকিলে তোমার কষ্ট হয়,—তখন যাব না ত আর কি করিব ?

মনো। সত্য কথা বলিব ?—তুমি রাগ করিবে না ত ?

সতীশ। রাগ কেন করিব ?—আর রাগ করিয়াই বা কি করিব ? তুমি সত্য কথা বল,—সত্য কথা শুনিতেই আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।

মনো। আগে একটা কথা আমায় বল,—তুমিও সত্য কথা বলিবে।

সতীশ। নিশ্চয়ই সত্য কথা বলিব।

মনো। তুমি কি আগের মত এখনও আমায় ভালবাস ?

সতীশ। মনোরমা !—আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না—এ দেহে প্রাণ থাকিতে তোমাকে ভুলিয়া যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

মনো। তবে আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছ কেমন করিয়া ?

সতীশ। তোমার বাড়ী—তুমি যদি থাকিতে না দাও—বা আমি থাকিলে তুমি বিরক্ত হও—তবে কেমন করিয়া থাকিব ?

মনো। আমি বিরক্ত হই না। তবে—

সতীশ। তবে কি ?

মনো। আমি বলিতে পারিব না।

সতীশ। কে বলিতে পারিবে ?

মনো। জানি না।

সতীশ। বল না মনোরমা?

মনো। কি বলিব?

সতীশ। যাহা বলিতে যাইতেছিলে।

এই সময় তথায় বাড়ীওয়ালী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীওয়ালী মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি লা! কি কথা হচ্চে?"

মনো। ব'স—শোন।

বাড়ী। কি বল্ না?

তখন মনোরমা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বাড়ীওয়ালীর সাক্ষাতে বিবৃত করিয়া বলিল। বাড়ীওয়ালী সতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া মুরুব্বিয়ানাভাবে বলিল, "আমি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতেছি,—শোন।"

সতীশ। ভাল, তুমিই বল?

বাড়ী। বলাবলি কি জান—কোমরে গামছা বাঁধিয়া কিছু প্রেম করা যায় না। তোমার টাকা ফুরাইয়াছে,—এখন কি করিয়া তোমার চলিবে, আর কি করিয়াই বা উহার চলিবে! ঘরভাড়া আছে, চাকরের মাহিনা আছে—তার পর এখন দু'খানা করা চাই!

সতীশ। তবে কথা এই যে,—আমি এখন চলিয়া যাইব?

বাড়ী। না—ও তোমায় যেরূপ ভালবাসে, তাহাতে ছাড়িতেও যে পারিবে—তাহা নহে।

সতীশ। তবে কি বলিতে চাহ?

বাড়ী। দেখ, আমি যাহা বলিব—সে ভালই বলিব।

সতীশ। ভালই, বল?

বাড়ী। তুমি কোথাও একটা কাজ-কর্ম্মের যোগাড় দেখ—যা কিছু মাইনে পাবে, তোমার পেট-পূরণের উপায় হবে।

সতীশ। তার পরে?

বাড়ী। তার পরে ও উহার পথ দেখুক, দু-পয়সা যাতে রোজগার হয়, তাহা করুক। তুমি ফাঁকে ফাঁকে আসিও।

সতীশচন্দ্র গম্ভীরভাবে কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা অতিরিক্ত। বাড়ীওয়ালী বলিল, "আমি যে ব্যবস্থা করিব—তাহা ভালই। যাহাতে তোমরা উভয়েই বজায় থাক, সেই চেষ্টাই আমি করি—নতুবা দুটিতে কি শেষে মারা পড়িবে।"

সতীশচন্দ্র যে টাকা ও গহনা মনোরমাকে দিয়াছেন, তদ্দ্বারা এখনও উভয়ের দশ বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। কিন্তু সে সকলে সতীশের এখন আর অধিকার কি!

বাড়ীওয়ালী বলিল, "কেমন, আমি কি মন্দ কথা বলিয়াছি?"

মনো। তা পেট'ত চলা চাই।

সতীশ। আমিও অস্বীকৃত নহি। তবে দিনান্তে যেন একবার করিয়া মনোরমার দেখা পাই।

বাড়ী। ও মা! তা পাবে বৈ কি?

সতীশচন্দ্র জামা কাপড় ব্যাগ লইয়া বাহির হইতে যাইতেছিলেন, মনোরমা বলিল, "এখন কোথায় যাইবে?"

সতীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যেখানে সুবিধা হয়।"

বাড়ী! কোন স্থানে থাকিবার জন্য ঠিকঠাক করিয়াছ না কি?

সতীশ। না,—তবে একটা যায়গা দেখিয়া লইতে হইবে।

মনো। আজ থাক—কা'ল ঠিকঠাক করে তার পরে যেও।

সতীশের যাওয়া হইল না। বাড়ীওয়ালী নিজের ঘরে চলিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরেই একখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, একটি বাবু ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিয়া, একেবারে ত্রিতলে বাড়ীওয়ালীর ঘরে গেলেন। বাড়ীওয়ালী গৃহমধ্যে বসিয়া কি করিতেছিল,—যে বাবু সেখানে গেলেন, তিনি বলিলেন, "গাড়ীতে গোপাল বাবু আছেন।"

বাড়ীওয়ালী বলিল, "তুমি নীচে যাও। আমি সতীশকে উপরে ডাকিয়া লইতেছি। তারপরে চাকর পাঠাইয়া দিয়া, তোমাদিগকে মনোরমার ঘরে আনাইব।"

বাড়ীওয়ালীর আজ্ঞামাত্রে বাবুটি নামিয়া গেলেন। তখন বাড়ীওয়ালী সতীশকে ডাকিয়া বলিল, "সতীশ বাবু! একটা কথা শোন। গোপালবাবু কলিকাতার একজন ধনী লোক, অনেক টাকা আছে। তিনি মনোরমার এখানে এসেছেন—আমরা সংবাদ দিয়াই আনিয়াছি, তা তুমি আমার ঘরে ব'স। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত মনোরমার ঘরে উহাঁরা বসিবেন—তার পরে চলিয়া যাইবেন, তখন তুমি ঘরে যাইও।"

সতীশের প্রাণের ভিতর বজ্রাগ্নির সৃষ্টি হইল। কিন্তু অর্থ-হীন হইয়া পড়িয়াছেন, আর উপায় কি? ব্যথিত হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া সতীশ বলিলেন, "আমি চাদর জামা লইয়া এখন বাহিরে যাই—একটা থাকিবার স্থানও ঠিক করিয়া আসা হবে, আর দশটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও আসা হবে।"

বাড়ী। তবে সেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র যাও। গোপালবাবুর গাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।

সতীশচন্দ্র ম্লানমুখে মনোরমার কক্ষে গমন করিলেন, এবং তাড়াতাড়ি জামা কাঁপড় লইয়া বাহিরে চলিলেন। মনোরমা সকলই জানিয়াছে,—বলিতে কি, সতীশের ম্লানমুখে তাড়াতাড়ি বিদায় লওয়াতে সে পাষাণ হৃদয়েও একটু দুঃখের ভাব আসিয়াছিল। সে বলিল, "সতীশ! তুমি ঠিক দশাটার সময়েই এস, যেন বিলম্ব হয় না। আমি সুখে এ কাজে ব্রতী হই নাই।"

সতীশ সে কথার কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না, ছল ছল নেত্রে বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চালান।

সতীশচন্দ্র একটা মেসে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন,—আর এক-জন দোকানদারের আশ্রয়ে মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনে চাকুরি স্বীকার করিয়াছেন। দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত সেখানে কার্য্য করেন—আর রাত্রি দশটার পরে প্রত্যহ মনোরমার বাড়ী যাতা-য়াত করেন,—এমনি ভাবেই আর দুইমাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন সতীশচন্দ্র তাঁহার মনিবের কার্য্যালয়ে বসিয়া কার্য্য করিতেছেন,—বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। অদূরে সতীশের মনিব বসিয়া কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় তথায় চারি পাঁচজন কনষ্টবল সঙ্গে লইয়া একজন পুলিসে ইন্সপেক্টর আসিয়া উপস্থিত।

ইন্সপেক্টরকে দেখিয়া সতীশের মনিব জিজ্ঞাসা করিলে "মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

ইন্স। সতীশবাবু কাহার নাম?

সতীশ। আমার নাম।

ইন্স। আপনার নামে একটা অভিযোগ আছে।

"সতীশ ভীত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অভিযোগ ?"

ইন্স। আপনি সোণাগাছিতে মনোরমা নাম্নী বেশ্যার গৃহে যাতায়াত করিয়া থাকেন ?

সতীশ তাচ্ছল্য স্বরে বলিলেন,—"হাঁ যাই।"

ইন্স। আপনি উঠুন।

সতীশ। কোথায় যাইব ?

ইন্স। সেই বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

সতীশ। এখন মনিবের কার্য্য করিতেছি—একটু পরে যাইব।

ইন্স। আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যাওয়া আসা চলিবে না। এখনি যাইতে হইবে।

সতীশচন্দ্র তাঁহার মনিবের মুখের দিকে চাহিলেন, তিনি বলিলেন, "যখন গভর্ণমেণ্টের কার্য্য, তখন যাইতে হইবে বৈ কি !"

সতীশ উঠিয়া জামা চাদর লইয়া ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে বাহির হইলেন। বাহিরে গাড়ী ছিল,—সকলে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলে গাড়ী ছুটিয়া সোণাগাছি অভিমুখে চলিয়া গেল।

সোণাগাছির একটা অন্ধকারময় গলির মধ্যে একটি মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃতদেহ কোথা হইতে আসিল, কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে আসিলে, সেই গলির পার্শ্বের বাড়ী হইতে একজন বধিয়সী স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেয় যে, মনোরমার বাবু সতীশ ঐ লোকটির সঙ্গে কা'ল রাত্রে ঝগড়া করিতেছিল,—আমি দেখিয়াছি। আর একজন সাক্ষী দিল, সতীশ যখন ফিরিয়া যায়—তখন তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়াছিলাম। কাজেই পুলিসের লোক

সতীশকে ধরিয়া আনিল। পুলিসের সঙ্গে অন্য কোন বড়লোকের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তাহা বলা যায় না। কেননা, এইরূপ ভাসা ভাসা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া পুলিস কখনই সতীশকে চালান দিতেন না।

সতীশচন্দ্র পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারার্থ পুলিসকোর্টে চালান হইলেন। মনোরমা সে কথা শুনিয়া বাড়ীওয়ালীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সতীশ নাকি খুন করিয়া জেলে গিয়াছে?"

বাড়ী। এখন টাকার অভাব হইয়াছে, সব করিতে পারে।

মনো। নরহত্যা করিবে—এমন বিশ্বাস হয় কি?

বাড়ী। কি জানি বাপু!—কার মনের ভাব কি প্রকার। তবে প্রমাণ ত হইয়া গিয়াছে।

মনো। এখন তাহার কি হইবে?

বাড়ী। প্রমাণ হইলে ফাঁসি হইতে পারে।

মনোরমার মনে একটু কষ্ট হইল। বাড়ীওয়ালী জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু টাকা খরচ করিয়া, উকীল দিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করবি?"

মনো। আমি টাকা পাব কোথায়?

বাড়ী। কেন,—তোর কি টাকা নাই?

মনো। যা আছে,—তা যদি খরচ কোরে ফেলি—তবে খাব কি? হাঁ—ভাল কাজ; সেই যে বাড়ীটার কথা হ'চ্ছিল—তা এগার হাজার টাকায় যদি দেয়, আমি নিই।

বাড়ী। দালাল ত সন্ধ্যার সময় আসিতে চাহিয়াছে—দেখা যা'উক, কি হয়।

আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। মনোরমা নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু সমস্ত দিনটা যেন তাহার ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। সতীশের জন্তই কি তাহার প্রাণ কাঁদিতেছিল, তাহা নহে। সে প্রাণ এখন আর তাহার নাই—তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত একটা পাখী পুষিলে তাহার জন্তও প্রাণ কেমন করে, অনেক দিন পর্য্যন্ত উভয়ে একত্রে—একসঙ্গে ছিল, সহসা তাহার একেবারে অদর্শনে মনোরমার মনটা একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল।

সন্ধ্যার পরেই গোপালবাবুর দল আসিয়া পড়িল,—গোপালবাবু নিজেও আসিলেন। বাড়ীওয়ালীর এই হিসাবে—এই বৃদ্ধ বয়সেও বেশ দুই পয়সা রোজগার হইতেছিল, তিনিও আসিয়া মনোরমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সকলের মদ্যপান ও নৃত্য-গীত চলিতে লাগিল।

যখন মদের নেশায় গোপালবাবুর বেশ মত্ততা উপস্থিত হইয়াছে,—তখন মনোরমা আব্দার ধরিল, "বাবু! আমার সে বাড়ীটা ঠিক ঠাক হইয়া গিয়াছে—সাড়ে এগার হাজার টাকা হ'লেই পাওয়া যায়। তুমি কিনে দেবে ব'লেছিলে। কা'ল কিনে দিতে হবে।"

গোপালবাবু বলিলেন, "অবশ্যই দিব। তবে টাকার একটু টানাটানি পড়িয়াছে। দিনকতক অপেক্ষা কর।"

বাড়ীওয়ালী হাসিয়া বলিল, "বাবা—কুবেরের ভাণ্ডারে টাকার টানটানি! পাগ্‌লী বাড়ীটার জন্তে বড় ধরিয়াছে—দাও কিনে। আর পাড়াশুদ্ধ রটিয়ে দিয়েছে, বাবু বাড়ী কিনে দেবে—না দিলে তোমারও একটা দুর্নাম! ঐ কথা বলাতেই

পাড়ার ভালথাগীরা হাসিয়া ঠাট্টা করিয়াছিল; আমার ইচ্ছা, শীঘ্র বাড়ীটা কিন, শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক।"

গোপালবাবু বলিলেন,—"মনোরমা! একটা গান গাও। আর একবার মদ ঢাল।"

মদ ঢালিয়া দিয়া মনোরমা গান গাহিল,—

আমি যত্ন ক'রে পুষ্‌বো টীয়ে দাঁড়ে ব'সাব,
ধরিয়ে বুলি রাধাকৃষ্ণ চম্‌কুড়ি দিবো।
মুটো মুটো দিব ছোলা,
দাঁড়ে রেখে দিবো দোলা,
ডানা ছিঁড়ে পালক কেটে ভইল ফিরাবো।
শিকল কেটে যদি যায়,
সেধে কেঁদে ডাক্‌বো তায়,
তাতেও যদি ফিরে না চায়, (তখন) নূতন ধরিব।

গোপালবাবু গান শুনিয়া বড় প্রীত হইলেন। মোসাহেবগণ 'বাহবা'র ধ্বনিতে গৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিল। পুনরায় মদ্যপান হইল।

বাড়ীওয়ালীর ইঙ্গিতে মনোরমা গোপালবাবুর ক্রোড়ের দিকে ঘেঁসিয়া বসিয়া, তাঁহার চিবুক ধারণ করিয়া, অতি আদরে ডাকিল, "বাবু!"

গোপাল গলিয়া গেলেন, বলিলেন, "কেন মনোরমা?"

মনো। আমি তোমাকে বড়ই ভালবাসি।"

গোপাল। মনোরমা! তুমি আমাকে কি যথার্থই ভালবাস?

মনো। ভালবাসি না! সতীশ এতদিন আমার নিকটে ছিল, কেবল তোমাতে মজিয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

গোপাল বাবু এই প্রমাণের বলে ভাবিলেন, যথার্থই মনোরমা তাহাকে ভালবাসে। হায় ভ্রমান্ধ মানব! এ কি মায়ায় তোমরা মুগ্ধ হও!—যে পিশাচী একজনকে এরূপ কঠোর ব্যবহারে তাড়াইতে পারে—একজনের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বিদূরিত করিতে পারে—সে যে আবার তোমাকে ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস কর! এই বিশ্বাসেই—এই মোহের ছলনেই মানব মজে, মরে—কোন কথা শুনিতে চাহে না, কোন ভাব প্রকাশ করিতে চাহে না। যদি যথার্থ বন্ধু বেশ্যাপ্রণয়ের ছলনা বুঝাইয়া দেয়, তবে সে তখন তাহার নিকটে শত্রু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জানি না, এ মোহমদিরা কোন্ সয়তানের সৃষ্টি!

গোপালবাবু বলিলেন, "আমার বয়স হইয়াছে, তবু তুমি কি গুণে আমায় ভালবাস মনোরমা?"

মনো। আমি তোমাকে দেখিয়া মজিয়াছি, মরিয়াছি—কি জন্য, কেন ভালবাসি—তাহা জানি না। ভালবেসে সুখী হই বলিয়াই ভালবাসি।

এই বলিয়া সে গোপালবাবুর চিবুক ধরিয়া গাহিল,—

আমি তোমায় বাস্‌বো ভাল
সারা জীবনে,
কখনও না ভুল্‌বো সখা
রাখ্‌বো পরাণে।
ভালবাস না বাস ভুলে থেক,
যারে ভালবাস সু'খে রেখ,
শুধু স্মৃতিটুকু মোরে দিয়ে যেও—
মঙ্গল রহিব স্মৃতির-স্বপনে॥

গোপাল। আহা মনোরমা! মনোরমা!—রাক্ষসী! আমার মজালি?

মনো। তুমি কি আমায় বাকি রেখেছ? আমি যে যাই।

গোপাল বাবুর মোসাহেব সদর বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "বাড়ীটা খরিদ হ'লেই প্রেমের প্রবাহে একটু উজান বহে!"

গোপাল। মনোরমা!—যদি তুমি আমায় পায়ে না ঠেল, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কখনও তোমায় পরিত্যাগ করিব না।

মনো। ওকি গো!—আমি পায়ে ঠেলিব কি? তুমি আমার হৃদয়েশ্বর—চিরদিন হৃদয়ে রাখিব। তুমি ছাড়িলেও আমি তোমায় ছাড়িব না।

সদর বাবু বলিলেন, "কভী ছোড়েগা নেই।"

মনো। তুমি রোজ এস না কেন?

গোপাল। কাজের অবসর পাই না।

মনো। রাখ তোমার কাজ—আমি হাঁ ক'রে পথপানে চেয়ে ব'সে থাকি—আর উনি কাজ নিয়ে থাকেন, যদি এখন রোজ রোজ না এস—আমি তোমার বাড়ী যাব।

গোপাল। না ভাই! তুমি আমার বাড়ী যেও না—বড় গোলযোগ হবে, আমি আসিব।

মনো। এলে আর কি করতে যাব। পিপাসায় গঙ্গার নিকটে যাওয়া—কিন্তু ঘরে বসিয়া যদি সে জল দিলে, কে গঙ্গায় ছোটে!

এমন সময় ডাক্তার একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, ডাকিল,—বিবি সাহেব!

বা। কে গা?

আ। আমি গঙ্গাধর।

গোপাল। কে বাবা!—গঙ্গাধর?

বা। উনি ভদ্রলোক—বাড়ীর দালালি করেন, মহুর সেই বাড়ী উনিই দরদস্তর করিতেছেন।

গোপাল। এস বাবা, ঘরের মধ্যে এস, ব্যাপারখানা শুনি?

দালাল গঙ্গাধর দাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটা বড় রকমের নমস্কার ঠুকিয়া বলিল, "হুজুর! তা বটে—বটে! এতক্ষণে আমার বিশ্বাস হ'ল যে, বিবি সাহেব সত্যই বাড়ী কিন্‌বেন।"

গোপাল। কেন বাবা, এতক্ষণ মিথ্যা ব'লে জান্‌ছিলে কেন?

দালাল। হুজুর, মনে করিলে একটা কেন, সাতটা বাড়ী কিনিয়া দিতে পারেন।

সদরবাবু মধুস্বরে বলিলেন, "ওর গোষ্ঠির মুণ্ডু সকলে মিলিয়া যোগ সাজশে না খেয়ে আর ছাড়চো না—তা বুঝ্‌ছি। এবার কথা, নিজের দুটো বাড়ী বাঁধা না দিলে, আর বিবিসাহেবের একটা বাড়ী হ'চ্চে না। এদিকে কর্পূর উপিয়া গিয়াছে—শূন্য শিশি পড়িয়া আছে।"

দালাল। বাড়ীটি বেশ—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

গোপাল। কোথায়?

দালাল। এই যে ঠিক গলির মোড়ে—মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটের কোণে।

গোপাল। বাড়ীটা কার?

দালাল। দামিনী বাড়ীওয়ালীর।

গোপাল। দাম কত বলে?

দালাল। সে বেশ সুবিধাই আছে। অমন বাড়ীখানা পনর হাজার টাকার কমে মিলে না।

গোপাল। এখন হ'চ্চে কত শুনি।

দালাল। সাড়ে এগার হাজার।

গোপাল। দিন পনর বাদে কিনিব।

দালাল। তার টাকার বড় দরকার—দুই একদিনের মধ্যে না লইলে হাতছাড়া হইয়া যাবে। একটা দাঁও কিনা!

মনো। (চিবুক ধরিয়া) ঐ শোন বাবু!

গোপাল। আচ্ছা—কা'ল গিয়ে একবার বাড়ীটা দেখে আসা যাবে।

মনো। কা'ল নয় বাবু, আজি চল। তুমি আর আমি যাই। রামচরণ! ও রামচরণ!

ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। মনোরমা বলিল, "একখানা গাড়ী ডাক্।"

ভৃত্য। কোথায় যাবে?

মনো। এই গলির মোড়ে।

ভৃত্য। যাওয়াআস?

মনো। হাঁ।

ভৃত্য চলিয়া গেল, এবং অনতিবিলম্বে গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া উপস্থিত হইল। মনোরমা বলিল, "চল বাবু! যাই চল!"

বাবুর আর থাকিবার উপায় আছে কি? তিনি উঠিলেন,—তখন তাঁহার পা টলিতেছে। বাড়ীওয়ালী এবং মনোরমাও

চলিল—সঙ্গে সঙ্গে দালাল মহাশয়ও গমন করিলেন। মোসাহেব-গণ সেই ঘরে বসিয়া বসিয়া মদ্যপান ও গান করিতে লাগিল।

যথাসময়ে মনোরমা প্রভৃতি সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সে বাড়ীর যিনি মালিকা, তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট খাতির-যত্ন করিয়া বসাইলেন, এবং সমস্ত বাড়ীখানি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। বাড়ী দেখিয়া সকলেরই বড় পসন্দ হইল,—মনোরমা বাবুর গালে হাত দিয়া বলিল, "কালই বাড়ী নিতে হবে—বুঝেছ ?"

গোপালবাবু বাড়ীর অধিকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বায়নানামা লেখাপড়া করিয়া দিন পনর বাদে টাকা দিয়া লইলে চলিবে না ?"

সে বলিল, "না, বাবু! এই বাড়ী আমি যাঁহার নিকটে বন্ধক রাখিয়াছিলাম, তিনি নালিশ করিয়াছেন—আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া ধরায় তিনি বলিয়াছেন, সাতদিনের মধ্যে টাকা মিটাইয়া দিলে, পাঁচশত টাকা ছাড়িয়া দিবেন। সে সাতদিনেব আর তিনদিন মাত্র আছে।

গোপাল। সাড়ে এগার হাজারই কি স্থির দর—না কিছু কম জম হবে ?

সে বলিল, "কম কিগো ? আমি সাড়ে এগার হাজারে দিতে সম্মত নহি ? তবে দালাল মহাশয় নিতান্ত ধরিয়াছেন—কি করিব ? উঁহার সহিত অনেক দিনের আলাপ। নতুবা আরও অনেক খরিদদার আছে।

মনো। তা হোক্ বাবু,—সাড়ে এগাব হাজার বৈ ত নয়। তুমি কা'ল কিনে দিবে বল ?

গোপাল। হবে।

মনো। হবে না—কা'লই।

গোপাল। তবে তাহাই। দালাল মহাশয় আপনি কা'ল বৈকাল চারিটার সময়ে মনোরমার বাড়ী যাবেন, আমিও আসিব—উহাঁকে লইয়া এটর্ণির বাড়ী যাওয়া যাবে, সেখানে গিয়ে লেখাপড়া প্রভৃতি হইবে।

তাহাই স্থিরীকৃত হইল। দালাল মহাশয় সেইখানেই রহিয়া গেলেন। গোপাল বাবু, মনোরমা ও বাড়ীওয়ালী গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল—তাহাকে এক বোতল মদ্য আনিবার জন্য দোকানে পাঠান হইল।

যথাসময়ে মদ্যপানে ও নানাবিধ রহস্য কৌতুকে সে নিশা অতিবাহিত করিয়া গোপালবাবু তৎপর দিবস প্রভাতে স্বগৃহে গমন করিলেন।

যাইবার সময়ে মনোরমা বলিয়া দিল, চারিটা বাজিয়া যদি এক মিনিট হয়,—আর তুমি না আইস, আমি তোমার বাড়ী যাব।—বুঝ্‌লে ?"

গোপালবাবুর মনের মধ্যে তখন সাড়ে এগার হাজার টাকার ভাবনা প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—"আসিব গো, নিশ্চয় আসিব।"

মনো। নিশ্চয় নিশ্চয় বুঝি না। আস্‌বে কি না বল ?

গোপাল। আস্‌বো না ত কি ?

মনো। আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বল ?

গোপাল। কি বলবো ?

মনো। চারিটা না বাজ্‌তেই এসে পঁহুছিবে।

গোপাল। আসবো।

মনো। আমি শুন্‌তে চাই না—আমার গা ছুঁয়ে—আর এই সোণা ছুঁয়ে দিব্যি করে বল?

এই কথা বলিয়া মনোরমা সবলয় হস্তপ্রসারণ করিয়া দিল,—গোপালবাবু বলিলেন, "যদি এর মধ্যে টাকার জোগাড় ক'রে না উঠ্‌তে পারি?

মনো। ড্যাম্ টাকা—তুমি আস্‌বে কি না, তাই বল? টাকা টাকা আমি বুঝি না।

গোপাল। আস্‌বো।

মনো। আমার গা আর এই সোণা ছুঁয়ে বল?

তখন গোপালবাবু মনোরমার সবলয় হস্ত স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আস্‌বো।"

মনো। আস্‌বো কি গো? বল, আজ বৈকাল চারিটা না বাজিতে বাজিতে তোমার বাড়ী আসিব।

গোপাল। আজি বেলা চারিটা না বাজিতে বাজিতে তোমার বাড়ী আসিয়া পঁহুছিব।

মনো। দেখো।

"দেখিয়াছি।" এই কথা বলিয়া গোপালবাবু চলিয়া গেলেন। মনোরমা হাসিমুখে স্নানাদি করিতে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহিণী-সাক্ষাৎ।

গোপালবাবু যখন বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে তামাকু দিতে আদেশ করিলেন, ভৃত্য তামাকু দিয়া গেল। তিনি বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, আর সাড়ে এগার হাজার টাকার ভাবনা ভাবিতেছেন,—এমন সময় তথায় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী শিবদাস রায় আসিয়া হাজির হইল।

শিবদাস প্রাচীন লোক; অনেক দিন হইতে এই সরকারে চাকুরী করিতেছে। সে আসিবামাত্র গোপালবাবু বলিলেন, "তহবিলে কত টাকা আছে?"

শিব। আজ্ঞে—তহবিলে দুই চারি শত টাকার অধিক নাই। রামশরণ মাড়োয়ারি—সেই কর্জ্জা চল্লিশ হাজার টাকা আদায়ের জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিয়াছিল,—কোন উত্তর না পাইয়া উকীলের চিঠি পাঠাইয়াছে। আরও আছে—

গোপাল। কি?

"শান্তরাম যে দশ হাজার টাকা পাবে, তার জন্যে নালিশ ক'রে সমন দিয়াছে।

গোপাল। যাবে দেও— এখন আমার সাড়ে এগার হাজার, সাড়ে এগার হাজার কেন, বার হাজার টাকার দরকার। না পেলেই নয়—তার কি করি, বল দেখি?

শিব। বার হাজার টাকা আর একত্র করাই দুর্ঘট! গহনার বাবদ রামদত্ত যে সাড়ে তিন হাজার টাকা পাবে,—সে বলিয়া পাঠাইয়াছে, সাতদিনের মধ্যে মিটাইয়া না দিলে, নালিশ দিবে।

গোপাল। আমি সে সকল কথা শুনিতে চাহি না। আমার যে বার হাজার টাকার বিশেষ দরকার- তার কি?

শিব। বাড়ী বাঁধা না দিলে আর কোথায় মিলিবে?

গোপাল। কোন্ বাড়ী?

শিব। যোড়াসাঁকোর তিনখানা বাড়ী তো রামশরণ নাড়ে-খাড়ির কাছে বাঁধা আছে। হ্যারিসন রোডের বাড়ী তো নালিশ দিয়া বাড়্যোবা ক্রোক্ করিয়াছে। শান্তরামের কাছে বাগ-বাগান ও বিডন ষ্ট্রীটের দু'খানা বাড়ী বাঁধা আছে—তবে এক আহিরীটোলার বাড়ীখানা—তা সেখানার দাম চারি পাঁচ হাজারের অধিক হইবে না—তা' বাঁধা রাখিয়া কি আর বার হাজার টাকা কেহ ধার দেয়?—আর এক কথা—

গোপাল। কি কথা?

শিব। বাড়ীর মধ্য হইতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী সংবাদ পাঠাইয়াছেন, আপনার ছোট জামাই মৃত্যুশয্যায় শায়িত—একজন ভাল ডাক্তার লইয়া সেখানে না গেলে নয়।

গোপাল। সে সময় আমার নহে। ভাল ডাক্তার লইয়া

সেই পাড়াগাঁয়ে গিয়ে খরচপত্র করি—সেরূপ সময় আমার নহে। হাঁ—যে কথা বলিতেছিলে;—কোন্ বাড়ী বাঁধা দিলে আপাততঃ দশ হাজার টাকা পাওয়া যায়?

শিব। আপনার এই বসতবাড়ী বন্ধক না দিলে অত টাকা পাওয়া যাবে না।

গোপাল। কে টাকা দিবে?

শিব। কলিকাতা সহরে আর টাকার ভাবনা কি?

গোপাল। তবে তুমি এখনই বাহির হইয়া তাহার চেষ্টা দেখিয়া আইস। আজিই আমার টাকা চাই।

শিব। আজিই কি আর হয়—হ'তে কম্মাতে সেই পরশু যদি টাকা পাওয়া যায়

গোপাল। যত শীঘ্র পাওয়া যায়, তার চেষ্টা ক'রে এস। কাল পাওয়া যায় না?

শিব। তা যেতেও পারে—আজ কথাবার্তা ঠিক্ ক'রে— কাল দশটার পরই লেখাপড়া ও দলিল রেজেষ্টরী করিয়া দিতে পারিলেই টাকা পাওয়া যেতে পারে।

গোপাল। তবে তুমি এখনই যাও।

শিবদাস চলিয়া গেল। গোপালবাবু ভাবিতে লাগিলেন,— "কা'ল যদি টাকা পাই, তবে ত একরূপ কাজ চালান যাইবে,— নিতান্ত পক্ষে যদি পরশু নাগাদ পাওয়া যায়,—তাহা হইলেও মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে—কিন্তু আজ হাজার দুই টাকা—নিতান্ত পক্ষে হাজার খানেক টাকা চাই। আজ গিয়ে হাজার টাকা দান করিতে পারিলে সম্ভ্রম বজায় থাকে—ও বাসায় মান-সম্ভ্রম বজায় রাখা চাই!"

আবার ভাবিতে লাগিলেন—"আচ্ছা, মনোরমা কি আমাকে ভালবাসে?—বাস্তবিক বড় ভালবাসে। যদি ভাল না বাসিবে—তবে কি অত আব্দার করিয়া ধরিতে পারে! সোতে ব্যাটা-চ্ছেলেকে খুব ফাঁকি দিয়ে খাঁচায় তুলেছি। তবে বিচারে ব্যাটা খালাস পেতে পারে। পায়, পাক্—আর কি, বাপ্কি মার দিয়া! মনোরমাকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লইয়াছি—শালা এখন এলে দরওয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেব। বাড়ী কিনে—মনোরমাকে সেই বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখবো—সেখানে দরওয়ান বসাবো!

"কিন্তু সময়টা এখন আমার বড়ই খারাপ যাচ্চে—অনেক টাকা ধার হইয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে দেনা থৈ থৈ করি-তেছে—এগুলি পরিশোধের উপায় কি! শোধ না করিতে পারিলে কিছুই থাকিবে না। বাড়ী ভাড়াতেই মাসে হাজার খানেক করিয়া টাকা আয় ছিল। তার ত অর্দ্ধেকেরও উপর বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—এখন মাসিক আয় তিন চারি শত টাকায় ঠেকিয়াছে। এ গুলিও যদি বিক্রয় হইয়া যায়,—তবে কি করিয়া খাইব!"

ভাবিতে ভাবিতে গোপালবাবুর কপোলদেশ ঘামিয়া উঠিল,—মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

গোপালবাবুর স্ত্রী তখন স্নান করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ঘরে গিয়া চণ্ডীপূজা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইতেছিলেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান ও টাকার চিন্তায় একান্ত ক্লিষ্ট ও হতশ্রী স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া গিন্নীর প্রাণের ভিতরে কেমন একটা অচিন্তিত-

পূর্ব্ব দুঃখের কালিমা ঢালিয়া দিল। ছল ছল নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বয়স হইয়াছে, এখন এত অত্যাচার অনাচার কি সহ্য হয়। আয়না দিয়া দেখ দেখি,—তোমার চেহারা কেমন বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। এমন করিলে কয়দিন বাঁচিবে!"

গোপালবাবু মনে মনে গিন্নির উপরে বড় চটিলেন। মনে মনে তাহাকে অজস্র গালি বর্ষণ করিলেন। কেন না,—বয়স হইয়াছে, বিশ্রী চেহারা হইয়াছে—এমন কথাগুলা কি বলে? মনোরমাও বলে না—মনোরমা বলে, এমন আর দেখি নাই! কিন্তু গোপালবাবু—হৃদয়ভাব হৃদয়ে চাপিয়াই বলিলেন, "গিন্নি! একটা কথা শুনবে?"

গিন্নি। তুমি স্বামী—আমি তোমার স্ত্রী—তোমার কথা আমি শুনিব না? কি বল?

গোপাল। এক হাজার টাকার আমার বড় দরকার,—দিতে পার?

গিন্নি। টাকার কি দরকার?

গোপাল। তুমি মেয়ে-মানুষ—সে কথা শুনে, তুমি কি করিবে। বলি—দিতে পার?

গিন্নি। কোথায় পাব? আমার যা ছিল, তা কি তুমি রেখেছ? একে একে ত সব লইয়াছ?

গোপাল। তোমার অনন্ত, হার আর চিক ছড়াটা দাও—আমি কোথাও রাখিয়া টাকা লই—তার পরে পরশ্ব বৈকালে টাকা পাব,—তোমার গহনা আনিয়া দিব।

গিন্নি। তোমার মনে নাই—হার আর অনন্ত যে সে দিন বাঁধা দিয়েছ।

গোপাল। হাঁ হাঁ—তবে কঙ্কণ আর যা যা আছে দাও।

গিন্নি। হাতের কঙ্কণ, আমি দেব না।

গোপাল। কেন দেবে না—আমার যে বিশেষ দরকার।

গিন্নি। দরকার তোমার রোজই। ভাল, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমার সর্ব্বস্ব গেল। এর পরে ছেলে-পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে—কি খাবে।

গোপাল। সে সকল কথা আমি শুনিতে চাই না, তুমি দেবে কি না বল? আমি বোকা নহি—আমি সব বুঝি।

গিন্নি। কিছুই বোঝ না!

গোপাল। না বুঝি—না বুঝি—তুমি একটা ভাল বুদ্ধিমান বর খোঁজ।

গিন্নি। বেশ্যা মাগিদের সঙ্গে কথা ব'লে ব'লে স্ত্রীকে কি বলিতে হয়, না হয়—তাও ভুলিয়া গিয়াছ। সত্যর যে ভারি ব্যায়রাম—তার খোঁজ-টোজ রাখ কি?

গোপাল। কে সত্য?

গিন্নি। তোমার ছোট জামাই—সে যে মরণাপন্ন।

গোপাল। ভগবান যা করেন—তাই হবে। এখন আমার কথার কি, তাই বল?

গিন্নি। আমার কি আর কিছু আছে—আমি কোথায় পাব?

গোপাল। গহনা দাও।

গিন্নি। কোথায় পাব—সে দফাও ত রফা করিয়াছ।

গোপাল। যাহা আছে।

গিন্নি। আমি তাহা দিব না।

গোপাল। কেন দেবে না?

গিন্নি। তোমার অবস্থা যেরূপ—আমার ছেলে-পুলের আপদ-বিপদে—রোগে যোগে,—কি করিব, যে দুখান আছে, তবু বেচিয়া কিনিয়া ডাক্তার দেখাইতে পারিব। তুমি ত কোন খোঁজই লও না—একদিন বাহির হইলে কদিন ফের না—তার কি ঠিক আছে! নতুবা, আমি যে আবার গহণা গায়ে দিয়ে বাহার দিব—সে সখ আর নাই। যাহার স্বামী বেশ্যাসক্ত মাতাল—তাহার প্রাণে একবিন্দুও সুখ নাই।

গোপাল। রাখ বাবা তোমার কেঁড়েলি—গহনা দাও।

গিন্নি। গহনা কোথায়!

গোপাল। তোমার বাক্সে।

গিন্নি। তা থাক—আমি দেব না।

গোপাল। আল্‌বাৎ দেনে হোগা।

গিন্নি। না।

গোপাল। দেবে না?

গিন্নি। না।

গোপাল। কেন?

গিন্নি। আমার ইচ্ছা—আমি দেব না।

গোপাল। গহনা কি তোমার বাবা দিয়াছে?

গিন্নি। যাহা আছে—তাহা আমার বাপেরই দেওয়া। তুমি যাহা দিয়াছিলে—তাহা লইয়াছ।

গোপাল। আমি তোমার স্বামী—আমি চাহিতেছি, দেবে না?

গিন্নি। তুমি আমার স্বামী—দেবতা, তোমার প্রয়োজনে

ছার অলঙ্কার দিব না, ইহা হইতে পারে না। কিন্তু তোমার কি দরকার প্রভু? তুমি যে আমায় ভুলিয়াছ, ঘর সংসার ভুলিয়াছ, স্নেহের পুত্র কন্যাগণকে ভুলিয়াছ—মান-সম্ভ্রম সকলই ভুলিয়াছ। যদি তোমার সাংসারিক কোন কার্য্যে টাকার প্রয়োজন হইত, আর আমার কাছে গহনা চাহিতে—আমি একটি মাত্র কথা না কহিয়াই বাহির করিয়া দিতাম। আমি ত কচিমেয়ে নহি—আমি যে বুড়ী। আমি কি জানি না।

গোপাল। গহনা দাও—আবার পরশ্ব খালাস করিয়া দিব।

গিন্নি। দেখ দেখি—কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ! তোমার দুয়ারে কত লোক গহনা লইয়া বাঁধা দিতে আসিয়াছে—আর তুমি এই কয় বৎসর মত্তাদি ধরিয়া তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে—তোমার বয়স হইয়াছে, এখন সংসার করিবে, সন্তান প্রতিপালন করিবে—ঈশ্বরের নাম করিবে, তীর্থ ও ব্রতাদি করিবে—না, এই সময়ে বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপান। কি বলিব বল—সকলই আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল!

গোপাল। সে সকল হবে গো,—তুমি গহনাগুলি দেবে কি না, তাই বল?

গিন্নি। এখন স্নান ক'র্‌বে, খাবে দাবে, না—গহনা নিয়ে সোণাগাছি যাবে?

গোপাল। মৃদু হাসিয়া, না—না—দূর্, তা কেন?

গিন্নি। যতক্ষণ আছ দেব—স্নানাদি কর।

তখন গোপালবাবু স্নানাদি করিয়া আহার করিলেন, এবং আহারান্তে গৃহিণীকে ডাকিয়া গহনা চাহিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "এই দুপুর বেলা গায়ের সোণা বাহির করিয়া দিব?"

গোপাল। দাও—নহিলে মান থাকিবে না। সাড়ে তিনটার সময় পাওনাদারকে টাকা দিব বলিয়াছি।

গিন্নি। গহনা দিতেছি—কিন্তু এখনও বুঝিয়া চল, এখনও নিজের অবস্থা স্মরণ কর। এক দিন রাজরাজেশ্বর ছিলে—আর আজি কি অবস্থা ঘটিয়াছে, এমন করিলে, এর পরে পথের ভিখারী হইতে হইবে।

এই বলিয়া গৃহিণী গৃহাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার আনিয়া গোপালবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি, অলঙ্কারগুলি আদান প্রদানের সময়—গৃহিণীর চক্ষুকোণে দুইবিন্দু অশ্রু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর গোপালবাবুর অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

গোপালবাবু গহনা লইয়া বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন, এবং শিবদাসকে ডাকিয়া টাকা ধার পাইবার বিষয়ে কি হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। শিবদাস বলিল, "হাঁ—টাকা 'কা'ল্ পাওয়া যাবে। তবে সুদ কিছু বেশী।"

গোপাল। তা হোক্—বেশী দিন ত রাখ্‌চি না। আর এক কাজ কর।

শিব। আজ্ঞা করুন।

গোপাল। এই গহনাগুলি লইয়া পোদ্দারের দোকান হইতে বারশত টাকা কর্জ্জ করিয়া আন।

শিবদাস অলঙ্কারের বাক্স লইয়া দ্বারবানকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে গোপালবাবু বলিয়াছিলেন, দুইটার ভিতরে ফিরিয়া আসা চাই।

শিবদাস দুইটার অনেক অগ্রেই বারশত টাকা আনিয়া বাবুর

নিকট দাখিল করিল। বাবুর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখনও তিনটা বাজিতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। হাতে টাকা পাইয়াছেন,—আর সহ্য হইতেছে না, সহিসকে গাড়ী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে গাড়ী প্রস্তুত হইল। বাবু যথাবিধি সাজ সজ্জা করিলেন, ইত্যবসরে দুইজন মোসাহেব আসিয়া উপস্থিত হইল,—মহোৎসাহে, বিপুল আনন্দে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন—গাড়ী দ্রুতগতিতে সোণাগাছি অভিমুখে ছুটিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন বাড়ী।

অপরাহ্ণ. চারিটা না বাজিতেই গোপালবাবুর গাড়ী আসিয়া মনোরমার দরজায় লাগিল। বাবু সপারিষদ গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক উপরে উঠিয়া গেলেন। মনোরমা তখন পড়িয়া ঘুমাইতেছিল।

গোপালবাবু উপস্থিত হইতেই বেহারা ডাকিল, "দিদিবাবু! উঠুন, বাবু আসিয়াছেন।"

মনোরমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—বিচ্যুতবেণী জড়াইতে জড়াইতে আধনিমীলিত ঘুমভরা অলস আঁখির বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপে গোপালবাবুর মুণ্ড ঘুরাইয়া দিয়া বলিল, "এসেছ? আমি ভাবছিলাম,—বুঝি গিন্নিকে পেয়ে গরীবকে ভুলে গিয়েছ।"

পার্শ্বস্থ সদয় বাবু বলিলেন, "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভাবছিলে না কি?"

মনোরমা বিরক্তিস্বরে বলিল, "যাও ভাই, ও কি! ও রকম এয়ারকি আমি ভালবাসি না।"

সদয়। কি রকম বাবা—উচিৎ কথা ব'ল্লে চট কেন?

গোপাল। থাক্, ছাড়ান দাও।

মনো। ঘরে এস—সব বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? যেন চেনা পরিচয় নাই?—যেন পরের বাড়ী!

গোপালবাবু সপারিষদ গৃহ প্রবেশ করিলেন, মনোরমা ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিয়া বাহির হইল,—বারেণ্ডায় গিয়া বাড়ীওয়ালীকে ডাকিয়া বলিল, "মাসী!—বাবু ত এসেছে, কৈ তোমার দালাল মহাশয় কোথায়?"

বাড়ী। বাবু এসেছেন?

মনো। হ্যাঁ—এসেছেন।

বাড়ী। তা আর আস্‌বেন না—একি আর হেজি পেঁজি লোক! দালাল ত এল ব'লে।

মেঘ চাহিতেই জল,—ঠিক এই সময় তথায় দালাল মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমা তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল, দালাল মহাশয় যথাবিধি অভিবাদনাদি করিয়া বাড়ীর সত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল কাগজ পত্র ছিল, তাহা বাহির করিয়া দেখাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া গোপালবাবু বলিলেন,—"তবে এটর্ণিবাড়ী চল,—সেখানে গিয়া বায়নানামা হউক—আজি হাজার টাকা দিব, আর পরশু সাড়ে দশ হাজার দিয়া দলিল রেজেষ্টরী করিয়া লইব।"

তাহাই স্থির হইল। সপার্ষদ গোপালবাবু দালালকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন,—যাইবার সময় মনোরমাকে বলিয়া গেলেন, মাংসাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ—আসিয়া একটু ভাল করিয়া স্ফূর্ত্তি করিতে হইবে।"

সেখান হইতে বাহির হইয়া যে স্ত্রীলোকটি বাড়ী বিক্রয়

করিবে, তাহাকে তাহার বাড়ী গিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া সকলে এটর্ণির বাড়ী গমন করিলেন। সেখানে বসিয়া বায়না পত্রাদি লেখাপড়া হইল,—এবং হাজার টাকা বাড়ীর মালিকাকে বায়না-স্বরূপ প্রদান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোপালবাবু মোসাহেবগণে পরিবৃত হইয়া মনোরমার বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন। বাড়ী বায়না হইয়াছে, শুনিয়া মনোরমা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিল। তৎপরে যথারীতি মদ্যপানাদি চলিল।

মদ্যপান করিতে করিতে গোপালবাবু বলিলেন, "গিন্নি আজ আমাকে কি ব্যবস্থা দিয়াছে, শুন্‌বে মনোরমা!"

মনো। বল না?

গোপাল। গিন্নি ব'ল্‌ছিল—এখন তোমার যে বয়স—তাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রবে—তীর্থ ধর্ম্ম কর্‌বে—উপবাস ব্রত নিয়ম কোরবে—

কথা সমাপ্ত না হইতেই মনোরমা বলিল,—"বালাই—তোমার শত্রু করুক। এখনি কি সেই বয়স হ'য়েছে।"

গোপালবাবু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মনে ভাবিলেন—গিন্নির কতকগুলা ছেলেপুলে হইয়া তাই লইয়াই ভুলিয়া গিয়াছে—আমাকে আর ভালবাসে না। আর মনোরমা—প্রাণের মনোরমা আমাকে বড় ভালবাসে!

পুঁথি বাড়িয়া যাইবার ভয়ে এই পরিচ্ছেদ এই স্থলেই সমাপ্ত করিলাম। তবে এ স্থলে ইহাও বলিয়া রাখি,—নিজ বসতবাটী বন্ধক দিয়া গোপালবাবু টাকা লইয়া মনোরমার নামে একখানি বাড়ী খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং সেই বাড়ীতে মনোরমা উঠিয়া গিয়াছিল।

এ স্থলে এক মহান্ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে,—উপন্যাস লিখিতে হইলে, সব বিষয় দেখিয়া শুনিয়া মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া তবে লিখিতে হয়—লিখিয়া গেলেই ত আর হয় না—আচ্ছা—যে বাড়ীতে মনোরমা ছিল, সেই বাড়ীর বাড়ীওয়ালী মাসে মাসে ভাড়া পাইতেছিল,—তার পরে মনোরমার দরুণ উপরি পাওনাও কিছু হইতেছিল,—এতদবস্থায় সেই স্বার্থপরায়ণা বারাঙ্গনা মনোরমার বাড়ী কিনিবার জন্য অতটা করিবে কেন?

কথা আছে—উত্তর আছে। একটা স্থির না করিয়া কোন কিছু লিখিতে পারে না। বাড়ীওয়ালী এই বাড়ী খরিদ ব্যাপারে সহস্রমুদ্রা নিজ লৌহসিন্দুকে তুলিয়াছিল। যে বাড়ী বেচিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সাড়ে নয় হাজার দর হয়—সেটা অবশ্য অতি গোপনে—আর যে দুই হাজার, তাহার এক হাজার দালাল মহাশয়ের—আর এক হাজার বাড়ীওয়ালীর। এককালীন হাজার টাকা ভাল, না—মাসে মাসে দশটি করিয়া টাকা ভাল; আরও সে ঘর ত পড়িয়া থাকিবে না—মনোরমা উঠিয়া গেলে অন্য ভাড়াটিয়া আসিয়া জুটিবে।

ঐ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইলে, আমরা নাচার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

তিন মাসের পরে দায়রা বসিয়াছে,—তিন মাসের পর হাজত হইতে সতীশচন্দ্রকে বাহিরে আনিয়া তাহার বিচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

দায়রায় মাননীয় জজ মহোদগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট—পুলিশ ও গভর্ণমেণ্টের কৌন্সিলি মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছেন। জীর্ণ-শীর্ণ হতশ্রী সতীশচন্দ্র আসামীর কাঠারায় অতি বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া আছেন।

গভর্ণমেণ্ট কৌন্সিলি মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিলে, প্রধান জজ সাহেব সতীশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই খুন কি আপনি করিয়াছেন?"

সতীশচন্দ্রের অর্থাভাব—মোকদ্দমা তদ্বির করিবার কেহ নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে একটিও উকীল বা কৌন্সলি নাই। সতীশচন্দ্র ম্লানমুখে বলিলেন, "আমি ঐ খুন সম্বন্ধে কিছুই জানি না।"

জজ। তুমি উকীল-কৌন্সলি দাও নাই কেন?

সতীশ। আমার টাকা নাই।

জজ। এই ঘটনা সম্বন্ধে তুমি কিছু অবগত আছ কি?

সতীশ। কিছুই না।

তখন জজসাহেব গভর্ণমেণ্ট কৌন্সলিকে সতীশের বিরুদ্ধে কি সাক্ষীআদি আছে, তাহা প্রদান করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন।

পুলিশ প্রথমে একটি বর্ষিয়সী বারাঙ্গনাকে সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য ডকে তুলিলেন। সে হলপ পড়িয়া বলিল, "যে দিন প্রাতঃ-কালে ঐ মৃতদেহটী পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল,—তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে সতীশের সঙ্গে উহাকে ঝগ্‌ড়া করিতে দেখিয়া ছিলাম।"

সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া জজসাহেব বলিলেন, "এই সাক্ষীকে যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পার।"

সতীশ মনে মনে ভাবিল, যেরূপ ষড়যন্ত্র, তাহাতে ত আমাকে চরমদণ্ডেই দণ্ডিত হইতে হইবে—আত্মকৃত মহাপাতকের ক্রিয়ারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঐ মাগী কি বলিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে!—তাঁহার মনে একটু রাগের সঞ্চার হইল,—রাগে ভয় দূর হইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত রাত্রে ঐ মুসলমান ব্যক্তির সহিত আমার ঝগ্‌ড়া হইতে দেখিয়াছিলে?"

সাক্ষী। এই দশটার সময় হইবে।

সতীশ। রাত্রি দশটার সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?

সাক্ষী। আমি ঐ গলির মোড়েই দাঁড়াইয়া ছিলাম।

সতীশ। সেখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলে?

সাক্ষী। কোন বাবু আসে কিনা—তাহাই দেখিতেছিলাম।

সতীশ। হলপ পড়িয়া আদালতে মিথ্যা কথা বলিলে, কি দণ্ড হয় জান?

সাক্ষী। না।

সতীশ গভর্ণমেণ্ট কৌন্সলির মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি

বলিলেন, “মিথ্যা কথা বলিলে তাহার কঠোর দণ্ড আছে, কিন্তু ও ত মিথ্যা কথা বলে নাই।”

সতীশ। সে প্রমাণ আমি করাইব।

সাক্ষী। কি প্রমাণ করাইবে?

সতীশ। সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে মৃণালবিবির সঙ্গে বাগানে গিয়া ছিলে—মনে আছে?

সাক্ষী। সে বুঝি সন্ধ্যার পূর্ব্বে?

সতীশ। কখন?

সাক্ষী। দুপুরের পরেই?

সতীশ। কখন এসেছিলে?

সাক্ষী। রাত্রি একটা কি দুইটার পরে।

সতীশ। সেদিন তুমি বড় মাতাল হইয়া আসিয়াছিলে না?

সাক্ষী। আমি বুঝি মাতাল হইয়াছিলাম—মিনিই মাতাল হ'য়ে ছিল,—সে বাড়ী এসে বমি করেছিল।

সতীশ জজসাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। জজসাহেব মৃদু হাসিয়া সাক্ষীকে ডক হইতে নামাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষী আর একটি স্ত্রীলোক আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল এবং যথারীতি হলপ পড়িয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল, “সতীশকে রক্তাক্ত কাপড়ে মনোরমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম।”

জজসাহেব সতীশের মুখের দিকে চাহিলেন, সতীশ সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বাড়ী কোথায়?”

২য় সাক্ষী। মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে।

সতীশ। তুমি আমাকে রক্তবস্ত্রে কোথায় দেখিয়াছিলে?

২য় সাক্ষী। মনোরমার বাড়ীর কাছে।

সতীশ। সেখানে তুমি কি করিতে আসিয়াছিলে ?

২য় সাক্ষী। আমি মত্ত কিনিতে যাইতেছিলাম।

সতীশ। মস্‌জিদ বাড়ী হইতে মদ কিনিতে সোণাগাছির গলির মধ্যে কি জন্ম আসিয়াছিলে ?

২য় সাক্ষী। ঐ পথ দিয়াই যাইতেছিলাম।

সতীশ। তখন রাত্রি কত ?

২য় সাক্ষী। দুপুর হইবে।

সতীশ। রাত্রি দুপুরের সময় কি মদের দোকান খোলা থাকে ?

২য় সাক্ষী। তবে দশটা হবে।

সতীশ। রাত্রি নয়টা বাজিলেই ত মদের দোকান বন্ধ হইয়া যায়,—তবে তুমি দশটায় মদ আনিতে যাইতে ছিলে কি প্রকারে ?

২য় সাক্ষী। তবে আটটা হইতে পারে।

সতীশ। রাত্রি আটটার সময়ে আমি একটা খুন করিয়া গেলাম, তুমি ভিন্ন আর কেহই দেখিতে পাইল না ? রাত্রি আটটা ত সন্ধ্যার পরই, তখন সকল লোকই জাগ্রত এবং পথিক গমনাগমন বন্ধ হয় না।

সাক্ষী হেঁটমুণ্ডে কাঁপিতে লাগিল, সাক্ষীকে নামাইয়া দিয়া, গবর্ণমেণ্ট-কৌন্সলি একটু বক্তৃতা করিলেন। পুলিশের কার্য্যের উপরে অতি তীব্র সমালোচনা করিয়া জজগণ একমত হইয়া সতীশচন্দ্রকে বেকসুর খালাস দিলেন।

অনেকদিন পরে সতীশ স্বাধীনভাবে লোকস্রোত প্রবাহিত রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত প্রেম।

সতীশচন্দ্র কোথায় যাইবেন ? তাঁহার যাইবার স্থান কোথায় আছে ? যাহার সুরর্ম্য হর্ম্ম্য—বিস্তৃত প্রাসাদ ধনজনে পরিপূর্ণ ছিল,—যাহার আত্মীয়-স্বজন দাসদাসীতে ভবন পূর্ণ ছিল,—যাহার বাৎসল্যপূর্ণহৃদয়া মাতা, স্নেহময় ভ্রাতা—আর অবাতবিক্ষুব্ধ তটিনীর ন্যায় প্রেমপূর্ণপ্রাণা স্ত্রী ছিল,—স্বকৃতকর্ম্মফলে আজি সে আশ্রয়শূন্য— স্থানশূন্য ! হায় মানব ! সময় থাকিতে বুঝ না,— সেই দোষেই ত তোমার এত কষ্ট !

সতীশচন্দ্র বরাবর আসিয়া বিডন উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রায়াগতা সন্ধ্যা সময়ে শত সহস্রলোক সে বাগানে প্রবেশ করিয়া শীতলবায়ু সেবন করিতেছে,—সতীশচন্দ্র চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছেন—সকলেরই মুখ প্রফুল্ল—প্রসন্ন। তাঁহার মত বিষাদ-কালিমায় বুঝি কাহারও বদন সমাচ্ছন্ন নহে। হায় সতীশ—কি করিলে এখন তাহাদের মত তোমার প্রফুল্লমুখ হইতে পারে ?

কোণের দিকে, একটা পুষ্পবৃক্ষতলে একখানা বেঞ্চ পড়িয়াছিল। সেখানে কোন লোক ছিল না,—সতীশচন্দ্র ধীরে ধীরে গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। সেখানে বসিয়া বসিয়া

কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই! সুবর্ণপুরে যাইব কি? কিন্তু সেখানে গিয়া কি দেখিব? কাহার জন্য যাইব—সে যে নাই। সুশীলাশূন্য গৃহে প্রবেশ করিব কেমন করিয়া?—সুশীলা যে আমারই অনাদরে অযত্নে তনুত্যাগ করিয়াছে। আবার কি বলিয়া গিয়া সেখানে থাকিব! বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া লইয়াছে,—কি বলিয়া সে দেশে গিয়া মুখ দেখাইব!

সতীশচন্দ্র ভাবিলেন,—আর না। পাপের ফল পাইয়াছি,—এখন প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী হইব—সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থে তীর্থে—বনে বনে—পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইব। জীবন কয় দিনের—আর না! যথেষ্ট হইয়াছে।

এই সমুদয় চিন্তা-কুহেলিকার মধ্য হইতে একখানা মুখ ভাসিয়া উঠিল। সে মুখখানা মনোরমার। সতীশচন্দ্রের চিত্তবিভ্রম ঘটিল। পাপের হৃদয়—পাপচিন্তায় আকৃষ্ট হইল।

সতীশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"মনোরমা কি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে! মনোরমা আমাকে আগের মত ভালবাসে না; না বাসুক, তবু একটু একটু বাসে! একবার গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলে হয় না? আবার ভাবিলেন, কি দেখিতে যাইব! সে কি আর আমায় ভালবাসে—বাসে না,—না বাসুক, একবার দেখিয়া আসিতে দোষ কি? তাহাকে দেখিলে আমার প্রাণ আনন্দিত ও পুলকপূর্ণিত হয়, তখন দেখিব বৈ কি? দেখিয়া আমার সুখ হয়, আমি দেখিব না? সে যদি ভালবাসিত, দেখিয়া তাহার সুখ হইত—তাহাতে আমার কি হইবে? আমি যখন ভালবাসি—দেখিয়া আমার সুখ হয়, আমি দেখিতে যাইব না?

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সতীশচন্দ্র ভাবিলেন, এখনই একবার যাই। কিন্তু যাই যাই করিয়া আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—উঠি উঠি করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল।

এবার সতীশচন্দ্র উঠিলেন,—ধীরে ধীরে সোণাগাছি অভিমুখে গমন করিলেম। দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট দিয়া গার্জিস্‌লেনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সতীশচন্দ্রেব হৃদয়-তার দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আনন্দে, কি ভয়ে, কি পুলকে, কিসে সে তার এত স্পন্দিত হইল, তাহা সতীশচন্দ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। যাহা হউক—সতীশচন্দ্র ধীরে ধীরে যে বাড়ীতে মনোরমা আগে ছিল, সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া একবার উর্দ্ধমুখে মনোরমা যে গৃহে থাকিত, তাহার দিকে চাহিলেন,—গৃহ নিস্তব্ধ। ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন,—ধীরে ধীরে দুইবার "রামচরণ রামচরণ" করিয়া ডাকিলেন, কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। একেবারে সেই গৃহের দরজায় নিকটে গমন করিলেন—গৃহশূন্য, নিস্তব্ধ—বাহির হইতে চাবি দেওয়া। সতীশচন্দ্র হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন, আবার ভাবিলেন, একবার বাড়ীওয়ালীর নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া যাই—মনোরমা কোথায় গেল?

তখন সতীশচন্দ্র ত্রিতলে উঠিয়া গেলেন। বাড়ীওয়ালী সতীশকে দেখিয়া বলিল, "কি বাবা! ভাল আছ? তোমার মোকদ্দমার কি হইল? আমার বড় ভাবনা ছিল।"

সতীশ। মিথ্যা দোষে কাহারও দণ্ড হয় না। ভগবান আছেন ত।

বাড়ী। ব'স বাবা ব'স। তোমার শরীর ভাল আছে ত?

সতীশ। হাজতের কষ্টে শরীর কি আর ভাল থাকে? মনোরমা কোথায়?

বাড়ী। সে অনেক কথা বাবা—ব'স, তামাক-টামাক খাও, ব'লছি।

সতীশচন্দ্র বাড়ীওয়ালীর গৃহমধ্যে উপবেশন করিলেন। বাড়ীওয়ালীর আদেশে তাহার ভৃত্য আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। তামাক খাইতে খাইতে সতীশচন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা কোথায় গিয়াছে?"

বাড়ী। সেই যে গোপালবাবু নামে একটি বাবু আস্‌তো জান?

সতীশ। জানি।

বাড়ী। তার সঙ্গে মনোরমার ভারি ভাব হোয়ে উঠলো।

সতীশ। তার পরে?

বাড়ী। মনোরমা বড় বিশ্বাসঘাতক—আমাকে গোপন করিয়া, এই মোড়ের শেষ বাড়ীটা গোপাল বাবুকে দিয়ে কিনে নিয়ে সেখানে উঠে গেল।

সতীশ। গোপালবাবু এখনও আছে?

বাড়ী। ওমা নাই! সেই এখন বাঁধা রেখেছে। সেখানে পুরুষমাত্রেরই যাইবার অধিকার নাই। দরওয়াজায় দরোয়ান থাকে।

সতীশচন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তবে কি একটিবার মনোরমার সাক্ষাৎ পাইব না?"

বাড়ী। সে বড় দুষ্কর।

সতীশ। একবার তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় উতলা হইয়াছে,—কেবল দেখিব,—একবার চোখের দেখা দেখিব।

বাড়ী। আহা,—তুমিই তাহাকে মানুষ করিয়াছ, নইলে ত বনের পশু ছিল, কে তাহাকে খুঁজিত।

সতীশ। দেখা পাইবার কি কোন উপায় নাই?

বাড়ী। আজিত নাই-ই। তবে তুমি আজ বাসায় যাও—আমি কাল দিনমানে মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তোমার কথা বলিব;—কি বলে, সন্ধ্যার পরে আসিয়া শুনিয়া যাইও—এবং যেখানে যেরূপে সাক্ষাৎ হইবার সুবিধা হয়, সাক্ষাতে জানিও। কেবল তোমার জন্যই আমার তাহার বাড়ী যাওয়া—নইলে সে আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে তাহার মুখ দেখিতে আমার ইচ্ছা নাই—তোমাকে আমি যথার্থ একটু ভালবাসি, সেই জন্যে যাব।"

সতীশ। তবে কি আজ আর দেখা পাইবার সম্ভাবনা নাই?

বাড়ী। না।

সতীশ। তবে যাই—কা'ল মনে করিয়া যাইও। একবার তাহাকে দেখিবার জন্য মনটা বড়ই কেমন করিতেছে।

বাড়ী। ওমা!—তা আবার যাব না?

তখন সতীশচন্দ্র বিদায় হইলেন। এবার উত্তর দিকের পথ ধরিয়া চলিলেন। বাড়ীওয়ালী যে বাড়ীর কথা বলিয়াছিল,—সেই বাড়ীর কাছে গিয়া সতীশচন্দ্র একটু দাঁড়াইলেন। স্পষ্ট—স্পষ্টতর শুনিতে পাইলেন,—সেই মনোরমার কণ্ঠস্বর—মনোরমা গান গাহিতেছে। আর তিন চারিজন পুরুষের কণ্ঠস্বরের বাহবা ধ্বনিতে গৃহখানি মুখরিত হইতেছে।

সতীশচন্দ্রের প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। কেন করিতে লাগিল, জানি না। কি করিতে লাগিল—তাহাও জানি না। এমন ভালবাসা—এমন ব্যাপার কখনও ঘটে নাই, সুতরাং কি করিয়া বুঝাইব—ভরসা করি, এ অদ্ভুত প্রেমের রসাস্বাদন যেন পাঠকেরও কখন পাইতে না হয়।

সতীশচন্দ্র সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া শেষ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব মেসে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই সতীশচন্দ্র রাস্তায় বাহির হইয়া সোণা-গাছি অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্র কোথা হইতে বাহির হইলেন, কোথায় ছিলেন—সে খবরটাও একবার পাঠককে দেওয়া ভাল।

গতকল্য রাত্রি বাড়ীওয়ালীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সতীশ-চন্দ্র অনেকক্ষণ মনোরমার বাটীর নিম্নে দাঁড়াইয়া ছিলেন,—পাঠক তাহা অবগত আছেন, তৎপরে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা বৃথা বিবেচনা করিয়া, অনুতপ্ত ও বিষণ্ণ হৃদয়ে পথ বহিয়া চলিলেন। কোথায় যাইবেন, কি করিবেন—কিছুরই স্থিরতা নাই, কোথায় তাঁহার আশ্রয় আছে, ভাবিয়া পান না। শেষে যে মেসে থাকিতেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন,—তাঁহার বিপদমুক্তির কথা শুনিয়া অন্যান্য মেম্বরগণ মহা আনন্দিত হইল, তাঁহাকে সাদরে বাসায় স্থান প্রদান করিল। তারপরে, তাহাদিগের নিকটে নিজ আর্থিক কষ্টের কথা জানাইলে, তাহারা কয়েক দিনের জন্য সে বাসায় বিনাব্যয়ে থাকিবার আদেশ দিল। বলিল,—"তুমি এই কয় দিনের মধ্যে একটা চাকুরীর যোগাড় করিয়া ল'ও।

সমস্ত রাত্রি ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে কাটাইয়া বিনিদ্র সতীশ-চন্দ্র প্রত্যুষে উঠিয়া যেখানে চাকুরি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সতীশচন্দ্রের মনীব তাঁহার অব্যাহতি লাভে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু চাকুরীর কথা পাড়িলে বলিলেন, "তোমার স্থানে লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং এখন আর হয় কি প্রকারে ?"

সতীশচন্দ্র তথা হইতে নিরাশাস হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মেসে উপস্থিত হইলেন। আহারাদি করিয়া দিনমানে একটু ঘুমাইয়া ছিলেন। তারপর ব্যথিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসটুকু লইয়া সমস্ত বৈকাল কাটাইয়া দিয়া সন্ধ্যার পরেই সোণাগাছি বাড়ীওয়ালীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীওয়ালী সতীশচন্দ্রকে অতি যত্নে নিকটে উপবেশন করাইয়া বলিলেন,—"এখনও কি মনোরমাকে ভুলিতে পার নাই ?"

সতীশ। এ জীবনে বুঝি পারিব না।

বাড়ী। কিন্তু তাহাকে পাইবার আশা আর নাই।

সতীশ। এখন আমি দীন-দরিদ্র—পাইবার আশা করি না, মধ্যে মধ্যে এক একবার দেখিতে চাহি—একবার করিয়া দেখা দিতেও কি তাহার আপত্তি আছে ?

বাড়ী। আছে।

সতীশ। মনোরমার সহিত তোমার দেখা হইয়াছিল ?

বাড়ী। হাঁ—হইয়াছিল।

সতীশ। সে কি বলিল ?

বাড়ী। বলিবে আবার কি—যা বলিয়া থাকে।

সতীশ। কি শুনিতে পাই না ?

বাড়ী। কেন পাইবে না—অনেক দেখিয়াছি,—মনোরমার মত নেমকহারাম আর দেখি নাই।

সতীশ। কি বলিল?

বাড়ী। বলিল—দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই।

সতীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কেন?"

বাড়ী। কেন, তা সেই জানে।

সতীশ। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

বাড়ী। হাঁ।

সতীশ। কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

বাড়ী। ঐ কথা—কেন দেখা করিতে পারিবে না।

সতীশ। সে কি উত্তর ক'র্‌লে?

বাড়ী। সে বলিল—আমার বাবু বড় দুষ্ট—জানিতে পারিলে ঝগ্‌ড়া করিবে।

সতীশ। একটি দিন—একবার—এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিবে না?

বাড়ী। সে বলে, তাও পারিব না।

সতীশচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাড়ীওয়ালী বলিল, "এখন কোথায় যাবে?"

সতীশ। সেই যেখানে থাকিতাম।

বাড়ী। অমন ক'রে পাগল হইও না—আপন কাজকর্ম্ম দেখগে, টাকা-পয়সা হ'লে অমন কত মনোরমা মিলিবে।

সতীশচন্দ্র সে কথায় বড় কাণ দিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর তখন বড় জ্বালা জ্বলিতেছিল। ধীরে ধীরে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিলেন। যে পথে মনোরমার বাড়ী,

সে পথে চলিলেন—বাড়ীর নিম্নে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আজি আর গান-বাজনা কিছুই হইতেছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে একএকবার—বিস্তি থাকিল,—মার গোলাম প্রভৃতি কথা শুনিতে পাইতেছিলেন। তাহাতে বুঝিতে পারিলেন, বাবুদিগের সহিত মনোরমা তাস খেলিতেছে। একবার মনোরমাকে দেখা যায় না ?

এমন সময় "চাই বেলফুল" হাঁকিতে হাঁকিতে একজন পুষ্প-বিক্রেতা সেই ধার দিয়া যাইতেছিল—সেই স্বর শুনিতে পাইয়া গৃহমধ্য হইতেই "ফুলওয়ালা—এই বাড়ী" বলিয়া মনোরমা ডাক দিল। সতীশচন্দ্রের প্রাণের ছিন্নতারে যেন বেসুরা রাগিণীর আওয়াজ হইল। ফুলওয়ালা বাড়ীর মধ্যে গিয়া ফুল বেচিয়া আসিল।

পুষ্প-বিক্রেতা যখন ফুল বেচিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল, তখন সতীশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, আমি যদি পুষ্প-বিক্রেতা হইতাম, তবে বাড়ীর মধ্যে গিয়া পুষ্পবিক্রয়চ্ছলে মনোরমাকে দেখিয়া আসিতে পারিতাম !

এই সময় মনোরমার গৃহে তবলার চাটি পড়িল, হারমোনিয়মে পঞ্চমের সুর বাহির হইল—ভৃত্য রামচরণ দরজা দিয়া বাহির হইয়া রাস্তায় আসিল।

সতীশকে দেখিয়া রামচরণ থতমত খাইয়া বলিল, "বাবু!"

সম্বোধনটায় যেন সতীশচন্দ্রের হৃদপিণ্ডটা কাঁপিয়া উঠিল। রামচরণকে দেখিয়া যে প্রাণে এত আনন্দ হয়—এত লজ্জা-ভয় পঁহুছে, তাহা সতীশ এই প্রথম বুঝিতে পারিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর দিদিবাবু কেমন আছে ?"

রাম। ভাল আছেন।

সতীশ। ঘরে বাবু আছেন ?

রাম। হাঁ।

সতীশ। বাবু কি তোর দিদিবাবুকে বাঁধা রাখিয়াছে?

রাম। হাঁ।

সতীশ। একবার দেখা হয় না ?

রাম। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব—আপনি কাল এই সময় এইখানে আসিবেন।

সতীশ। রামচরণ, একটা কথা শোন্।

রাম। কি বলুন ?

সতীশ। এখন তুই কোথায় যাইতেছিস্ ?

রাম। মদ আনিতে যাইতেছি।

সতীশ। বাবুরা এখন কি করিতেছে ?

রাম। এতক্ষণ তাস খেলিতে ছিলেন—এখন মদ খাবেন, গান-বাজনা হবে।

সতীশ। তোর দিদিবাবু যদি বলে, দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, তবে তুই একটা কথা বলিতে পারিবি ?

রাম। বলুন।

সতীশ। বলিস্—আমাকে ও বাড়ীর মধ্যে যাইতে দিতে যদি বাধা থাকে,—কোন স্থানে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যদি বাধা থাকে—একবার আসিয়া যেন ঐ উপরের বারেণ্ডায় দাড়ায়—আমি রাস্তায়—এই—এইখানে দাঁড়াইয়াই একবার দেখিয়া যাইব।

রাম। আচ্ছা বাবু আমি বলিব। এখন যাই—দেরী হ'লে আবার গালাগালি দিবে।

সতীশ। তোদের বাবু কি বড় দুষ্ট?

রাম। বড় দুষ্ট—এক একদিন দিদিবাবুকেও মারে।

"যা, কোথায় যাচ্ছিস্ যা।" এই কথা বলিয়া সতীশচন্দ্র অপর বাড়ীর ক্ষুদ্র রকের উপর বসিয়া পড়িলেন। রামচরণ চলিয়া গেল।

মেঘের পানে চাতক পক্ষী যেমন ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকে—সতীশচন্দ্র তদ্রূপ যে দ্বিতলগৃহে মনোরমা বাবুগণে পরিবৃত্ত হইয়া আমোদে প্রমত্তা ছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল,—রামচরণ মদ্য লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। বাবুগণ মদ্যাদি পান করিলেন,—পূর্ণমাত্রায় স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইল। মনোরমা গান গাহিতে লাগিল। নিম্নে—রাস্তার উপরে অনতিপ্রসর রকের উপরে বসিয়া সতীশচন্দ্র সে গান শুনিতে লাগিলেন,—মনোরমা গাহিতেছিল,—

আশাপথ চেয়ে আছি,
সেকি আর আসিবে না।
আর কি তেমন করি,
আমারে সে ডাকিবে না?
তার সে প্রেমের গান,
সে মোহিনী সুরতান,
সোহাগের সুখ-স্মৃতি,
আর কি পাইব না।
স্নেহে দিয়ে খেলা ঘর,
আমাকে করিয়ে পর,
কোথা গেলে প্রাণেশ্বর,
আজিও কেন এল না।

সতীশচন্দ্র একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, মনোরমা বুঝি তাঁহারই উদ্দেশে এ গান গাহিতেছে। আবার ভাবিলেন,—দূর, তা কি হয়? যদি উহার সেই মনই থাকিত—তাহা হইলে কখনই বাড়ীয়ালীকে দেখিয়া অত কঠোর কথা আমাকে বলিয়া পাঠাইত না। গান গাহিতে হয়, তাই গাহিতেছে।

কিন্তু তবে আমি উহাকে না দেখিয়া মরি কেন? মজি কেন? ভুলিতে পারি না কেন?—এ কথার কে উত্তর দিবে?

বাস্তবিক এমন হয় কেন?—এ কথার উত্তর দিতে বিজ্ঞান নিস্তব্ধ, ভক্তিশাস্ত্র অপারগ, ধর্ম্মশাস্ত্র নিম্নমস্তক। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—তবে এই বুঝি, এই জানি—ইহা মহাশক্তির মহা খেলা। এই জানি—ইহা নারায়ণীর ছলনা। নারায়ণীর মহামোহের মহা সাধন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বামী সাক্ষাৎ।

সারাদিন বাসায় গিয়া অতিবাহিত করার পরদিন রাত্রি আটটার সময় সতীশচন্দ্র সোণাগাছি মনোরমার বাড়ীর নিম্নে রাস্তার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কখন রামচরণ আসিবে, কখন মনোরমা কি বলিয়াছে—শুনিতে পাইবেন, আশায় উৎকুণ্ঠায় সেই রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। কত লোক সেখান দিয়া আসা যাওয়া করিতেছে, সতীশচন্দ্র কিন্তু সেই স্থলেই দাঁড়াইয়া আছেন।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—রাত্রি দশটা বাজিল;—সতীশচন্দ্র ক্রমেই নিরাশ হইতে লাগিলেন।

সহসা রামচরণ দরজা দিয়া বাহির হইয়া একবার এদিক ওদিক চাহিল। সতীশচন্দ্র দ্রুতপদে তাহার নিকটে গমন করিলেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামচরণ! তোর দিদিবাবু কি বলিল?"

রাম। না বাবু, দেখা হবে না।

সতীশের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল,—বলিলেন, "একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে বারেণ্ডায় আসিতেও পারিবে না। এখন না পারে, অন্য সময়—দিনমানে। আমি কথা কহিব না,—একবার চোখের দেখা দেখিয়া যাইব।"

রাম। না।

সতীশ। কি বলিল?

রাম। বলিলেন,—আমার বাবু বড় রাগী—জানিতে পারিলে, বকাবকি করিবেন?

সতীশ। উঃ! মনোরমা!—এত কঠিন তোমার হৃদয়! এক-বার চোখের দেখা দেখ্তে এলেম, তাও দিতে পার না। হা মনোরমা!—তোমার জন্তে আমি যে জগৎ ভুলিয়াছি।

ঠিক এই সময় খোলা বারেণ্ডার উপর হইতে মনোরমা ছাদ্বা করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাবু—বাবু! দেখে যাও—সেই সতীশবাবু পাগল হ'য়ে কেমন ব'কৃছে।"

টলিতে টলিতে গোপালবাবু খোলা বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াই-লেন। অতীব রুক্ষস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "শালা—তুই আবার আসিয়া লাগিয়াছিস্? একবার কেমন চক্র ক'রে—কবর হ'তে মড়া তুলে এনে, তোকে কয়মাস ঘুরিয়েছি—আবার—আবার জ্বালাতন কর্ত্তে এসেছিস্। এবার কাজ রফা কোরে দিয়ে তবে ছাড়্বো।"

সতীশ পাগলের স্থায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন,—"আগে কে কথা কহিয়াছিল? মনোরমা!—আমার মনোরমা—মনোরমা! একটিবার দেখা দাও—জন্মের শোধ একবার দেখিয়া যাই।"

গোপালবাবু মদবিহ্বল আঁখি ঘুরাইয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "রামা—ও রামা! শূয়ারকো গর্দ্দানি লাগাও।"

রামা ততদূর পারিল না। পরন্তু গোপালবাবু উপর হইতে সতীশচন্দ্রের মস্তক লক্ষ্য করিয়া একখানা ইট মারিল— সৌভাগ্য-ক্রমে তাহার সম্পূর্ণ আঘাত না লাগিয়া একটু কোণের আঘাত

লাগিয়া ইটখানা একপাশ দিয়া গেল। যাহা লাগিল, তাহাতে কপাল দিয়া রক্তধারা ছুটিল। সতীশচন্দ্র কপাল ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন।

"ও পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামিতে প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিয়া গোপালবাবুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মনোরমা গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র তারপরে সেখানে কতক্ষণ বসিয়াছিল, তাহার ঠিক নাই। তবে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ একরূপ অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিল। তারপরে জ্ঞান হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল—আবার—আবার একদৃষ্টে সেই মনোরমা—পাপিয়সী মনোরমার গৃহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মনোরমা তখন ঘুঙ্গুর পায়ে দিয়া নাচিতেছে, আর গাহিতেছে,

"দিদি লাল পাখীটা আমায় ধ'রে দে না রে—"

সতীশচন্দ্র কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না,—তথাপি কি দেখিবার আশায় সেই গৃহের পানে উদাস চাহনিতে চাহিয়া আছেন।

সহসা সতীশচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে অতি শান্তশীতল একখানি হস্ত পড়িল। চমক খাইয়া সতীশ ফিরিয়া দেখিলেন,—চটিজুতা পায়, গরদের কাপড় পরা, একটি ব্রাহ্মণ।

সতীশচন্দ্র চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মহাশয়!"

ব্রাহ্মণ। তোমার নাম কি?

সতীশ। আমার নাম সতীশচন্দ্র।

ব্রাহ্মণ। আমি কয়দিন ধরিয়া দেখিতেছি—তুমি হাঁ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাক— চাহিয়া চাহিয়া কি দেখ বাপু?

সতীশের নয়নাশ্রু বিগলিত হইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সতীশ। কোথায়?

ব্রাহ্মণ। আমার বাসায়।

সতীশ। আপনার বাসা কোথায়?

ব্রাহ্মণ। আনন্দ টোলায়।

সতীশ। সে কত দূর।

ব্রাহ্মণ। অধিক দূরে নহে।

সতীশ। এখনই?

ব্রাহ্মণ। এখনই আইস।

সতীশ। কলিকাতায় আনন্দটোলা কোথায় আমি চিনিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মণ! চেন না—অনেকেই চেনে না। তাহারা ভ্রম করিয়া বসে। তুমি এস,—আমি চিনাইয়া দিব।

সতীশ। আমার হৃদয়ে বড় আগুন।

ব্রাহ্মণ। তাহা হউক—তুমি এস।

সতীশ। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। অধিকদূর হইলে হাঁটিতে পারিব না।

ব্রাহ্মণ। নিকটে গাড়ীর আড্ডা আছে।

সতীশ। তা জানি।

ব্রাহ্মণ। গাড়ীতে করিয়া যাইব।

সতীশ। আমার পয়সা নাই।

ব্রাহ্মণ। আমি দিব।

সতীশ। আপনার এত দয়া কেন?

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দয়াই ধর্ম্ম।

সতীশ। তবে চলুন। কিন্তু যাইতে আমার ইচ্ছা করিতেছে না। ইচ্ছা করিতেছে—সারাটি জীবন, এইখানে দাঁড়াইয়া ঐ গৃহপানে চাহিয়া থাকি।

ব্রাহ্মণ। ভাল, আবার আসিলেই পারিবে।

সতীশ। আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না—তবে চলুন।

তখন ব্রাহ্মণ সতীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া মস্‌জিদ বাড়ীর পথে চিৎপুররোডে গমন করিলেন, সেখান হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া উভয়ে তাহাতে আরোহণ করতঃ ব্রাহ্মণের আলয়ে গমন করিলেন।

সেদিন আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। ব্রাহ্মণ সতীশচন্দ্রকে আহার করাইয়া নিজে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। সতীশচন্দ্র ও শয়ন করিলেন।

সতীশের প্রাণের মধ্যে মনোরমার মূর্ত্তি আজি যেন অধিকতর ভাবে প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। বাঁধে জল বাধিলে যেমন আরও কাঁপিয়া উঠে,—সতীশচন্দ্রের প্রাণ তদ্রূপ বাধা প্রাপ্ত হইয়া মনোরমার জন্য আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

প্রভাত হইয়া গিয়াছে,—তরুণারুণ পূর্ব্বদিগভাগে অভ্যুদিত হইয়া তাঁহার হসিতলোহিতচ্ছবিতে জগতের মুখে হাসি ফুটাইয়া দিয়াছে। প্রাতঃ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শান্তির সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছে।

যে ব্রাহ্মণ গতকল্য রজনীতে সতীশচন্দ্রকে আনিয়া নিজালয়ে রাখিয়াছেন, তাঁহার নাম সারদানন্দ স্বামী।

সারদানন্দ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক বারেণ্ডায় একখানি কুশাসনের উপরে উপবেশন করিয়াছেন। সেখানে বসিয়া মধুর প্রাতঃসমীরণের সহিত নিজের মধুর কণ্ঠ মিশাইয়া স্তোত্রগাথা পাঠ করিতেছিলেন। প্রাতঃসমীরণ সে মধুর ভাবগাথা অলস প্রাণে মাথাইয়া লইয়া প্রতি গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। বিহঙ্গমকুল সে গাথার মধুরত্ব ও পবিত্রতা লইয়া নবোদিত বালর্ককরে ঢালিয়া দিতেছিল। স্বামী মহাশয় গাহিতেছিলেন,—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন,
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন।

বিনিদ্র ব্যথিত-হৃদয় সতীশচন্দ্র আর শয্যায় শয়ান থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া পড়িলেন। খিল খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। বাহির হইতেই বারেণ্ডায় সারদানন্দ স্বামীর দর্শন পাইলেন।

স্বামী মহাশয় সতীশচন্দ্রের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন,—মহাপাপেব মর্ম্মান্তিক দংশনে জর্জ্জরীভূত হইয়া সতীশচন্দ্র সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাব চেহাবা অমন হইয়াছে কেন ?"

সতীশচন্দ্র বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। চক্ষু দিয়া প্রবলাকারে জলস্রোত প্রবাহিত হইল।

করুণহৃদয়ে স্বামী বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন, কি হইয়াছে বল না ?"

সতীশ। বলিবার কি আছে প্রভু ?

স্বামী। কাঁদিতেছ কেন,—তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমার চেহারা অমন হইয়া গিয়াছে কেন, তাহাই শুধাইতেছি। সারারাত্রি কি তুমি ঘুমাও নাই ?

সতীশ। সারারাত্রি আমার ঘুম হয় নাই—বুঝি এ জীবনে আর সুখ-সোয়াস্তি—নিদ্রা হইবে না।

স্বামী। কেন, কি হইয়াছে বল ?

সতীশ। আপনার সাক্ষাতে কি বলিব—বলিতে লজ্জা করে, বুক ফাটিয়া যায়।

স্বামী। আমার সাক্ষাতে বল—মুগ্ধ জীব যাহা করে, মোহের ছলনে করে—কোন লজ্জা নাই বল ?

সতীশ। আমি একটা বেশ্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি।

স্বামী। প্রেম না, প্রাণ-আহুতি?

সতীশ। প্রাণ আহুতি কি?

স্বামী। পতঙ্গ আগুন দেখিয়া তাহাতে প্রাণ আহুতি দেয়—সে কি প্রেমের জন্য—মরণের জন্য। ইহাও তাহাই! পতঙ্গধর্ম্মী মানব—প্রাণ আহুতি দেয় মরিবার জন্যে।

সতীশ। ঠাকুর!—এ প্রাণের জ্বালা কিসে বিদূরিত হয়?

স্বামী। চিত্তবৃত্তির নিরোধ।

সতীশ। বুঝিতে পারিলাম না।

স্বামী। কেন একখানা মুখের প্রতি অত প্রলোভন—কাহার জন্য কি? জীবন কয় মুহূর্ত্ত স্থায়ী। একটা বেশ্যার জন্য কিসের কি? আমি তোমায় দেখিয়াছিলাম—কয়দিন হইতে দেখিতেছি, ঐ বেশ্যার গৃহপানে সমস্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া আছ। সে ফিরিয়াও চাহে না—কিন্তু যিনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,—যিনি তোমার আমার সমস্ত জীবের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত—যাঁহার প্রেমের ধারায় সমস্ত জগৎ অবভাসিত—সেই প্রাণের ঠাকুরকে কেন ঐরূপে—চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া ডাক না—তিনি দয়াল প্রভু, একবিন্দু প্রেম দিলে শত বিন্দু না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। তাঁহার প্রেমে শুষ্কতরু মুঞ্জরে—কুসুমে কুসুমে সে প্রেমের হিল্লোল হিল্লোলিত। জগতের বাঁশী সেই প্রেমের গানে প্রমত্ত—প্রেম যদি করিতে হয়, তবে সেই প্রেমিকপ্রবর রস-সাগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—আর সবই কাম। কামে সুখ নাই। কবিরাজ গোস্বামী একথা অতি স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন। এই প্রেম ও কামের স্বরূপ লক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-চরিতামৃতনামক মহাগ্রন্থে তাহার স্পষ্টতঃ লক্ষণ সকল দেখিতে পাইবে। আর

আমাদের ভক্তিশাস্ত্র সমূহেও ইহার নিদর্শন আছে। মানুষ প্রেম চিনে না—কিন্তু জল না দেখিলেও যেমন পিপাসা মানব-হৃদয়ের ধর্ম্ম—তেমনি প্রেম না চিনিলেও প্রেমানুরাগ মানুষের সতঃসিদ্ধ বাসনা। সন্তোষ পাইলে প্রেমে চিনিতে পারে—নতুবা প্রেমের জন্য কামে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আজন্ম ক্রন্দনের কারণ হয়!

মানুষের কোন্ লগ্নে কি হয়,—কোন্ তারে কখন কি বাজে; কেহই বলিতে পারে না। সতীশচন্দ্রের প্রাণও একমুহূর্ত্তে—শুভ-লগ্নে একেবারে ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সতীশচন্দ্র মুগ্ধ—পাপকালিমাঙ্কিত সতীশচন্দ্র এক মুহূর্ত্তে বিশ্বসংসার চিনিলেন,—ভগবানের নামের করুণা বুঝিলেন—প্রেমের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। বুঝি ব্রজের বাঁশরীর স্বর তাঁহার কর্ণে অতি মধুরস্বরে প্রবিষ্ট হইল। তাই তাহার প্রাণকে আকুল করিয়া, মরমের আগুন বিদূরিত করিয়া সেখানে শান্তির বিমল বিভা প্রকাশিত হইল।

সতীশচন্দ্র সারদানন্দ স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"গুরো!—প্রভো!—আমায় রক্ষা করুন! পাপে-তাপে বিদগ্ধ জীবকে উদ্ধার করুন।"

স্বামী তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন,—"কাহাকেও কেহ উদ্ধার করিতে পারে না। জগৎজীবন দয়াময় শ্রীকৃষ্ণই জীবকে দয়া করিয়া থাকেন,—তাঁহার কৃপাকণাপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে জীব সুপথ চিনিতে পারে না।"

সতীশ। তথাপি গুরুর কৃপা চাই।

স্বামী। গুরু পথ-প্রদর্শক মাত্র!

সতীশ। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

স্বামী। বল।

সতীশ। বৈষ্ণবধর্ম্মের একপ্রকার স্তর দেখিয়া ছিলাম—সেখানে স্ত্রীলোক লইয়া মাধুর্য্যরসের সাধনা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইয়াছে—স্ত্রীলোকই বন্ধনের হেতু।

স্বামী। স্ত্রীলোকই বন্ধনের হেতু—আবার স্ত্রীলোকই মোক্ষের কারণ। তবে তুমি যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের স্তরের কথা বলিতেছ, আমি তাহা অবগত আছি—সেটা ধর্ম্মের স্তর বলিলে পাপ হয়—সে ভ্রান্ত মানবগণের রিপুচরিতার্থের একটা পন্থা। সে ধর্ম্ম নহে।

সতীশ। তাহারা বলে, ইহা মাধুর্য্যরসের সাধনা।

স্বামী। তাহারা মূর্খ—মাধুর্য্যরসের সাধনা করিতে হয়, গোপীভাবে।

সতীশ। সে কি প্রকার?

স্বামী। আপনাকে গোপীভাবে ভাবিতে হয়—অর্থাৎ আমি গোপী, ভগবান গোপীনাথ—ইহাই মধুরভাব। এক সময় শ্রীনবদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম, একটি বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল,—তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল—তিনি গোপীভাবের সাধক, কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছেন, এই যে হস্তে বলয়রাজি দেখিতেছ, ইহাও আমার প্রভু ভালবাসেন। অর্থাৎ কথা কহিতে কহিতে তিনি এত আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন,—তিনি প্রকৃতই ভাবিতেছিলেন, তিনি গোপী—তাঁহার গাত্রে বুঝি বলয়াদি আছে, বস্তুতঃ কিছুই ছিল না।

সতীশ। আমি এখন কি করিব—কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব?

স্বামী! বল,—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সতীশ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

স্বামী। প্রণাম কর—বল, নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ—জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

সতীশ। নমো ব্রাহ্মণ্যবেদায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোমঃ।

স্বামী। প্রণামের অর্থ বুঝিয়াছ?

সতীশ। অর্থ বুঝিবার আবশ্যক কি—আমার প্রাণে যেন শান্তির অমৃতধারা বহিয়া যাইতেছে। আজি হইতে আমার জীবনে নূতন কার্য্য আরম্ভ হইল—আমি শ্রীভগবানের নাম করিয়া পথে পথে—তীর্থে তীর্থে—পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব।

স্বামী। জীবনের তাহাই শ্রেষ্ঠ ও সারভূত কার্য্য।

সতীশচন্দ্র স্বামী মহাশয়ের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন—কি করিবেন,—তখনও তিনি তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহাপাতকের ফল।

এখন একবার গোপালবাবুর কথা বলিব।

যে দিবস রাত্রে সতীশচন্দ্র গোপালবাবুর ইটের প্রহার খাইয়া চলিয়া গিয়াছেন—তাহার পর আর চারি বৎসর অনন্তকাল-সাগরে লীন হইয়া গিয়াছে। এই চারি বৎসরে কতলোকের সুখ, আনন্দ, উদ্যম, উৎসাহ ও শ্রীঃ ফিরিয়া আসিয়াছে—কতলোকের উপিয়া গিয়াছে। পথের ভিখারী হয়ত কোটীশ্বর হইয়াছে, আবার কোটীশ্বর হয়ত পথের ভিখারী হইয়াছে।

গোপালবাবু যে সকল দেনা করিয়াছিলেন,—সেই সকল দেনা সুদে আসলে অনেক হইয়া উঠিয়াছিল, মহাজনগণ নালিশ ও ডিক্রী করিয়া তাঁহার বাড়ীগুলি বিক্রয় করিয়া লইয়াছিল,—ভদ্রাসন পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

এখন তাঁহার মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার সুখের আশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অর্থ না থাকিলে বেশ্যার প্রণয় মিলে না। শুধু বেশ্যার প্রণয় কেন, জগতের কিছুই মিলে না। অর্থহীনের সুখ-শান্তি মান-সম্ভ্রম কিছুই নাই।

গোপালবাবু আর মনোরমার বাড়ী যাইতে পারেন না। অর্থ

নাই—তাহাকে টাকা দিতে না পারিলে সে বাড়ীতে যাইতে দিবে কেন? এখন রিক্তহস্তে গৃহাদি শূন্য হইয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া গোপাল বাবু একখানা খোলার বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় থাকিলেন।

যে একদিন রাজা ছিল, সে যদি পথের ভিখারী হয়, তবে তাহার যে কষ্ট হয়, তাহা ভিখারীর নাই। গোপালবাবু এখন বুঝিতে পারিলেন,—তিনি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ আগে বুঝে না—দেখিয়া শিখে না, ঐ ত দুঃখ!

পূর্ব্ব অত্যাচারে—তৎপরে এই দারুণ কষ্ট ও চিন্তায় গোপাল-বাবুর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার বহুমূত্র রোগ ছিল, এখন তাহা প্রবলাকার ধারণ করিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার উত্থানশক্তি বিরহিত হইয়া গেল,—তিনি শয্যাশায়ী হইলেন।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে তাঁহার স্ত্রী পুত্রকন্যাগণকে লইয়া গৃহান্তরে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহারা নিদ্রিত হয় না,—মেজ ছেলেটি বলিতে-ছিল, আমি ভাত না খাইলে কিছুতেই ঘুমাইব না। মুড়ী খাইয়া কি ঘুমান যায়?"

গৃহিণীঠাকুরাণী মলিন-বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "আমি ভাত রাঁধিগে—তোরা ঘুমো। ঘুম হ'তে উঠিয়াই ভাত পাবি এখন।"

রোগ-শয্যায় শুইয়া শুইয়া গোপালবাবু তাহা শুনিতেছিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা নির্গত হইতেছিল। একদিন তিনি কলিকাতার মধ্যে ধনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—সুখৈশ্বর্য্যে তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না—আর আজি জীবন্ত থাকিতে পুত্রকন্যাগণ একমুঠা ভাতের জন্য হাহাকার করিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না!

অতিক্ষীণ-করুণ স্বরে গৃহিণীকে ডাকিলেন। গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপালবাবু বলিলেন, "খোকারা কি বলিতে-ছিল?"

গৃহিণী। বলিবে আবার কি? পেটে ভাত নাই—দু-পয়সার মুড়ি আনিয়া খাইতে দিয়াছিলাম, তাহা খাইয়া কি ঘুমাইতে পারে?

গোপাল। সকলই আমার মহাপাতকের ফল।

গৃহিণী। তা বলিয়া এখন আক্ষেপ করিলে আর কি হইবে! বরং তাহাতে তোমার শরীর আরও খারাপ হইতে পারে।

গোপাল। আমার এখন মৃত্যু হওয়াই মঙ্গল।

গৃহিণী। অমন কথা বলিতে নাই,—তোমার মুখখানা দিন দিন অমন কালো হইয়া যাইতেছে কেন?

গোপাল। এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ,—মুখ কালি হইয়া যাইতেছে কেন? একে এই ভীষণ রোগের যন্ত্রণা—তার উপরে তোমাদের এই অন্নকষ্ট—নিজের উত্থানশক্তি রহিত—কালি ত হইয়া যাইতেছি, আর চোখের উপরে এ সকল দেখিতে পারি না।

গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"তার আর কি হবে?"

গোপাল। এখন কি দিয়া চলিবে?

গৃহিণী। আমি কি করিয়া জানিব—একটা কথা বলিব?

গোপাল। কেন বলিবে না—বল!

গৃহিণী। আমি কারও বাড়ী ভাত রাঁধিব? তাহাতে কতকগুলি করিয়া ভাত-তরকারিও পাওয়া যাবে—আর মাসে চারি পাঁচটা করিয়া টাকা পাওয়া যাবে।

গোপালবাবু কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বালিশের উপরে মুখ গুঁজিয়া বালকের ন্যায় অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

গৃহিণী ভাবিলেন, কথাটা বলিয়া বুঝি ভাল করি নাই! কেন কথাটা বলিয়া স্বামীর মনে কষ্ট দিলাম? তাঁহার এই রোগের যন্ত্রণা—তার উপরে চিকিৎসার অভাব—পথ্যেরও অভাব, সময়-মত দুটা পথ্য দিতে পারিলেও হইত। তাহার উপায় কি? সুপথ্য পাওয়া দূরের কথা—একমুঠা ভাত আর একটু আলুভাতে সকল দিন জুটে না। হা ভগবান! আমাদের উপরে এত যন্ত্রণা কেন দিলে—আমাদের কপালে এত কষ্ট কেন লিখিলে!

গৃহিণীর হৃদয় হইতে তাঁহার হৃদয়ের ঠাকুর যেন বলিয়া উঠিলেন,—ভগবান মানুষকে দুঃখ বা সুখ প্রদান করেন না। মানুষ স্বকীয় কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার স্বামীর আত্মকৃত মহাপাতকের ফলে এই দুঃখ সংঘটন হইয়াছে। স্বামীর পাতকফলে তোমার কষ্ট—স্ত্রী ত স্বামীরই অর্দ্ধাঙ্গী। পিতার পাপে সন্তানসন্ততিগণের কষ্ট—পিতারই ত অংশ সন্তানসন্ততি। তোমার স্বামী জীবত থাকিতে—এ কষ্টের অবসান হইবে না। স্বামীর মৃত্যু হইলে, আবার পুত্রাদির উপার্জ্জনে সুখী হইবে।

গৃহিণী চক্ষু মুদিত করিলেন। মুদিত বিষণ্ণ শিহরিত প্রাণে মনে মনে বলিলেন,—"স্বামীকে দেখিলে যে সুখ পাই—রাজরাজেশ্বর হইলেও সে সুখ মিলিবে না। স্বামী যেন আমার কাঁদে না, আমি না খাইয়াই থাকিব!

———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যৌবনে যোগী।

আরও ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে,—হেমন্তের মধ্যাহ্নকাল, কেমন যেন আলস্যে মাথা।

শ্রীবৃন্দাবনধামের কেশিঘাটের নিকটে কেলিকদম্বতলে একজন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন ভগবদ্-প্রেমের ভাবরাশি বহির্গত হইতেছে। চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া বসিয়া আছেন,—তাঁহার সমস্ত প্রাণখানি জুড়িয়া বুঝি প্রেমের দেবতা ভগবান বসিয়া আছেন—সেই হৃদয়-নিকুঞ্জে বুঝি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী বাজিয়া বাজিয়া প্রেমের গান শুনাইয়া দিতেছে। কোন্ দূর হইতে প্রস্ফুটিত ফুল্ল-কুসুমের সুগন্ধ আসিয়া চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছে।

সন্ন্যাসী আপনভাবে আপনি বিভোর—তাঁহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি নরনারী দাঁড়াইয়া আছে। সকলেরই চক্ষু সন্ন্যাসীর ভাবময়—প্রেমে বিভোর মূর্ত্তির দিকে। সকলেই পলকহীননেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছে।

একটি শীর্ণকলেবরা রমণী অতি নিকটে ঘেঁসিয়া একদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। ক্রমে বেলা অবসান

হইয়া আসিল। দর্শকগণের মধ্যে অনেকে চলিয়া গেল,—আবার অনেক নূতন আসিয়া জুটিল। আবার তাহারা চলিয়া গেল, আবার নূতন আসিল।—আবার গেল।—কিন্তু সেই শীর্ণারমণী একপদও নড়িল না। সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া এবারে বসিয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর অতি নিকটে বসিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চক্ষু মেলিলেন। তাঁহার মুখে প্রশান্ত-তারভাব,—মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

একজন দর্শক বলিল, "বাবাজি! দয়া করিয়া আমার কুঞ্জে পদার্পণ করিতে হইবে। সেবার জন্ম আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনার দয়া ও শ্রীভগবানের নিয়োগে আপনার ঐ স্থানেই যাইব।"

তৎপরে চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "ইহার মধ্যে কেহ অভুক্ত থাকেন যদি, আমার সঙ্গে ঐ দাতা মহাশয়ের কুঞ্জে চল।"

আর কেহ কথা কহিল না। সন্ন্যাসীর পার্শ্বদেশে যে শীর্ণারমণী উপবিষ্ট ছিল,—সে বলিল, "আমার আজ চারিদিন আহার হয় নাই।"

সন্ন্যাসী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। মুখখানা চেনা নয়? সন্ন্যাসী পূর্ব্ববৎ প্রশান্তস্বরে বলিলেন, তবে আমাদের সঙ্গে চল।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণারমণীও উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি সন্ন্যাসীকে আহারার্থে বলিতেছিলেন, পথ দেখাইয়া তিনি অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন,—তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্ন্যাসী, আর সন্ন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে সেই রমণী চলিল।

যথাসময়ে কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীঠাকুর স্নানাহার সম্পন্ন করিলেন। রমণীও কিছু আহার করিল। আহারের শক্তি রমণীর যেন অধিক নাই বলিয়া বোধ হইল।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী উঠিয়া গেলেন, রমণীও সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

কিয়দ্দূর গিয়া সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে?"

রমণী। তুমি যেখানে যাইবে।

সতীশ। আমার সঙ্গে কেন যাইবে?

রমণী। তুমি এত শান্তিলাভ করিলে কি প্রকারে?

সতীশ। কেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সন্ন্যাসী রমণীর মুখের পানে কিয়ৎক্ষণে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"মুখখানা চেনা চেনা বোধ হইতেছে—কিন্তু ঠিক্ ঠাওর হইতেছে না।"

রমণী। আমি মনোরমা।

সতীশ। কোন্ মনোরমা?

রমণী। যে পিশাচীর জন্য তুমি কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলে—যাহার জন্যে তুমি আজি যৌবনে যোগী সাজিয়াছ।

সন্ন্যাসী সতীশচন্দ্র।

সতীশ। তুমি এখানে কেন?

রমণী। আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে।

সতীশ। কি প্রকারে গেল?

রমণী। গোপালবাবুকে জান?

সতীশ। হাঁ—জানি।

রমণী। সে একবারে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমি তখন নিত্য নূতন লোক বসাইতে লাগিলাম। কিন্তু বলিতে কি সতীশ!—তোমার জন্য হৃদয় যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত! একা থাকিতে যেন আমার ভাল লাগিত না। তাই একটি বেশ্যাপুত্রকে ভালবাসার লোক কাড়িয়া লইলাম। সে কিছুদিন আমার মন যোগাইয়া থাকিল।

সতীশ। তার পরে?

মনো। তার পরে ছলে বলে কৌশলে সে আমার সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া সরিয়া পড়িল।

সতীশ। তোমার বাড়ী?

মনো। একদিন মাতাল অবস্থায় আমাকে দিয়া বাড়ীখানির বিক্রয় কবলা লেখাইয়া লইয়াছিল।

সতীশ। তার পরে?

মনো। তার পরে, হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া খোলার বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। সেখানে ঐ পাপের কার্য্যে প্রকৃতি যে দণ্ড দেন, তাহাই হইল—আমি উপদংশ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছুতেই রোগ সারে না। তখন সরকারি ডাক্তারখানায় গেলাম, কেন না, তখন আমার উদরান্নের সংস্থান হওয়াই দুর্ঘট। সরকারি ডাক্তারখানায় পড়িয়া অনেক দিন পচিয়া ধসিয়া, শেষে একটু আরাম হইলে তথা হইতে বাহির হইলাম।

সতীশ। এখানে আসিলে কেন?

মনো। ডাক্তারখানা হইতে বাহির হইয়া আর কিছুই ভাল লাগিল না। জীবনের উপর বড় ঘৃণা হইল—আত্মকৃত মহা-পাতকে বড়ই অনুতাপ জন্মিল।

সতীশ। তার পরে ?

মনো। তার পরে কতকগুলি লোক বৃন্দাবনে আসিতেছিল,—তাহাদের নিকট দয়ার প্রার্থী হইলে, তাহারা হতভাগিনীর কথায় কর্ণপাত করিয়া, দয়া করিয়া আমাকে এখানে আনিল।

সতীশ। কতদিন আসিয়াছ ?

মনো। প্রায় দশ দিন হইবে ?

সতীশ। কোথায় থাক ?

মনো। থাকিবার স্থির নাই।

সতীশ। চিত্তে কি শান্তি পাইয়াছ ?

মনো। না, সতীশ! এ হতভাগিনীর চিত্তে এখনও শান্তি আইসে নাই ? কি করিলে শান্তিলাভ করিতে পারিব সতীশ! আমি তোমার নিকটে সহস্র অপরাধে অপরাধী—তবু আমার উপর কৃপা করিয়া বল, কিসে আমি শান্তি পাইতে পারি ?

সতীশ। ভেক নাও—তার পরে একটি বৈষ্ণব কাড়িয়া তাহার নিকটে থাক।

মনো। আবার ঐ কাজ—সে কাজের বাসনা গিয়াছে, সতীশ, সে বাসনার জ্বলন্ত আগুনে আর শান্তি আসিবে না,—সতীশ! বল, কিসে প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে ?

সতীশ। যদি যথার্থই হৃদয়-ভাব এমন হইয়া থাকে—তবে জ্ঞানদাস বাবাজির আখড়ায় গিয়ে উপদেশ লও।

মনো। সে কোথায় ?

সতীশ। কেলি-কদম্বতলের অতি নিকটেই তাঁহার বাড়ী।

মনো। আমাকে ক্ষমা করিলে বল—আমি তোমার কাছে বড় দোষে দোষী।

সতীশ। (হাসিয়া) কে কাহাকে ক্ষমা করিতে পারে মনোরমা! কার্য্যের গতি কি, কেন কে করে—কিছুই বুঝা যায় না। তবে তোমাকে আমি নমস্কার করি। তুমি যদি আমাকে পথ না দেখাইতে, আমি চিরদিন কর্ম্মফাঁসে আবদ্ধ থাকিতাম! কার্য্যের ভাল মন্দ যে বুঝাইয়া দেয়, সেই ত গুরু।

মনো। তবে আমি কি তোমার গুরু?

সতীশ। হাঁ।

মনো। আর তুমিও আমার গুরু।

সতীশ। এস, উভয়ে তবে প্রাণ ভরিয়া সেই জগৎগুরুকে প্রণাম করি। বল,—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

মনোরমা যুক্তকরে করুণকণ্ঠে বলিল,—

নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ,
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।

সতীশচন্দ্র সজলনেত্রে ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"মনোরমা! প্রেম মানুষে নাই, আছে কাম। কামগন্ধহীন শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই প্রেম। মানুষ এই প্রেমে মজিলেই প্রেমের প্রকৃত রসাস্বাদ পাইতে পারে। আর আমরা যাহাকে প্রেম বলিয়া জানিতাম,—তাহা প্রেম না প্রাণ আহুতি!

মনো। আমি এ সকল বুঝিব কি প্রকারে?

সতীশ। জ্ঞানদাসের কাছে যাও। আর সর্ব্বদা ভক্তিভরে সেই নব জলদকান্তি প্রেমিকবর শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে—প্রেমভরে ডাকিও, তাঁহার কৃপা না হইলে কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে না।

মনো। কি করিলে তাঁহার কৃপা হয়?

সতীশ। তিনি বড় দয়াল ঠাকুর, যে যাহা তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তাহা না দিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার কৃপার ভিখারী হইলে তিনি কৃপা করিবেন।

"তবে যাই?" মনোরমা সন্ন্যাসী সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে যাই?"

সতীশ। হাঁ যাও,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

সম্পূর্ণ।